এখন সহাস্য বদনে আমাদের সান্ত্বনা করিতেছেন। বিজয়া দশমীর কি রমণীয় ভাব! এই বিজয়া দশমীতে সমস্ত ভারতভূমি ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতেছে, পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতেছে, পিতা মাতা পুত্রদিগের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিয়া স্নেহভাবে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন; রাজারা প্রজাদের উপহার গ্রহণ করিতেছেন; সমুদয় ভারতভূমি আনন্দে উৎসাহে প্রফুল্লিত রহিয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ক্রমে ক্রমে আকাশকে আচ্ছন্ন করিতেছে, আমরা বোট খুলিয়া সেখান হইতে গঙ্গার প্রতিস্রোতে চলিলাম। সে স্রোত প্রবলবেগে বহিতেছে, অতি কষ্টে তাহা অতিক্রম করিয়া তাহার বিপরীত দিকে চলিতে লাগিলাম। খানিক দূর যেতে যেতে, আবার প্রতিকূলে বাতাস উঠিল, তখন দাঁড়িরা গুণটেনে বোটকে আর চালাতে পারচে না, বোট সেই স্রোতের মধ্যে ভয়ানক ভাবে জলে ডুবচে উঠ্‌চে, মাঝি বলে আর বোট চলে না, হুকুম হয় যদি আবার সেই কোলে যেয়ে থাকি। কাজে কাজে আবার সেই দিনের সন্ধ্যাতে কোলে ফিরে এসে থাক্‌লেম। কল্যকার দশমী আর নাই, গঙ্গার আর সেই প্রশান্ত ভাব নাই, বোট তরঙ্গের উপরে দোলায়মান। এইভাবে সমস্ত রাত্রি চলে গেল। তার পরদিন প্রাতঃকালে উঠে দেখি আরো প্রবল বেগে ঝড় বহিতেছে, দু তিনটে লোঙ্গড় ফেলে আমাদের বোটকে মজবুত করে রাখিলাম তথাপি সে তরঙ্গের মধ্যে টলমল করিতে লাগিল, তাকে স্থির করে রাখা গেল না, আমরা স্নান করে প্রায় দুপুরের সময় উপাসনা করিতে বসিলাম। এমন সময় বোটের বাহির হতে মাঝিরা সকলে মিলে চিৎকার করিতেছে, সামাল সামাল। সেই গোলমালে আমাদের উপাসনা ভঙ্গ হয়ে গেল, আমরা তাড়াতাড়ি বোটের ডেকের উপর যেয়ে দেখি যে একটা বড় বোঝাই পান্‌সি লোঙ্গড় ছিঁড়ে অতি বেগে আমাদের বোটের দিকে আস্‌চে, সেই বড় বোঝাই পান্‌সির দাঁড়িরা তাকে আর সামলাতে পার্‌চে না, ঠিক্ আমাদের বোটের কাছাকাছি এসে পাস দিয়ে চলে গেল, আর একটু কাছে এলেই বোটের উপরে পড়ে বোটটিকে ডুবিয়ে দিত। এইখানেই আমরা ঈশ্বরের কৃপা ও অপার করুণা প্রত্যক্ষ করিলাম। এ সময় তিনি ভিন্ন আর কেহই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা ছিল না। বিপদের মধ্যে যেমন তাঁকে সাক্ষাৎ দেখা যায় এমন আর কোন সময় না; এরই জন্য শ্রীমৎভাগবতে ঈশ্বরের নিকট কুন্তীর এই প্রার্থনা দেখা যায়, হে জগৎগুরু! আমাদের বারংবার বিপদ হোক যেহেতু আমরা বিপদের সময়ই তোমাকে দেখিতে পাই এবং ধন্য হই। আমার ভাগ্যে বোটের উপর এ প্রকার বিপদ অনেক বার পড়েছে, অনেক বার তাঁর করুণা অনুভব করে ধন্য হয়েছি।

এই যে বোটের বিপদের কথা তোমাকে বলিলাম এ হইতেও একটি ভয়ানক সাংঘাতিক বিপদ হতে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছিলেন। সে ঘটনা এখন স্মরণ হলে আমার হৃদয় কম্পিত হয়। একদিন আমি বাড়িতে বসে আছি। আমার কাছে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও কালীকৃষ্ণ দত্ত রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে কথায় কথায় আমি বলিলাম আজ অমাবস্যার রাত্রে জোরে খুব জোয়ার আস্‌বে, সেই সময় বোটে করে অনেকটা ঘুরে আসতে পারব, তাতে

বড় আমোদ হবে। তাঁরা আমার কথায় সায় দিলেন। তখনি একটা বোট ভাড়া করে সন্ধ্যার সময় জগন্নাথের ঘাটে রেখে দিলেম। দুই প্রহর রাত্রে জোয়ার আসবে তার আগেই বোটে গিয়ে আমরা বসে রহিলাম। সেই দুই প্রহর রাত্রের জোয়ার আসিলেই মাঝিরা বোট খুলে দিলে। সেই জগন্নাথের ঘাটে বড় নৌকার জাহাজের ভিড়, সেই সকল নৌকা ও জাহাজ সাম্‌লে সাম্‌লে মাঝিরা বোট চালাতে লাগল, সেই অন্ধকার রাত্রিতে ঐ নৌকার ভিড়ের মধ্যে বোট দ্রুতবেগে চল্‌তে লাগিল। বড় ভয়ানক! অমাবস্যার জোয়ারের প্রবল বেগ, অতি কষ্টে সকল নৌকা ও জাহাজ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে যেতে যেতে একটা ভারি ভাঙ্গা জাহাজে জোরে আঘাৎ লেগে গেল, অমনি হালটি একবারে ভেঙ্গে গেল। এখন একেই ত নৌকার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে নৌকা চালাতে পাচ্ছিল না; তাতে হাল ভেঙ্গে গিয়ে তাদের হাত বন্দ হয়ে গেল, অতএব এখন আর রক্ষা কোথায়; কিন্তু বোট সেই জোয়ারের প্রবল বেগে চলে আসপাসের সকল নৌকা বাঁচিয়ে আপনা আপনি চলিতে লাগিল, মাঝি বলচে দাঁড়িদের লোঙ্গড় ফেল লোঙ্গড় ফেল, যখন মাঝিরা লোঙ্গড় ফেলিল তখন বোট বাগবাজারের ঘাটে। লোঙ্গড় ফেল এই কথা বল্‌তে বল্‌তে জোয়ারের টানে একবারে বাগবাজারের ঘাটে এসে উপস্থিত। সেই প্রবল জোয়ারের টানে বিনা হালে বিনা দাঁড়ে, বোঝাই পান্‌সির ভিড়ের মধ্যে জগন্নাথের ঘাট হতে বাগবাজারের ঘাটে নিরাপদে নৌকা কে চালালে? বোট সে অন্ধ শক্তিতে চালিত হয় নাই; কিন্তু সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের রক্ষণী শক্তিতেই চালিত হইয়া নিরাপদে বাগবাজারের ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই ঘোরতর বিপদ হতে আমরা প্রাণ নিয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়িতে ফিরে এলেম। ধন্য জগদীশ্বর! তুমি বিনা কর্ণধার কেহ নাহি আর আমার, সঙ্কটপূরিত ঘোর ভবার্ণব তারে কোন্ কাণ্ডারী।

ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা।*

ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে জানিতে হইবে যে ব্রহ্ম কি, তাঁহার উপাসনা কিরূপে করিতে হয়, এবং ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতাই বা কোথায়। এই তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট ধারণা করিতে না পারিলে কিছুই হইবে না। ব্রহ্ম যিনি তিনি মহানশক্তি অন্তর্য্যামী শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব নিরবয়ব ও পরিপূর্ণ। তিনি পবিত্রতার উৎস, শান্তির প্রস্রবণ। পুষ্পোদ্যান হইতে সুগন্ধ নিঃসৃত হইয়া যেমন চারিদিকের বায়ুকে আমোদিত করে, তেমনি ব্রহ্মের সংস্পর্শে মনুষ্যের আত্মায় পবিত্রতার সঞ্চার হয়। উপাসনা অর্থে ব্রহ্মের সমীপস্থ হওয়া। বিদ্যার্থী গুরুর নিকট গেলে যেমন তাঁহার প্রভাব শিষ্যে প্রকটিত হয়, তাঁহার জ্ঞান শিষ্যে বিকশিত হয়, তেমনি ঈশ্বরোপাসনায় ঈশ্বরের প্রভাব আমাদের আত্মায় অবতীর্ণ হয়।

একদিকে পরমাত্মা, অন্যদিকে জীবাত্মা উভয়ের মধ্যে প্রকৃতির আবরণ। এই

* গত ১৭ই চৈত্র রবিবার সায়াহ্নে আর্য্যসমাজের প্রচারক পণ্ডিত নিত্যানন্দ স্বামী আদি ব্রাহ্মসমাজের তৃতল গৃহে বহু সংখ্য শ্রোতার সমক্ষে "ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা" সম্বন্ধে হিন্দি-ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাহার সারাংশ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বঙ্গভাষায় সঙ্কলন করিয়াছেন। আমরা আদরের সহিত এই স্থলে তাহা প্রকাশ করিলাম।

প্রকৃতির আবরণ ভেদ করিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মে সংস্থিত হইতে হইবে। আমাদিগকে যদি দূর দেশে গমন করিতে হয় ও মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান থাকে, তবে তাহা পার হওয়া কঠিন। কিন্তু আমাদিগকে যে সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহার তুলনায় প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতাই বা কোথা! অধিক হয় ত সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য ৫ মাইল। যদি বায়ু-সাগর অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়, তাহার গাম্ভীর্য্য কিছু ১২৫ মাইলের অধিক নহে। যদি আলোক-সাগর উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহার গাম্ভীর্য্য কিছু সূর্য্যকিরণ বা নক্ষত্রকিরণের পারগামী নহে। কিন্তু প্রকৃতি-সমুদ্রের গম্ভীরতায় এ সকলই পরাভূত। প্রকৃতির ভীষণ তরঙ্গ আত্মার উপরে পড়িয়া অন্তর্দ্দেশকে আলোড়িত করিয়া তোলে। জলের সমুদ্র পার হইতে নৌকা—বড় হয় ত অর্ণবযানের প্রয়োজন; কিন্তু প্রকৃতির তরঙ্গের নিকট দেহতরী নিতান্তই দুর্ব্বল। কাম ক্রোধ লোভ মোহের তরঙ্গ অনবরত চারিদিকে ছুটিতেছে। জ্ঞানের নৌকা ভিন্ন এ ভীষণ জলধি কিছুতেই পার হওয়া যায় না।

অতএব জ্ঞানের সুপোত নির্ম্মাণ কর। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন এ সমুদ্র কিছুতেই উত্তীর্ণ হইবার আশা নাই।

ধনী দরিদ্র সকলেই দুঃখ ক্লেশে অত্যন্ত ক্লিষ্ট। সাধারণ পুরুষ অপেক্ষা বরং ধনবানের গৃহে দুঃখের আধিক্য। সংসারের ভিতরে থাকিতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই। পিপীলিকা হইতে হস্তী পর্য্যন্ত সকলেরই বাসনা যে "সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মে মা ভূঃ"। আমার সুখ হউক দুঃখ যেন না হয়। ইন্দ্রিয়জনিত যে সুখ তাহা নিতান্তই অস্থায়ী——আগমাপায়ী। শীতবস্ত্র গ্রীষ্মকালে পরিধান কর, তাহা হইতে আর সুখ পাইবে না। যাহা এক সময়ে সুখপ্রদ পরক্ষণে তাহা বিষতুল্য। এইরূপ পৃথিবীর যাবতীয় সুখ ক্ষণভঙ্গুর; শাশ্বত সুখ ইহা হইতে বহুদূরে। সেই সুখ আমার চাই যাহা হইতে আর বিচ্যুতি হয় না, সেই আনন্দ আমার চাই, যাহা হইতে আর কোন কালে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সে সুখ পাইতে হইলে সাধনা চাই, বিনা সাধনে সে সুখের প্রত্যাশা কোথায়।

ব্রহ্ম বস্তু সর্ব্বাগ্রে নির্দ্ধারণ কর। তিনি কিছু স্বর্গে একদেশব্যাপী হইয়া বিরাজ করিতেছেন না যে সেখানে গিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইতে হইবে। উপাসনার অর্থ কিছু ইহা নহে। গৌতম সূত্রে তত্ত্ব নিরূপণের তিনটি উপায়, প্রতিতন্ত্র, পরতন্ত্র, সর্ব্বতন্ত্র। সর্ব্বতন্ত্র অর্থাৎ যাহা সকলে মানে। আমার হস্তে এই যে কাষায় বস্ত্র রহিয়াছে, ইহাকে সকলেই কাষায় বস্ত্র বলিবে, এই যে ভূমি দেখিতেছ ইহাকে সকলেই ভূমি বলিবে। ইহা যে বস্ত্র নহে, ভূমি নহে কেহই বলিতে পারিবে না। তেমনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধ, সকলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে।

এক সময় যখন আমি বোম্বাই নগরে বক্তৃতা করিতে যাই, সভাপতি মাননীয় জজ রেনেডে মহাশয় বলিলেন যে আপনার আসিতে ৫ মিনিট বিলম্ব হইয়াছে। আমি নিজের ঘটিকা দেখাইয়া বলিলাম যে আমি যথা সময়ে আসিয়াছি। সমাগত শ্রোতার মধ্যে আরও দুই চারি জন ঘড়ি খুলিলেন, দেখা গেল সকলগুলির মধ্যে

বৈষম্য রহিয়াছে। আমরা ক্ষুদ্র ঘটিকা চালাইতে পারি না, কিন্তু এই যে চন্দ্র সূর্য্য আকাশে বিঘূর্ণিত হইতেছে তাহাদের উদয়াস্তের ত তারতম্য হয় না। ইহা হইতে ঈশ্বরের জ্ঞানের পরিমাণ কর। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা ১৩½ লক্ষ গুণ বৃহৎ, কিন্তু দেখ সেই সুপ্রকাণ্ড সূর্য্য আমাদের সর্ষপপরিমিত নেত্র-কণীনিকায় প্রতিবিম্বিত হয়।

বিনা শক্তিতে কার্য্য হয় না। শরীরে শক্তি রহিয়াছে, সেই জন্য আমরা হস্ত পদ সঞ্চালন করিতেছি। যখন এই শক্তির তিরোধান হয়, তখন আর ক্রিয়া হয় না। এই জীবশক্তিই আমাদের সর্ব্বস্ব। এইরূপ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে এক শক্তি রহিয়াছে,যাহাতে এই সংসার চলিতেছে। হার্বার্ট স্পেনসার ইহাও বলেন যে ঐ শক্তিতে দয়া আছে। দয়া না থাকিলে কবে চন্দ্র সূর্য্য পরস্পরের উপর পতিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। তাহাদের সংরক্ষণ হইত না। আস্তিক ও নাস্তিক সকলেই এই শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আস্তিকেরা বলেন এই শক্তিতে চৈতন্য আছে, দয়া আছে,বিবেচনা আছে, জ্ঞান আছে। নাস্তিকদিগের মধ্যে আবার দুইটি দল। কেহ বলেন এ শক্তি জড়শক্তি, কেহ বলেন এ শক্তি যাহাই হউক জানিবার আবশ্যক নাই।

বেদান্ত শাস্ত্রের ১ম অধ্যায়ে ৫ম সূত্রে আছে "ইক্ষতের্নাশব্দং" অর্থাৎ এই জড়শক্তি জগতের স্রষ্টা নহে, কেন না বেদ জড়শক্তি—এই প্রকৃতির জগৎকর্তৃত্ব বলেন নাই। ইক্ষতি অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্কল্প কারণসাপেক্ষ। সৃষ্টিসঙ্কল্প চৈতন্যের ধর্ম্ম, জড়শক্তি বা প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে। এই অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টি কর, দেখিবে ইহাতে প্রবেশের দ্বার রহিয়াছে, বায়ু চলাচলের জন্য জানালা রহিয়াছে, ইহাতে দীপাধার রহিয়াছে,ইহাতে জ্ঞানের কার্য্য কত রহিয়াছে। যিনি নেত্রের কণীনিকা নির্ম্মাণ করিয়া সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থকে তাহাতে প্রতিবিম্বিত করাইতেছেন, না জানি তাঁহার কত বিচারশক্তি! যিনি পৃথিবী অপেক্ষা ১৩½ লক্ষগুণ বৃহৎ সূর্য্যকে ক্ষুদ্র চক্ষুতে প্রতিফলিত করান,না জানি তাঁহার কত ধীশক্তি। বৃক্ষ অঙ্গারক বায়ু গ্রহণ করিয়া অম্লজান বায়ু উদ্গার করে। এই অম্লজান বায়ু নিঃশ্বাসের সহিত ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়া রক্তকে পরিষ্কৃত করে। ইহার ভিতরে কি বিচার-শক্তি দেখা যায় না? সূর্য্য বৃহস্পতি ও শুক্র এমন স্থানে স্থাপিত রহিয়াছে যে তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষণের সম্ভাবনা নাই, ইহা দেখিয়া চৈতন্য শক্তির ভাব কি আমাদের মনে প্রতিভাত হয় না?

যাঁহারা বলেন প্রকৃতির পরিণামান্তর (Evolution) হইয়া জগৎ এই বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে, তাঁহারা এতই ভুল বুঝেন, যেমন দুই ও দুই এর সমষ্টি পাঁচ বা সাত। এই জগৎ আপনা হইতে রচিত হয় নাই। ন্যায়মুক্তাবলী বলেন "কার্য্য কর্ত্তৃজন্য হয়"। এই যে সুগোল পৃথিবী ইহা অবশ্যই কার্য্য; ন্যায়ের সিদ্ধান্ত যে ইহার অবশ্যই কর্ত্তা আছে। এই পৃথিবী অনাদিসিদ্ধ গোলক নহে। বিজ্ঞান বলেন এই জগৎ প্রথমে বায়বীয় অবস্থায় ছিল, পরে দ্রব হইয়া আসিল, পরে ঘনত্ব অবস্থা পাইল। Evolution বাদীরা এই পর্য্যন্ত মানেন।

এই যে বস্ত্রখণ্ড আমার হস্তে রহিয়াছে ইহা তন্তু-সম্মিলন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাতে তন্তু সংযোগ হইয়াছে বলিলেই স্বীকার করিতে হইবে এক সময়ে

তন্তুর বিয়োগ ছিল। পৃথিবী পরমাণুর সংযোগমাত্র সুতরাং পূর্ব্বে পরমাণুর বিয়োগ ছিল অর্থাৎ পৃথিবী পূর্ব্বে এরূপ অবস্থায় ছিল না; নির্ম্মাতা কর্ত্তৃক সংযোজনের আবশ্যকতা আছে ইহাই অনুমান। কেহ হয়ত বলিবেন আকর্ষণ-বলে মিলিয়াছে। নিউটন কিছু এই আকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক নহেন। সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে ভাস্করাচার্য্য এই অদৃষ্ট শক্তি বহুকাল পূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়া যান।

অদৃষ্টশক্তিশ্চ মহীতয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সথে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে।

বেদের ভিতরেও এই আকর্ষণ শক্তির উল্লেখ আছে। আকর্ষণ শক্তি দ্বারা নয় স্বীকার করিলাম অণু সকল মিলিয়াছে; কিন্তু বিয়োগ হয় কেমন করিয়া। বিয়োগ শক্তি ত পৃথিবীতে নাই। বলিতে পার বায়ু বিয়োগ করিয়া দেয়। কিন্তু বায়ু কি? উহাতেও ত পরমাণু আছে, সুতরাং বায়ুর পরমাণুর সংযোগ বিয়োগের জন্য স্বতন্ত্র শক্তির আবশ্যক। অনেকে বলিবেন উত্তাপ। কিন্তু উত্তাপ কি, বিলাতীয় বৈজ্ঞানিকেরা বলিবেন ইহা গতির পরিণাম (Result of Motion)। কিন্তু এই গতি কোথা হইতে হইল তাহার নির্ণয় নাই। কিন্তু আমরা বলিতে পারি যে সেই এক চৈতন্যময় পুরুষ হইতে এ সমুদায় হইতেছে। ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ। সূর্য্য চন্দ্র তারা বিদ্যুত অগ্নি ইহারা কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" চারিদিকে তাঁহার শক্তির পরিচয়, জ্ঞানক্রিয়া বলক্রিয়া সৃষ্টিক্রিয়া তাঁহার স্বাভাবিক। পরমাত্মশক্তি হইতেই এই সকলে গতি ও বল লাভ করিয়াছে। তাঁহা হইতেই এ সকলই জন্মিয়াছে।

সকল কার্য্যই জ্ঞানাধীন। ইচ্ছা হইল ক্রিয়াজনক স্নায়ু দ্বারা আমাদের হস্তপদাদি চালিত হইল। নিদ্রাবস্থায় জ্ঞান-শক্তির ন্যূনতা হয় এই জন্য হস্তপদাদি শিথিল হইয়া আইসে। যখন সকল জ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন লোকের মৃত্যু ঘটে। এই জ্ঞানশক্তিই জীবন। এই জ্ঞানশক্তিরই সব ক্রিয়া। বাষ্পীয় যন্ত্র আপনা হইতে চলে না, চালকের আবশ্যক। তাড়িতের সংবাদ আপনা হইতে যায় না, লোকের প্রয়োজন। যাহা কিছু হয় সব জ্ঞানশক্তি-প্রভাবে। এই জ্ঞানশক্তির অভাবই মৃত্যু।

আমরা যাঁহাকে জ্ঞানশক্তি ও চৈতন্যশক্তি বলিয়া জগতের কর্ত্তা নির্দ্দেশ করি, নাস্তিকেরা তাঁহাকে জড়শক্তি বলে। বাস্তবিক এই শক্তি জড় কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। যখন ইংরাজেরা বেলুচিস্তানে রাজ্যবিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন, চারিদিকে লৌহবর্ত্ম বিনির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইল তখন একদল সৈন্য রেলে করিয়া ঐ দেশের মধ্যে প্রবেশ করে। বেলুচিগণ তরবারি লইয়া তাঁহাদের উপরে পতিত হইল, ঘোর সংগ্রামে ইংরাজসৈন্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল, কেহই বাঁচিল না। বেলুচিরা রেলে চড়িয়া ইঞ্জিনকে বলিল চল, ইঞ্জিন নড়িল না। কে নড়াইবে, তাহারা ত চালাইবার সন্ধান জানিত না। অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল দেখ তুমি (কাফেরের) বিধর্ম্মীর আজ্ঞায় চলিতেছিলে, আর আমরা মুসলমান ধার্ম্মিক পবিত্র জাতি, আমাদের হাতে চলিবে না, চল। ইঞ্জিন নড়িল না, সমভাবেই রহিল। তাহারা বুঝিল মিষ্ট কথায় নড়িবে না, বল প্রয়োগ আবশ্যক। তরবারি লইয়া ইঞ্জি-

নকে আঘাত করিল। এঞ্জিন নিশ্চল। বেলুচিগণ ক্রোধে অধীর হইয়া গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল এবং প্রস্তরখণ্ড লইয়া উপর্য্যুপরি ইঞ্জিনে আঘাত করিতে লাগিল। কোন ফল হইল না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। তাই বলিতে ছিলাম জ্ঞানের অভাবে জড়শক্তি এঞ্জিন চলিল না, ব্রহ্মাণ্ড চলিবে কিরূপে?

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং" যাঁহাকে মন জানিতে পারে না, কিন্তু যিনি আমাদের প্রত্যেক মননকে জানেন, "যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" বাক্য-মন প্রভৃতি সকলই যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। তিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন, তিনি আত্মার বিষয়। তিনি "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" "নিহিতং গুহায়াং" তিনি আত্মার মধ্যে বিরাজিত। তিনি চৈতন্য শক্তি, তিনি প্রত্যেক অণুতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ"। অস্ত্র দ্বারা ইহাঁকে আঘাত করা যায় না, অগ্নি দ্বারা ইহাঁকে দাহ করা যায় না। ইনি অণুর মত ক্ষুদ্র নহেন, কিন্তু ইনি অণুর মত ব্যাপক, আকর্ষণের মত ব্যাপক। পৃথিবী জল হইতে ব্যাপক, জল হইতে বায়ু, বায়ু হইতে আকাশ ব্যাপক এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। কিন্তু এই যে ব্রহ্ম সর্ব্বস্মাৎ সূক্ষ্মতরং এই সমুদায় হইতে সূক্ষ্মতর অতএব অধিকতর ব্যাপক। আকাশ অর্থে শূন্য নহে (কাশ দিপ্তৌ আ সমন্তাৎ প্রকাশতে) যাহা আলোকের বিস্তারক বা প্রকাশক তাহাই আকাশ, আকাশ অর্থে নীহারিকা ইথার। বায়ু যেমন শব্দের বাহন, আকাশ তেমনি আলোকের। এই আকাশ সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক; কিন্তু শূন্য আকাশ হইতে ব্যাপক, আবার ঈশ্বর এ সকলের হইতে ব্যাপক। কালকৃতবৃদ্ধতা দেশকৃতবৃদ্ধতা জ্ঞানকৃত বৃদ্ধতা তাঁহাতে আছে। পলিত শির কিছু বৃদ্ধতার লক্ষণ নহে; "ন তেন বৃদ্ধো-ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ"। তাঁহাতে ন্যায় দয়া প্রেম মঙ্গলভাবের বৃদ্ধতা আছে, এই জন্য তিনি ব্রহ্ম।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যাঁহার সমীপস্থ হওয়া যায়, তাঁহার গুণ ও তাঁহার প্রভাব তাহাতে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার সমীপস্থ হওয়া কিরূপ। "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ" তিনি চলেন, তিনি চলেন না (সর্ব্বত্র স্থিতি-হেতু) তিনি সকলের অন্তরেও আছেন বাহিরেও আছেন। "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং" সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত-পদ সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ চক্ষু মস্তক। "সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং" সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য তিনি প্রকাশ করেন কিন্তু তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার স্বরূপ এমনি পবিত্র যে কোন পদার্থের মলিনতা তাঁহাতে লাগে না। তাঁহাকে এরূপে সাধনা কর, যেন সকল সময়েই অনাহত ধ্বনি কর্ণে শ্রবণ করিতে পাও। তিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন। তিনি আত্মার বিষয়। ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলকে বাহির হইতে প্রত্যাহৃত করত আত্মাতে সন্নিবেশ পূর্ব্বক সমাধিবলে তাঁহাকে দর্শন কর। ইহাই ব্রহ্মোপাসনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষা দিতে হইলে কত কষ্ট না স্বীকার করিতে হয়, উদরান্ন সংগ্রহের জন্য কত না পর্য্যটন করিতে হয়, লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহের জন্য কত পরিশ্রমের না আবশ্যক। কোটিমুদ্রা

লাভের জন্য আরও কত না আয়াসের প্রয়োজন, রাজ্যলাভের জন্য কত না নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, কিন্তু সেই অমূল্য ধন ঈশ্বরতত্ত্বকে লাভ করিবার জন্য যে কত সাধনার আবশ্যক তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। আমরা ঈশ্বরের পথে যাইব না, বিচার করিব না, অথচ বলিব ঈশ্বর নাই। তোমার শক্তি পরিচ্ছিন্ন অথচ তুমি বলিতে চাও যে সেই মহানশক্তি ঈশ্বর নাই। কি ভয়ানক বিড়ম্বনা!

রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে তাহার যোগ্য হওয়া চাই। রাজসভার সভ্য হইতে পারিলে, তাঁহার দর্শন মিলে। সেইরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে আপনাকে তাঁহার যোগ্য করিতে হইবে। শরীর মন আত্মাকে পবিত্র করিতে হইবে। পাপ চঞ্চলতা ও অজ্ঞানতাকে পরিহার করিতে হইবে এবং সমাধিবলে তাঁহার বিমল আনন্দ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে হইবে। ইহা মুখের কথা নহে, অনুভব চাই পরিশ্রম চাই তবেই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে।

আমাদের শাস্ত্রে আছে, যাহারা প্রভাতে ও সায়াহ্নে ঈশ্বরের উপাসনা না করেন জাতিচ্যুত করাই তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু আমাদের মধ্যে সেরূপ নিষ্ঠা কোথায়। ব্রহ্মমুহূর্ত্ত নিদ্রায় কাটিয়া যায়, সায়াহ্ণ হাস্যোল্লাসে অতিবাহিত হয়। বিদেশীয় কল কৌশল তাড়িত লৌহবর্ত্ম দেখিয়া মনে করি যে এদেশ উন্নতি লাভ করিতেছে। কিন্তু বলিতে কি প্রকৃত উন্নতি হইতে আমরা বহুদূরে। ইংরাজেরা বাষ্পীয় শকটের দ্রুতগতিতে কতই না গৌরবান্বিত। কিন্তু রামায়ণে দেখি যে আর্য্যের রথ বিমানে চলিত। আধ্যাত্ম বিদ্যার উন্নতি এতই হইয়াছিল যে "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি" তাহা কখন কুত্রাপি হয় নাই, হইবে না। আমরা সুপুত্র হইলে তাঁহাদের মহিমা বিনষ্ট হইতে দিতাম না। আমরা দূরবীক্ষণ প্রভাবে সূর্য্যকে দেখি, কিন্তু আর্য্য পিতৃ পিতামহগণের চক্ষু চন্দ্রসূর্য্য ভেদ করিয়া তাহাদের অন্তর্য্যামী পরমপুরুষকে দেখিতে পাইত। সংসারের আকর্ষণ তাঁহাদিগকে বিমোহিত করিতে পারিত না।

ইংরাজি শিক্ষার সহিত দেশব্যাপী নাস্তিকতা এদেশে প্রবেশ লাভ করিতেছে। অথচ মনে হইতেছে যে আমরা বাস্তবিকই সৌভাগ্যের মধ্যে বিচরণ করিতেছি। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ শেষবার সমধিক প্রজ্বলিত হইয়া যেমন পরক্ষণেই নির্ব্বাণ হইয়া যায়, প্রাণবায়ু উড়িবার উপক্রমে রোগগ্রস্ত দেহে স্ফূর্ত্তি ও আরাম যেমন ক্ষণকালের জন্য ফিরিয়া আইসে, রোগী তাহার তথ্য কিছুই বুঝিতে পারে না, আমাদেরও ঠিক এইরূপ দশা। ধন্য সেই সাধু ভর্তৃহরি যিনি হিমালয়ের গিরিকন্দর কাঁপাইয়া বলিয়াছিলেন, অহো বা হারে বা বলবতি রিপৌ বা সুহৃদি বা মণৌ বা লোষ্ট্রে বা কুসুম শয়নে বা দৃষদি বা। তৃণে বা স্ত্রৈণে বা মম সমদৃশো যান্তু দিবসাঃ ক্বচিৎ পুণ্যারণ্যে শিবশিবশিবেতি প্রলপতঃ। সর্প, হার শত্রু মিত্র, ও মণি লোষ্ট্রাদিতে সমদর্শী হইয়া কোন পবিত্র বনে শিব শিব উচ্চারণে যেন আমার দিন কাটিয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, যে নারদ একদিন সনৎকুমারের নিকট আসিয়া বলিলেন যে আমি সকল বিদ্যা পড়িয়াছি, সকল শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছি, কিন্তু আ-

মার মন হইতে দুঃখ যায় না ইহার উপায় কি করি। তাহার উত্তরে সনৎকুমার বলিলেন "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি" ভূমা পরমেশ্বরেই সুখ অল্প বিষয়ে সুখ নাই। সেই অনপায়ী সুখ সেই চিরনূতন আনন্দ যদি লাভ করিতে চাও তাঁহার নিকটে যাও তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তাঁহার উপাসনা কর, তিনি বিমল আনন্দের ভাণ্ডার তোমার সম্মুখে অনাবৃত করিয়া দিবেন। তুমি তখন ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়া কৃতার্থ হইবে এবং তোমার জন্ম সার্থক হইবে।

দয়ানন্দ চরিত।

(সমালোচনা)

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত দয়ানন্দ-চরিতের প্রথমখণ্ড আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। দয়ানন্দ স্বামী আমাদের দেশের আধুনিক ধর্ম্ম সংস্কারকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শ্রেণীভুক্ত, এ বিষয়ে কাহারো দ্বিরুক্তি হইতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করিয়া ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ কোনো প্রদেশে আর্য্য-ধর্ম্মের জয়-পতাকা অনুদ্ধৃত রাখেন নাই—অথচ তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্র ও যতকিছু সম্বল সমস্তই পুরাতন ভারতবর্ষের দুর্ভেদ্য দুর্গ হইতে সংগৃহীত;—তেজস্বী ব্রাহ্মণ কোনো একটি বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও পরজাতির নিকটে ঋণী নহেন! না বিদ্যাবুদ্ধি-বিষয়ে, না প্রচার-পদ্ধতি-বিষয়ে, না চরিত্র-সংগঠন বিষয়ে—তিনি ভারতের নির্ভীক আর্য্য-সন্তান ছাড়া আর কিছু! ধন্য সেই তেজীয়ান্ মহাপুরুষ যাঁহাতে ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, সরলতা, উদ্যমশীলতা, দেশের হিতার্থে জীবন সমর্পণ, সত্য-প্রিয়তা, এইরূপ নানা মহদ্গুণ একাধারে মিলিত হইয়া মহিমান্বিত পুরাতন ভারতবর্ষের মান রক্ষা করিয়াছে এবং আধুনিক ভ্রষ্ট ভারতবর্ষকে ধিক্কার দিতেছে! বর্ত্তমান গ্রন্থ পাঠে আমরা এ কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না [illegible] য-ভারতবর্ষে দয়ানন্দের ন্যায় ধ[illegible] বীরপুরুষ আজিও জন্ম গ্রহণ কর[illegible] ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই আর্য্যভূমি! [illegible]র রচনা-শক্তি অল্প নয়—তিনি [illegible], সরল, এবং স্থানে স্থানে হৃ[illegible]বগ-জনিত অত্যুক্তি-মিশ্রিত ভাবায় [illegible]ন্দ স্বামীর তেজোময় অটল ঋজুকা[illegible] অপ্রতিহত অধ্যবসায় চকিতের [illegible] আমাদের মনশ্চক্ষে আনয়ন করি[illegible] তাঁহার লেখনীর গুণে,—দয়ানন[illegible]কে সেই এক দিন উদ্যান-মধ্যে [illegible]ছিলাম—আবার যেন তাঁহাকে চ[illegible] সমক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এর [illegible]চরিত্র পঠনের পুণ্য-ফলের জন্য [illegible]রকে বার বার ধন্যবাদ দিয়া দ্বিতী[illegible]ণ্ডর প্রতীক্ষায় রহিলাম; যেরূপ [illegible]দেয় সামগ্রী—তাহাতে অল্পে আ[illegible]র আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না।

THE BRAHMO DHA[illegible] (Translated).

(The Book of the Reli[illegible]f Brahma).

First P[illegible]

CHAPTE[illegible]

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ[illegible]
সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদেকমে[illegible]য়ম্।
সবা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽ[illegible]মৃতোঽভয়ঃ ॥ ১

This world was even [illegible]ng before. Being alone was before, o[illegible]thout a second, Ethou pleasant to behol[illegible] was even this great, birthless soul, dea[illegible] and decayless, immortal and without fe[illegible]]

[Comt.] Before creati[illegible]s the one only reality, the Supreme [illegible]g was; besides Him a second reality [illegible]t; even after creation all that be, co[illegible]and unconscious, rest upon the suppor[illegible] Him alone; for this reason the Only O[illegible] spoken of as the Secondless. He, who [illegible] essence Reality the Only, the Second[illegible] intelligent substance: He knows Hi[illegible] For this reason He is spoken of as So[illegible]ut that Soul is not conditioned like our [illegible] To convey this it is thereafter declare[illegible] He is birthless, the Great Soul, im[illegible], decayless, eternal and without fear. T[illegible]dividual soul, by the will of God, investe[illegible]n limited powers, has its birth from Hi[illegible] by His will, with Him as support, [illegible]life; and so long as His will endur[illegible]tinues in existence—the true being of [illegible]s not like that; He is self-existent, in[illegible]dent, eternal and all-comprehending.

স তপোঽ… তপস্তপ্ত্বা ইদংং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ ॥

He thou… thought of creation. He having thou… thought created all this that is. [2]

[Comt] I… creation no existence other than God w… efore He, the Creator, like a constructo… ot have to have recourse to any thing … e of Himself for the purpose of creat… thought of the creative operation ar… ng thought that thought created all … passing spheres We can make things … arth, stone, iron and other materials bu… s not called creation. The production c… ng by will alone without the help of … ng else, is called creation. Hence there … power in us to create any thing. The … to create resides in God alone. He, … othing, but the operation of His innat… ers of intelligence having created all … and inanimate objects, has produc… wonderful machine of the universe.

এতস্মাজ্জায়… ণামনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যো… পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩

From th… born life, mind and all the senses, th… air, light, water, and this earth which i… ontainer of all. [3]

[Commt] … erfect Being by His will alone has cre… ater fire, air and other elements of t… iverse as also life, mind and all the o… of sensation and action. [3]

ভয়াদস্যাগ্নি… য়াস্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ ব… ত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৪

Through fe… Him burneth fire, through fear of Him th… giveth heat, and through fear of Him th… d, the air and death, the fifth, work. [4

[Commt] In… ience to the will of God, the All-Regul… fire burns, the sun shines, clouds p… own rain, the air is set in motion and … wanders aboad. Nothing can trans… His will, His rule. Sun and moon, pla… nd stars, water and air, although inanim… bjects, through God's fear, are engaged … heir respective works. [4]

En… apter II.

আ…্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ … ফাল্গুন মাস।

আদি … সমাজ।

আয় … …	২১৮।৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত …	৩১৬৬॥ ৩
সমষ্টি … …	৩৩৮৪৸৶৯
ব্যয় …	২৩৬ ৻৯
স্থিত …	৩১৪৮৸৶০

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন চারকেতা

গবর্ণমেণ্ট কাগজ …	৩০০০৲
হাওলাৎ।	
শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু …	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত …	১৪১৸৶০
	৩১৪৮৸৶০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ … …	১৯২৲
মাসিক দান।	
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	৪০৲
শুভকর্ম্মের দান।	
শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১০০৲
" " মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়	৫০৲
এককালীন দান।	
শ্রীমতী গিরিবালা দেবী	২৲
	১৯২৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা …	৭৲
৺ বাবু জয়গোপাল সেন কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সুর ঐ	৩৲
" " জয়গোপাল মিত্র ঐ	৩৲
	৭৲
পুস্তকালয় … …	৭।৶৬
যন্ত্রালয় … …	১১॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	॥০
সমষ্টি	২১৮।৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ … …	৬৭ ৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা …	২৯ ৻৯
পুস্তকালয় …	২৯ ৶৯
যন্ত্রালয় …	৮৭ ⁄৬
গচ্ছিত … …	১॥⁄০
সেভিংস্ব্যাঙ্ক …	২২৲
সমষ্টি	২৩৬ ৻৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৩৪ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নববর্ষ উপলক্ষে উদ্বোধন।

এস, অদ্যকার এই উষাকালে পুরাতন ও নূতনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা সেই পুরাতন বা চিরনূতন পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করি। আমাদিগের আরাধ্য পরমেশ্বর পুরাতন বা চিরনূতনই বটেন, কারণ বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনি ছিলেন এবং এখনও তিনি রহিয়াছেন। সুতরাং তিনি চিরনূতন, অথবা চিরনূতন বলিয়াই তিনি পুরাতন। তিনি কেবল কালের অতীত নহেন, তিনি—

কালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ং।

সংসার কাল ও সাকার সমুদায় বস্তু হইতে ভিন্ন—অধিকন্তু সংসার ওকাল সকলই তাঁহার প্রশাসনে পরিচালিত ও প্রবাহিত হইতেছে। বৎসর, মাস, তিথি, পক্ষ, প্রহর, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ মুহূর্ত্ত সমস্তই তাঁহাতে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। কালচক্র তাঁহার ইঙ্গিতেই বিঘূর্ণিত হইতেছে। তাঁহার ইঙ্গিতেই দিবার পর রাত্রি আসিতেছে আবার রাত্রির পর দিবা আসিতেছে। তাঁহার আদেশেই শীতের পর গ্রীষ্ম আসিতেছে, আবার গ্রীষ্মের পর শীতের সঞ্চার হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছাতেই ১৩০২ শালের পর ১৩০৩ শাল এই উষালোকের অস্ফুট জ্যোতির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর পৃষ্ঠে পদার্পণ করিতেছে। ঐ দেখ আকাশের পশ্চিম প্রান্তে নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই কালসমুদ্রে একটি তরঙ্গ ডুবিয়া গেল। আবার ঐ দেখ, পূর্ব্বাকাশে নবারুণের সঙ্গে সঙ্গে কালসাগরের এক প্রান্ত হইতে একটি তরঙ্গ উত্থিত হইল। এখন বল দেখি এই পুরাতন ও নূতনের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া—অতীত ও বর্ত্তমানের সম্মিলন-ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া কোন্ গূঢ় অভিনব কথা শ্রবণ করিতেছ? এই পবিত্র উষার পবিত্র প্রকৃতি কি আমাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে না, যে হে মোহমুগ্ধ মনুষ্য-সকল, হে বিবেকবধির পরলোক জ্ঞানশূন্য তমসাচ্ছন্ন বিষয়ী-সকল, বলতো তোমাদের আত্মোন্নতির নিমিত্ত পুরাতনে স্বর্গ-সাধন কি কর্ম্ম করিয়াছ? এবং নূতনেই বা তোমরা তদ্রূপ কি কি কর্ম্ম করিবে? আমরা কি করিয়াছি এবং কি

করিব এই প্রশ্নই আমাদিগের নিকট চারিদিক্ হইতে উপস্থিত হইতেছে। আমাদিগের অন্তঃকরণেও এই কথা বারংবার উত্থিত হইতেছে। তবে এই সময়ে আমরা একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখি যে আমাদিগের যাহা করা উচিত ছিল তাহা আমরা করিয়াছি কি না এবং যাহা করা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইবে তাহা করিতে পারিব কি না? ইহা নিশ্চয় যে আমাদিগের যাহা করা উচিত ছিল, তাহা আমরা করিতে পারি নাই। পিতামাতার প্রতি, আত্মীয় স্বজনের প্রতি, স্বদেশ বা স্বজাতির প্রতি, মনুষ্য সাধারণের প্রতি এবং সর্ব্বোপরি পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রতি আমাদের যাহা করা উচিত ছিল তাহা আমরা করিতে পারি নাই। আমাদিগের যে পরিমাণে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল আমরা সে পরিমাণে অগ্রসর হই নাই। আমরা কি আমাদের কুপ্রবৃত্তি সকল পরিহার করিতে পারিয়াছি। কুচিন্তা-সকল কি আমাদের অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছি। কামাদি দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় সমূহকে পরাভূত করিয়া কি আমরা চিত্তের পবিত্রতা সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছি। জিজ্ঞাসা করি আমাদিগের পুরাতন পাপাভ্যাস সকল কি পরিত্যক্ত হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, যদি না করিতে পারিয়া থাকি তবে কৃত অপরাধের নিমিত্ত এস এখন আমরা অনুতাপ করি। কৃত কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং কর্ত্তব্য কার্য্যের নিমিত্ত ভগবানের কৃপার প্রতি সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিয়া আমরা আজ নূতন বৎসরের নূতন ক্ষেত্রে পদার্পণ করি। তাঁহার সংস্পর্শে যদি মৃত-ও সঞ্জীবিত হয় তবে এস এখন আমরা তাঁহার প্রাণপ্রদ নাম উচ্চারণ করিয়া আপনাপন নিদ্রিত আত্মাকে উদ্বোধিত করিয়া তাঁহার পুণ্য চরণ স্পর্শের যোগ্য করি।

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! সম্বৎসর কাল চলিয়া গেল। আজ আবার আমরা নববর্ষের প্রথম মুহূর্ত্তে তোমার দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান। তুমি যেমন আজীবন কাল আমাদিগকে সুখ সৌভাগ্যের ভিতরে রাখিয়া রক্ষা করিলে, বিপদের কশাঘাতে আমাদিগকে সচেতন রাখিলে, তেমনি তোমার করুণাস্রোত আমাদের সমস্ত জীবনের উপর দিয়া প্রবাহিত হউক। বর্ষের পর বর্ষ আনিয়া দিয়া যেমন তুমি সংসারের অনিত্যতা দেখাইয়া দিলে, তেমনি তোমার সত্যস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস আমাদের আত্মার সর্ব্বস্ব হউক। তুমি যে সকল শক্তির পশ্চাতে থাকিয়া কার্য্য করিতেছ, তুমি যে সকল কারণের ভিতরে থাকিয়া সমুদয় ঘটনাকে নিয়মিত করিতেছ, ইহা বুঝিয়া আমাদের জ্ঞান তৃপ্ত হউক। ভূলোক দ্যুলোক অগণ্য নক্ষত্র লোকের পরিধি ছাড়াইয়া যে তোমার সর্ব্বব্যাপকতা অসীম ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, ইহা জানিয়া আমাদের অহঙ্কার চূর্ণ হউক। তুমি যে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের ভিতরে অণু হইতেও অণু হইয়া সাক্ষীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছ, ইহা বুঝিয়া পাপচিন্তা পাপকামনা নিবৃত্ত হউক। তুমি যে অন্তরীক্ষে থাকিয়া নিঃশব্দে আমাদিগকে শুভকর্ম্মে উৎসাহিত করিতেছ, তোমার সেই দৈববাণী

শুনিয়া আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে অজেয় তেজ আবির্ভূত হউক। তুমি যে ধ্রুব-তারার ন্যায় আমাদের সম্মুখে থাকিয়া কল্যাণের পথ দেখাইয়া চলিতেছ, তোমার দিকে আমাদের লক্ষ্য স্থির থাকুক। যখন আমাদের দৃষ্টি ম্লান হইবে, "অন্ধ জনে দেহ আলো" এই সরল প্রার্থনা অন্তর হইতে বিনির্গত হউক। যখন সংসার ধন্ধায় জীবন ক্ষীণ হইয়া আসিবে, "মৃত জনে দেহ প্রাণ" এই সকাতর নিবেদন আমাদের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হউক। তোমার প্রীতি করুণা আমাদের অনন্ত জীবনের সম্বল হউক। আবার যে দিনে আত্মীয় স্বজন জন্মের মত বিদায় দিবার জন্য আমাকে শ্মশানে লইয়া যাইবে, তোমার পাপহরণ তাপহরণ স্নেহক্রোড় আমার নিকট যেন প্রসারিত থাকে—তোমার অমৃত বিন্দু বর্ষণে তখনকার সকল ব্যাকুলতার যেন প্রশমন হয়। দয়াময়! তোমাকেই পরম গতি ও চরম লোক জানিয়া আমাদের আত্মা আনন্দে নির্ভয়ে তোমাতে বিচরণ করুক। মুক্তিদাতা! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৫ ফাল্গুন। ১৯৫১ সম্বৎ।

"নামে রুচি জীবে দয়া"

হিমাচলের মধ্যে একটুখানি পরিমিত স্থান গোমুখী। সেই স্থান হইতে পবিত্রা গঙ্গা নদী সূত্রসঞ্চারবৎ যেমন নিঃসৃত হইয়াছে, "নামে রুচি জীবে দয়া" এই অল্পাক্ষর রূপ উৎস হইতে তেমনি ধর্ম্মের নদী উৎসারিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা যদি কুৎসিত অপরিষ্কৃত স্থানে বাস করিয়া শরীরকে অপবিত্র করিয়া ফেলি, গঙ্গা বা গঙ্গাসদৃশ জলে অবগাহন না করি, তবে শরীরের মলিনতা কি প্রকারে বিদূরিত হইবে? সেইরূপ আমাদের যদি ব্রহ্মনামে রুচি না থাকে, মধুর ব্রহ্ম নাম ভক্তি সহকারে অনুক্ষণ না জপ করি, পাষাণ-হৃদয় হইয়া জীবে দয়া না করি, ধর্ম্মরূপ সরস্বতীর শীতল জলে স্নান করিলে যে শান্তিসুখ তাহা আমাদের কিছুতেই হইতে পারে না। চারি দিকে চাহিয়া দেখি, কেহ আর ভক্তি সহকারে পবিত্র ব্রহ্মনাম—মধুর ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করে না। কর্ণে শ্রবণ করে না। নিজে মুখে বলে না, সন্তান সন্ততিকেও বলিতে শিক্ষা দেয় না। ব্রহ্মনামের পরিবর্ত্তে, বিবাদ বিসম্বাদ কুৎসিত পরনিন্দা ও পাপজৃম্ভিত পৈশাচিক হাস্যে আমোদ অনুভব করে। দেখ, বসন্তে কোকিলকুল আকুল হইয়া তাহাদের পিতাকে ডাকিতেছে, কত বিহঙ্গ বিভুগুণ গান করিয়া জগৎকে অমৃত-রসে অভিষিক্ত করিতেছে। সমীরণ বৃক্ষ-রাজির মধ্যদিয়া সঞ্চরণ করিয়া আপনার ভাষায় মধুর স্বরে ব্রহ্মনাম বলিতেছে। গঙ্গা প্রভৃতি নদী সকল তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া তালে তালে ভগবানের নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতেছে। আর আমরা মনুষ্য হইয়া—চেতনাবান মনুষ্য হইয়া, অস্থিশূন্য রসনা পাইয়াও পবিত্র ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করি না। এইযে পাষাণ চক্ষু ইহা হইতে দর দর ধারে নাম-সুধা পানে প্রেমাশ্রু বিনির্গত হয় না। এ জন্যই আমাদের হৃদয়, আমাদের সংসার আমাদের দেশ মরুভূমির অনুরূপ হইয়াছে। এখন প্রেমাশ্রুমিশ্রিত ব্রহ্ম-

ভিন্ন এ দেশের উদ্ধারের আর উপায় নাই। শুষ্ক কথা যাহার সহিত হৃদয়ের যোগ নাই, তাহা ভগবান গ্রহণ করেন না। এই সত্য বিশেষরূপে বুঝিবার জন্য আমি একটি পুরাণোক্ত উপাখ্যান বলিতেছি।

একদা মহামুনি মার্কণ্ডেয় বেদব্যাসকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার উদ্দেশে নানা তীর্থে সঙ্গে করিয়া লইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ঐ যে প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ সরস্বতীর কূলে দেখিতেছ, ঐ আমার আশ্রম। এই ক্ষীণা মলিনা জীর্ণা শীর্ণা সরস্বতী এক সময়ে অতীব প্রবলা ছিলেন। ইহার উভয় কূল ব্রহ্মর্ষিকণ্ঠবিনিঃসৃত বেদধ্বনি দ্বারা পরিপূরিত হইত। জল স্থল ব্যোম সমুদায়ই জীবময় লক্ষিত হইত। সেই সকল ঋষিদিগের পর্ণকুটীরে যে পবিত্রতা ছিল, যে সুখ সৌভাগ্য বিরাজ করিত, এখনকার রাজ-প্রাসাদেও তাহা দেখা যায় না। এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে ব্যাসদেবের চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। এবং তাহার দুই এক বিন্দু সরস্বতী জলে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ নদীর জল যেন প্রবল বাত্যাঘাতে আলোড়িত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইল। সেই সত্যযুগের সরস্বতী যেন তাঁহার সম্মুখে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিলেন। বেদব্যাস প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন। এ সকলই ব্যাসদেবের যোগসিদ্ধির প্রভাবে ঘটিতেছিল। তাঁহার আত্মা তৎকালে দেশ কালের শক্তিকে অতিক্রম করিয়াছিল। এমন সময়ে মুনিবর মার্কণ্ডেয় তাঁহার শিরোদেশ স্পর্শ পূর্ব্বক কহিলেন, "তোমার হৃদয়-কন্দরোত্থিত নয়নবারির মাহাত্ম্যেই যুগধর্ম্মের বিপর্য্যয় হইয়া ক্ষণমাত্রে সত্যযুগ পুনঃ প্রত্যানীত হইল"।

দেখ ভক্তি-মিশ্রিত নয়নবারির কি আশ্চর্য্য প্রভাব। এই প্রেমাশ্রু মহিমা বলিতে বলিতেই চৈতন্যদেবকে আমার মনে পড়িয়া গেল। কি সুখেই তিনি ব্রহ্মের গুণ-গান করিতেন। কি আনন্দেই তিনি নামামৃত পান করিতেন। ভক্তি বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার শরীর প্রাণ মন আত্মাতে এক অজেয় অলৌকিক বল আনিয়া দিত। এই বিদ্যুতের জ্যোতি তাঁহার মুখমণ্ডলে বিকীর্ণ হইয়া স্বর্গীয় শোভা প্রকাশ করিত, আর তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারে প্রেমাশ্রু বহির্গত হইত। দেবতারাও তাহা দেখিতে ভাল বাসিতেন। ঈশ্বরের প্রেমমুখচ্ছবি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইত। তাঁহার সেই দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া ও তাঁহার নাম গান শ্রবণ করিয়া কত লোকেরই জীবনস্রোত ফিরিয়া গিয়াছিল। কত লোকই তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী হইয়া ব্রহ্মনাম করিতে শিখিল। দেবর্ষি নারদ এক বীণা বাজাইয়া ব্রহ্মের গুণ গান করিতেন। নগরসংকীর্ত্তনের সময় চৈতন্যের চারিদিকে সহস্র সহস্র নরকণ্ঠনিঃসৃত বীণার ঝঙ্কার উত্থিত হইত। সে মধুর সংগীত শুনিয়া কেহ আর ঘরে থাকিতে পারিত না। গৃহস্থ সকল বাহিরে আসিয়া অশ্রুজলে অশ্রুজল বর্দ্ধিত করিত! যে রোগী সে রোগ-শয্যা পরিত্যাগ করিত। যে পুত্রশোকে কাতর তাহার শোকাশ্রুও ভগবৎপ্রেমাশ্রুতে পরিণত হইত। ধর্ম্মরূপ সরস্বতী নদী যাহা শুষ্ক প্রায় হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রেমাশ্রুপাতে তাহা আবার কেমন প্রবলা হইল। অতএব প্রেমাশ্রুপাতের সহিত তাঁহাকে

ডাক। সংসার মরুভূমিতে—হৃদয় মরুভূমিতে ধর্ম্মের নদী যাহা এক্ষণে শুষ্কপ্রায় হইয়াছে তাহা পুনর্ব্বার দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় প্রবলা হইবে।

যাঁহার এই মধুর ব্রহ্মনামে রুচি হয়, তাঁহার হৃদয় যদি স্বভাবতঃ কোমল থাকে, তবে এই নামের প্রভাবে তাহা কোমলতর হইয়া উঠে। যদি কঠিন থাকে তবে তাহাও পুষ্পবৎ সুকোমল হইবে। প্রেমাশ্রু পাষাণকেও বিগলিত করিতে পারে। আমার সম্মুখে এই যে পবিত্র ব্যাখ্যান রহিয়াছে, ইহা হইতেই আমি একটি মিষ্ট কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি। "সেই অমৃতের প্রিয় আবাসস্থল পুণ্যাত্মার যে হৃদয়, তাহা কেমন কোমল শীতল". পরের দুঃখ তাপ মোচনান্তে কেমন সন্তৃপ্ত। সেই যে তৃপ্তিসুখ—সেই যে শান্তিসুখ, সেই যে স্বর্গসুখ, এ পৃথিবীতে কি এমন অপর সুখ আছে, যাহা তাহার সহিত তুলিত হইতে পারে? দুঃখীই হউন আর ধনীই হউন দয়াবৃত্তি যাঁর চরিতার্থ হয়, তাঁর সমান সুখী আর কে আছে! ঐ যে দুঃখিনী বিধবা—যিনি পর্ণকুটীরে অবস্থান করিয়া বহুকষ্টে দিনপাত করেন, তিনিও যখন দয়ার সহিত ভিক্ষুককে এক মুষ্টি চাউল দিয়া ফিরিয়া আইসেন,তখন তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডলে কি এক অভূতপূর্ব্ব জ্যোতি দেখা যায়; যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি তাহা দেখিতে পান।

আর ধনবান লোক যদি দয়াবান হন, ঈশ্বরের নাম সাধন করিয়া আরো উচ্চ প্রকৃতির দয়াবান হন, তাহা হইলে তাঁর তৃপ্তিসুখের অন্ত কোথায়? এ পৃথিবীতেই তাঁহার স্বর্গসুখ। তিনি উদারতার সহিত দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার দানের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। তিনি কঠোরবাদীকে মিষ্ট কথা দান দ্বারা, পাপীকে বিনয় সহকৃত ধর্ম্মোপদেশ দান দ্বারা, অভিমানীকে নিরভিমান প্রদর্শন দ্বারা, অপরাধীকে ক্ষমা দান দ্বারা, তৃপ্তি পুণ্য ও শান্তি লাভ করেন। যে কারণেই হউক, দ্বিপ্রহর নিশীথে যে দুঃখাশ্রু নীরবে চক্ষু হইতে বহিতেছে, তাহা যিনি মোচন করেন, তিনি মনুষ্য না দেবতা? পরের দুঃখকে যিনি আপনার করিয়া ভাবেন, তিনিই প্রকৃত ভগবৎভক্ত। তাঁহার নামসাধনই সার্থক। পথিক অশ্বত্থ বটচ্ছায়ায় বিশ্রাম সুখ লাভ করিবে—নির্ম্মল সরোবরে স্নান পান করিয়া শীতল হইবে,—নিরন্ন লোক অন্নছত্রে উপস্থিত হইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে—দুঃস্থ ছাত্রেরা বিনা ব্যয়ে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইবে—আর যেখানে ভগবানের গুণ গান হয় এমন পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া সংসারসন্তপ্ত ব্যক্তিগণ শোক তাপ পাপভার হইতে মুক্ত হইবে, এইরূপ কল্যাণতর অনুষ্ঠান দ্বারা ধনবান ধার্ম্মিক ভগবানের পদসেবা করেন। ইহাই ঈশ্বরের প্রকৃত সেবা। ধনহীন ধার্ম্মিক কি এই পবিত্র সেবায় বঞ্চিত থাকেন? কখনই না। ইহা এক রূপ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু আছে, এবং শরীর মন উপদেশ ও মিষ্ট কথা রূপ অমূল্য রত্ন দ্বারা পরোপকার করিয়া ভগবানের পদসেবা করিতে পারেন, কে তাহাতে বাধা দিতে পারে? ধার্ম্মিক দুঃখীর হৃদয়েও দয়া রূপ কৌস্তুভমণি শোভা পাইয়া থাকে। অতএব এস ভাই ধনী দরিদ্র আমরা সকলে মিলিয়া সেই নামসুধা পান করি। ভক্তির সহিত প্রেমাশ্রুপাতের সহিত ব্রহ্মনাম

উচ্চারণ করি। আমাদের মৃতধর্ম্ম সজীব হইবে, আমাদের কঠিন হৃদয় কুসুম-কোমল হইয়া দয়ার্দ্র হইবে। এমন শুভ-দিন কবে উপস্থিত হইবে, যখন ব্রহ্ম-নামের জয়পতাকা গৃহে গৃহে উড্ডীন হইবে। তখন ঈশ্বরের কৃপায় হৃদয় মধু-ময় হইবে—গৃহ মধুময় হইবে—দেশ মধুময় হইবে এবং বায়ু অমৃত ক্ষরণ ক-রিতে থাকিবে। সেই বায়ু সেবন করিয়া সকলে নবজীবন লাভ করিবে।

কোথা নাথ! অনাথনাথ! আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, আমাদিগকে উদ্ধার কর। দেখ নাথ! এই জিহ্বা বৃথা ক-থায়—মিথ্যা জল্পনায় কলঙ্কিত হইয়া বিষ জর্জ্জরিত হইয়া অসাড় হইয়াছে। ইহার আর তোমাকে ডাকিবার সামর্থ্য নাই। তুমি দয়া করিয়া ইহাতে অধিষ্ঠান কর, আমরা প্রাণ ভরিয়া একবার তোমাকে ডাকিয়া আত্মার মধ্যে অপূর্ব্ব ব্রহ্মানন্দের অনুভব করি,এই তোমার নিকটে প্রার্থনা। দুঃখীর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য্য।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাকাল অবধি এ যাবৎ কিরূপ জাতীয়ভাবে পরিচালিত হইতেছেন, তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হই-বার পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় উপনিষৎ বেদান্তসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ সকল অনুবাদের সহিত প্রকাশ করিয়া মোহান্ধ তদানীন্তন হিন্দুদিগকে জানিতে দিলেন যে মূর্ত্তি-পূজাই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব নহে, ব্রহ্মই হিন্দু-ধর্ম্মের মধ্যবিন্দু। এইরূপে হিন্দুদিগের মনকে অনেক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া পরে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতি-ষ্ঠিত করিলেন। উপাসনার দিবস আ-চার্য্য কর্ত্তৃক শ্রুতিপাঠ হইত। হিন্দুরা প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী হইলেও পরে যখন বুঝিতে পারিলেন যে ইহা তাঁহাদেরই নিজস্ব, তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে ইহার প্রতি বিদ্বেষভাব বিদূরিত হইয়া প্রীতির সঞ্চার হইল।

রামমোহন রায়ের পরে যাঁহার স্কন্ধে ব্রাহ্মসমাজের গুরুভার পতিত হইয়াছিল, তাঁহাতেও ধর্ম্মানুরাগ ও দেশানুরাগের অতি আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ ছিল। সেই কার-ণেই তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ভাব, তাহার জাতীয় প্রকৃতি এযাবৎ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সংযোগ হইবার পূর্ব্বেই তিনি ধর্ম্মালোচনার জন্য স্বীয় বাটীতে তত্ত্ববো-ধিনী সভা নামে একটী সভা স্থাপন করি-য়াছিলেন। এই সভার নামেই তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও দেশানুরাগের পরিচয় পা-ওয়া যাইতেছে। সেই সময়কার উত্তে-জনা অনুসারে তাঁহার সেই সভার কোন fraternity বা কোন club নামে নামকরণ হয় নাই। এই সভার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বালোচনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করা। ক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। তাহার একটী প্রধান উদ্দেশ্য এইরূপ লিখিত ছিল যে, এই পত্রিকাতে "পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্ত আমাদিগের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম

সংগৃহীত হইবেক।” এই সূত্রে ইহাতে শাস্ত্র সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল, হিন্দুজাতির প্রাচীন মহিমা ঘোষিত হইতে লাগিল। আমরা অতি বৃদ্ধ লোকদিগের মুখে শুনিয়াছি যে তখন কেহ গায়ত্রীর অর্থ জানিত না; আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে গায়ত্রী ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইলে তবে সকলে গায়ত্রীর অর্থ শিখিতে পারিল।

ক্রমে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া দীক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। প্রথমে প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রধান প্রতিজ্ঞা ছিল যে “প্রতিদিবস ন্যূনসংখ্যা দশবার প্রণবব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রীজপ করিব।” কিন্তু অনেকে সেই প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করিতে না পারাতে সাধারণভাবে পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করিবার প্রতিজ্ঞা প্রচলিত হইল। এই দীক্ষাপ্রণালী এতদূর দেশীয় ভাবাপন্ন যে ইহার প্রথম প্রবর্ত্তনের সময়েও স্মৃতিশাস্ত্রের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন আচার্য্য ৺ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ইহাতে আপত্তিজনক কিছুই দেখিতে না পাইয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই প্রণালীক্রমে কুড়িজন উৎসাহী যুবককে দীক্ষা প্রদান করেন।

ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অধিকাংশ কৃতবিদ্য যুবক স্বদেশীয় পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতেছিলেন বটে কিন্তু অপরদিকে তাঁহারা হয় ঘোর নাস্তিকতা অথবা বিদেশীয় পৌত্তলিকতার গ্রাসে পতিত হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। এই সর্ব্বনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হইল। ‘ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে পৈতৃক ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করা, এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রপ্রকাশ করিয়া বিনা বেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ ও বৈষয়িক উভয় প্রকার শিক্ষাপ্রদান করিতে’ ইহার জন্ম হইয়াছিল।

ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে অভাব আসিতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে সেই অভাবমোচনের উপায়ও গৃহীত হইতে লাগিল। বেদে কি আছে ইহা জানিবার প্রয়োজন পড়িল অথচ বঙ্গদেশের কেহই বেদ জানিত না; বঙ্গদেশে সেই সময় বেদাধ্যয়ন নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মসমাজই কাশীতে বেদবেদান্ত অধ্যয়নের নিমিত্ত ছাত্র প্রেরণ করিয়া বর্ত্তমান যুগে এই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম বেদাধ্যয়ন প্রবর্ত্তন করেন।

এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব যতই বিস্তৃত হইতে লাগিল, ততই খৃষ্টীয় মিশনরিগণের অন্তরে আঘাত লাগিতে লাগিল। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ হইতে রামমোহন রায়ের হস্তে কতিপয় ছাত্রলাভ রূপ এক মহান্ উপকার পাইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাও ভুলিয়া গিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অপৌত্তলিক হিন্দু সমাজ বা ব্রাহ্মসমাজ বক্তৃতা দ্বারা, প্রবন্ধের দ্বারা এবং হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া পৌত্তলিক ও অপৌত্তলিক উভয় সম্প্রদায়ের হিন্দুসমাজকে বিদেশীয় পৌত্তলিকতার সর্ব্বগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া যে উপকার করিয়াছেন, আশ্চর্য্য এই যে আমরা এই অল্পকালের মধ্যেই সেই মহান্ উপকার বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি।

ক্রমে ঋষিবাক্যে ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতি প্রস্তুত হইল এবং শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ উৎপন্ন হইল। ক্রমে বেদ

বেদান্ত গ্রন্থ সকল শুদ্ধভাষায় অনুবাদিত হইয়া বঙ্গ দেশে সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইতে লাগিল। বর্ত্তমান যুগে ঋগ্বেদ সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইতে থাকে। পরে অধ্যাপক মোক্ষমূলর সভাষ্য ঋগ্বেদ প্রকাশিত করাতে তাহা স্থগিত থাকিল।

ব্রাহ্মসমাজের গুরুভার রামমোহন রায়ের পরে যিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পূজ্যপাদ শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই স্বতঃ পরতঃ উৎসাহে ও সাহায্যে যখন এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইল, তখন তিনি ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ নিবদ্ধ করিবার জন্য হিমালয় প্রবাস করিলেন। তিন বৎসর পরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া হৃদয়ের অনুপম শান্তিদায়ক "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" বিবৃত করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছু পরে কয়েক জন যুবক অত্যুৎসাহী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজকে সম্পূর্ণ বিজাতীয় ভাবে গঠিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া অযথা কারণে বিরোধ উত্থাপন করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে তাঁহাদের সে প্রকার বিরোধ উত্থাপন করা নিতান্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রার্থনা ছিল যে উপবীতধারী কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারিবেন না। তাঁহারা যুবক হইলেও তাঁহাদের প্রতি প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের যথেষ্ট স্নেহপ্রীতি ছিল; কিন্তু তিনি তাঁহাদের সহস্র উপরোধেও, যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মসমাজকে বিপদে সম্পদে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতাকে জলাঞ্জলি দিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাদের প্রার্থনার উত্তরে এই উদার বাক্য বলিলেন যে, তিনি উপবীতধারী অথবা উপবীতত্যাগী, কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না এবং তিনি ইহাও বলিলেন যে প্রাচীন ও নব্য, উভয় সম্প্রদায় মিলিতভাবে কার্য্য করিতে থাকিলেই ব্রাহ্মসমাজের শীঘ্র ও অধিকতর উন্নতি হইতে পারিবে। কিন্তু সে উপদেশ তাঁহাদের মনে ধরিল না। অবশেষে তাঁহাদের সেই অযথা প্রার্থনা ব্রাহ্মসমাজ অগ্রাহ্য করাতে তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া অপর একটী ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপন করিলেন। এই সময় হইতে রামমোহন রায়ের সংস্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের আদি ব্রাহ্মসমাজ নামকরণ হইল। এই বিরোধাগ্নিতে আদি ব্রাহ্মসমাজের জাতীয় প্রকৃতি পরীক্ষিত হইয়া অধিকতর উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল।

অবশেষে নব্য সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মেরা নানা প্রকারে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইতে যখন অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহারা পৌত্তলিক ও অপৌত্তলিক সমগ্র হিন্দুসমাজকে বিবাহবিষয়ক একটী আইনের লৌহনিগড়ে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। সমগ্র হিন্দুসমাজকে এই ভীষণ পাশবন্ধন হইতে প্রধানত আদি ব্রাহ্মসমাজই রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এইরূপ বিরোধ বিবাদের পর আরও কয়েকটী কার্য্যে আদি ব্রাহ্মসমাজের জাতীয় প্রকৃতি পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম, ১৭৯৪ শকে ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু

"হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" নামক এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার অন্যান্য নানা কারণের মধ্যে এই একটী কারণ নির্দ্দেশ করেন যে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যবিন্দু ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই বক্তৃতা একদিকে তদানীন্তন "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার" সভাপতি মান্যাগ্রগণ্য ৺রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কর্তৃক বিশেষভাবে সমর্থিত হয়। অপরদিকে এই বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ "টাইম্স্" পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়াতে খৃষ্টীয় মিশনরি প্রভৃতির হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্য ভীতির উদ্রেক হইয়াছিল। এমন কি, অধ্যাপক মোক্ষমূলর পর্য্যন্ত তাঁহার "ধর্ম্ম বিজ্ঞান-ভূমিকা" নামক পুস্তকে এই বিবরণের একাংশ উদ্ধৃত করিয়া ভীতিভাবের আভাস প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বিশিষ্টসূত্রে অবগত হইয়াছি যে এই বক্তৃতার পর হইতে হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এইরূপ ধুয়া উঠিতে লাগিল। আদি ব্রাহ্মসমাজ আর্য্য ঋষি-প্রচারিত স্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন না করিলে আজ শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণ কোন্ পথে গিয়া পড়িতেন তাহা বলিতে পারি না।

দ্বিতীয়তঃ, বোলপুর গ্রামের সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে "শান্তিনিকেতন" আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা। হিন্দু প্রকৃতি নির্জন ধ্যানের বড়ই পক্ষপাতী। এই নির্জন ধ্যানের জন্যই শান্তিনিকেতন আশ্রম সর্ব্বসাধারণের উদ্দেশে উন্মুক্ত হইয়াছে। এই আশ্রমের ভিতর কেহ অনাচার আনয়ন করিতে পারিবেন না—শুদ্ধাচার অবলম্বন পূর্ব্বক ও জীবহিংসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করিতে পারিবেন।

তৃতীয়তঃ তাৎপর্য্যসমেত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের সংস্কৃতানুবাদ। আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই অনুবাদ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দেশ বিদেশে সুবিখ্যাত পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইতেছে এবং তাঁহাদের প্রায় সকলেই এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা বুঝিয়া ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিতেছেন।

আমি এ পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব বিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া দেখাইলাম যে আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে কিরূপ অভিন্ন; আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের রক্ত মাংস হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরকাল শত বাধা বিঘ্নের সম্মুখেও কেমন অটল ধৈর্য্যের সহিত স্বীয় জাতীয় প্রকৃতি পোষণ করিয়া আসিতেছেন। বলিলে একটু গর্ব্বের মত শুনাইবে বটে, কিন্তু সত্যের অনুরোধে এখানে বলিতে বাধ্য হইতেছি—এই কলিকাতা নগরীতে, এই বঙ্গদেশে শাস্ত্রের হস্তলিপি সংগ্রহ কার্য্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন আদি ব্রাহ্মসমাজ; উপনিষৎ প্রথম মুদ্রিত করেন আদি ব্রাহ্মসমাজ; প্রথম বিশুদ্ধ সটীক ও সানুবাদ গীতা প্রকাশ করেন আদি ব্রাহ্মসমাজ; ঋগ্বেদের প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন আদি ব্রাহ্মসমাজ; মহাভারতের প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং রামায়ণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

কয়েক মাস পূর্ব্বে কোন সুবিখ্যাত ইংরাজী ত্রৈমাসিক পত্রিকায় * "ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা" নামক প্রবন্ধে

* The Calcutta Review October, 1895.

লেখক আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে সাধারণ হিন্দুরা কেন ততটা প্রকাশ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযোগ রক্ষা করেন না। আমরা আরও আশ্চর্য্য হই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অতিরিক্ত কিছুই না হইলেও অনভিজ্ঞ হিন্দুরা বিবেচনা না করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মকে এক বিজাতীয় "আশ্মানী" ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন এবং সময়ে সময়ে তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেন। তবে আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে তাহার প্রথম আবির্ভাবের সময়ে ব্রাহ্মসমাজ যে জ্যোতির্ম্ময়রূপে জনসাধারণের নয়নে নিপতিত হইয়াছিল, এখন ঠিক সেরূপ হয় না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—ব্রাহ্মসমাজের জ্যোতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া অনেকটা আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। যখন নিশীথের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রভাতসূর্য্য গগনতলকে প্রথম আলোকিত করিতে থাকে, তাহা লোকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে দেখে অথবা যখন সেই সূর্য্যের জ্যোতি চতুর্দ্দিক আলোকিত ও প্রভান্বিত করে, সেই মধ্যাহ্ন সূর্য্য লোকদিগের সাগ্রহ নেত্রপাতের বিষয় হয়? ব্রাহ্মসমাজ বা অপৌত্তলিক হিন্দুসমাজ যে সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, পৌত্তলিক হিন্দুসমাজ তাহাদের অনেকগুলি অনায়াসে গ্রহণ করিতেছেন; সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীগণ অনুভব করিতে অসমর্থ হইতেছেন। সেই সকল কার্য্য ব্রাহ্মসমাজ যে সম্পূর্ণ নূতন অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তবে লুপ্তপ্রায় সেই সকল কার্য্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন মাত্র।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অভ্যুদয়ের সময় বঙ্গভাষায় একখানিও ধর্ম্মসংসৃষ্ট সুপরিচালিত মাসিক পত্রিকা ছিল না; সেই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা স্বীয় সুবিমল দীপ্তি লইয়া নয়নের সম্মুখে আবির্ভূত হইল। এই পত্রিকায় এ যাবৎ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু এখন তাহার অনুকরণে অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সমর্থন করিয়াও অনেকগুলি ধর্ম্মসংসৃষ্ট পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে আপনাপন সাম্প্রদায়িক পত্রিকার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিতেছে।

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে সাধারণে মিলিত হইয়া উপাসনা করিবার স্থান একটীও ছিল না; এখন ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণে হরিসভা প্রভৃতি নামে নানা উপাসনা সভা উত্থিত হইতেছে।

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের সময়ে ধর্ম্মসংসৃষ্ট বিদ্যালয়ের অভাব ছিল; পর্ব্বতসমান বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানে ধর্ম্মসংসৃষ্ট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায় সেগুলি চিরস্থায়ী হইল না। এখন ব্রাহ্মসমাজেরই ভাবচ্ছায়াতে নানা স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং তাহাতে ধর্ম্মশিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিতেছে।

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের সময়ে স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত অভাব ছিল। তখন লোকে মনে করিত যে স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে শীঘ্রই বিধবা হয়। এখন আমরা আশ্চর্য্য হই বটে যে, তখনকার লোকে এই প্রত্যক্ষ ভ্রান্তি কেমন করিয়া হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল। যাই হউক্ ব্রাহ্মসমাজ হইতেই এই বিশ্বাস প্রথম দূরীভূত হইতে থাকে। এখন পৌত্তলিক হিন্দুসমাজেও এই বিশ্বাস অনেকটা

ভাঙ্গিয়াছে—সম্পূর্ণ রূপে আজও যায় নাই।

ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথম বেদবেদান্তাদি শুদ্ধ ভাষায় অনুবাদিত করিয়া সকলেরই জন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; আজ তাহারই অনুকরণে কত শাস্ত্রানুবাদ সকল প্রকাশিত হইতেছে। বেদান্তাদি শাস্ত্র যে যুক্তিমতে ও শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেরই পঠনপাঠনে অধিকার আছে, ব্রাহ্মসমাজই এই মত প্রথম ব্যক্ত করেন এবং এখন পৌত্তলিক হিন্দুরাও অবিচারিতভাবে তাহা গ্রহণ করিতেছেন।

এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি কার্য্যই পৌত্তলিক হিন্দুসমাজ আপনাদেরই কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করাতে ব্রাহ্মসমাজের দীপ্তি সহজে অনুভূত হয় না—অনুভব করিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে স্থিরচিত্তে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হয়। তাই বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্যই যে গৃহীত হইয়াছে তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে এখনও অনেক বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র উন্মুক্ত রহিয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দিই। গৃহসংগঠন একটী প্রধান কার্য্য পড়িয়া আছে। এই গৃহসংগঠন স্ত্রীশিক্ষারই একটী অঙ্গ বলিয়া ধরিতে পারি। যাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"তাঁহাদের মধ্যে গৃহ বলিয়া, গার্হস্থ্য জীবন বলিয়া একটী পদার্থ ছিল অনুভব করিতে পারি এবং তাহা যে বাস্তবিকই ছিল, তাহারও পরিচয় এই ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাস কাব্যাদিতে দেখা যায়। কিন্তু এখন শিক্ষার অভাব ও কুশিক্ষাবশতঃ ভারতের গৃহ জীর্ণ হইয়া ভগ্নোন্মুখ হইয়াছে ও হইতেছে। বর্ত্তমানকালে গৃহের সন্তানেরা গৃহে একত্র মিলিত হইয়া নির্দ্দোষ আমোদ পর্য্যন্ত করিতে অধিকার না পাইয়া অনেক সময়েই কুপথে গিয়া সেই আমোদস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিতে চাহে এবং এই কারণে যে কত গৃহ ছারখার হইয়াছে, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? ব্রাহ্মসমাজের ইহা প্রচার করা কর্ত্তব্য যে, প্রাচীন ঋষিরা যেরূপ পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দর্শন করিতেন, এখনও সকলে সেই ভাব হৃদয়ে ধারণ করুন; এবং সকলে পুত্র কন্যাকে নির্ব্বিশেষে আত্মনির্ভর প্রভৃতি সদ্‌গুণ এবং সৎসাহিত্য, ধর্ম্মসঙ্গীত প্রভৃতি চর্চ্চা করিবার শিক্ষা দিতে থাকুন এবং সর্ব্বোপরি ব্রহ্মবিদ্যা আপনাদের উপদেশ ও অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহাদের সুকোমল মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দিউন। এইরূপ করিতে থাকিলে, তবে গৃহ পুনরায় সংগঠিত হইবে, ভারতের গার্হস্থ্যজীবন ফিরিয়া আসিবে, জাতির উন্নতি হইবে এবং দেশের মঙ্গল হইবে। ইহাতে পুত্র কন্যাদিগের চরিত্রবল কত না বর্দ্ধিত হইবে।

এতক্ষণ আমরা ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষা সকলই বলিয়া আসিলাম। এখন আমরা চাই যে, পৌত্তলিক হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মসমাজকে আপনারই অন্তরঙ্গ বিবেচনা করিয়া তাহার কার্য্যে সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত না হয়েন। একটী তৃণের দ্বারা না হইলেও তৃণসংহতির দ্বারাই হস্তীর ন্যায় বৃহৎ জন্তুও আবদ্ধ হইতে পারে! সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী হিন্দুদিগের পরস্পরের মধ্যে গৃহবিবাদ হইলে যে কুফলই হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? আশ্চর্য্য এই যে আমরা প্রায় সকলেই মুখে বলিতেছি যে গীতাকে অতিশয় মান্য করি, বেদকে অতিশয় মান্য করি; গীতার নিত্য পঠন পাঠন করিতেছি এবং

তাহাতে নিত্যই গৃহবিবাদের কুফল জ্বলন্ত-ভাষায় বর্ণিত দেখিতেছি, তথাপি সে সকল কথা অবহেলা করিয়া গৃহবিবাদেই নিমগ্ন থাকিতেছি। তবে কি সত্যই আমাদের গীতার প্রতি শ্রদ্ধা, বেদের প্রতি শ্রদ্ধা, সকলই মুখের কথা মাত্র—অন্তরের কথা নহে? একদিকে গীতা কাতরস্বরে অর্জ্জুনের মুখে গৃহবিবাদের ফল বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে তাহা হইতে নিরস্ত হইতে কহিতেছেন—

"যদপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুং।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন॥"

যদিচ ইহাঁরা লোভে বিবেচনাশূন্য হইয়া কুলক্ষয়কৃত দোষ এবং মিত্রদ্রোহে পাতক দেখিতেছেন না, কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয়কৃত দোষ জানিয়াও এই মহাপাপ হইতে কেন না ক্ষান্ত হইব?

অপরদিকে বেদ জলদ-গম্ভীরস্বরে সকলকে আহ্বান করিয়া এই মহান্ উপদেশ দিতেছেন—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥"

তোমরা সকলে এক সঙ্গে মিলিত হও, এক সঙ্গে কথা বল, এক সঙ্গে সকলের মন সকলে জান। পুরাতন দেবতারা যেমন একমত হইয়া হবির্ভাগ গ্রহণ করেন, তোমরাও সেইরূপ একমত হও। তোমাদের সংকল্প ও অধ্যবসায় সমান হউক, তোমাদের হৃদয় সমান হউক, তোমাদের মন সমান হউক, যাহাতে তোমাদের মধ্যে সুশোভন সম্মিলন প্রাদুর্ভূত হয়।

হে ভ্রাতৃগণ! এস, আমরাও বেদের এই উপদেশ, এই আদেশ, এই অনুশাসন শিরোধার্য্য করিয়া এখনই এই মহান্ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি যে আর কদাপি গৃহবিবাদে লিপ্ত থাকিব না। ঈশ্বর আমাদের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার বল প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—

নিরামিষ ভোজন।*

জগতের সৃষ্টিরহস্য পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে এক সুন্দর শৃঙ্খল ঈশ্বরের পাদদেশ হইতে আলম্বিত হইয়া নিম্নে ধরাপৃষ্ঠে আসিয়া ঠেকিয়াছে। উপরে জাজ্বল্যমান বিধাতাপুরুষ সৃষ্টিসংকল্পে নিমগ্ন—আপনার জ্ঞান প্রেম মঙ্গলভাবে বিভোর। নিম্নে তাঁহার ইচ্ছাপ্রসূত এই পরিদৃশ্যমান জগত। শৃঙ্খলসূত্রে সৃষ্ট যাবতীয় চেতন ও অচেতন পদার্থ গ্রথিত। অপেক্ষাকৃত উন্নতদেশে ক্রমোচ্চ জীবসংহতি, নিম্নভাগে প্রাণহীন ক্রিয়াহীন জড়বস্তু সকল এই শৃঙ্খলে সন্নিবেশিত।

সৃষ্টপদার্থখচিত শৃঙ্খলের নিম্নদেশ ধরিয়া ধীরভাবে ঊর্দ্ধে আরোহণ কর, দেখিবে জড়তা ও কাঠিন্য ক্ষীণ হইয়া আসিল, তুমি অচেতন পদার্থের গণ্ডী ছাড়াইয়া উদ্ভিদরাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলে। এই উদ্ভিদরাজ্যে আসিয়া শৃঙ্খল ধরিয়া আরও ঊর্দ্ধে উত্থান কর, দেখিবে উদ্ভিদপ্রাণ অপেক্ষা উন্নততর প্রাণবিকাশোপযোগী কোমলতর দেহাবরণ তোমার সম্মুখে; তুমি উদ্ভিদের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রাণীরাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছ। সুখ দুঃখ বোধের আভাস যাহা জড় ও উদ্ভিদে

*থিওসফী সম্প্রদায়ের অন্যতম খ্যাতনাম্নী নেত্রী এনি বেসান্ট Vegetarianiam in the light of theosophy নামক বক্তৃতায় যাহা বিবৃত করেন তাহার সারাংশ অবলম্বনে এই প্রস্তাব লিখিত হইল।

দেখিতে পাও নাই তাহা প্রাণীরাজ্যে আসিয়া দেখিলে। আরও উর্দ্ধে আরোহণ কর দেখিবে তুমি ইতর প্রাণীরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া উন্নততর কার্য্যকুশলতর কোমলতর দেহধারী, জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন, আত্মাবিশিষ্ট নরজাতির সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছ।

সৃষ্টির এইত বিচিত্র রহস্য। কিন্তু জগতের আর আর সমস্ত বস্তুর তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ কর, সকলের ভিতরে প্রবেশ কর, দেখিবে মনুষ্যজাতির সংরচনে স্রষ্টার যেরূপ কৌশল ও নৈপুণ্য অভিব্যক্ত হইয়াছে এমন আর কিছুতে নহে—না ইতর জীবরাজ্যে—না উদ্ভিদরাজ্যে—না মৃন্ময় ধাতব পদার্থে। মনুষ্যেরও কর্ত্তব্য যে এমনি পবিত্র ভাবে বিবেকবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যাহাতে ঈশ্বরের নিকট হইতে লব্ধ এই সকল অযাচিত উন্নত অধিকার ব্যর্থ হইয়া না যায়।

এক ইচ্ছা শক্তি থাকাতেই মনুষ্য অপরাপর প্রাণী হইতে বিভিন্ন। এই ইচ্ছা শক্তি থাকাতেই মনুষ্যের দায়িত্ব বোধ আছে। মনুষ্যের হৃদয়ের ভিতরে এমন দৃঢ়তা আছে যাহা হইতে সে বলিতে পারে, ইহা করিব, ইহা করিব না। যদিও কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় মনুষ্যের বিবেকের উপরে নির্ভর করে, কিন্তু কোন কার্য্য করা বা না করা তাঁহার ইচ্ছার উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে।

বীজরোপণ কর, অনুকূল জলবায়ু পাইলেই তাহা অঙ্কুরিত হইবে, শিকড় মৃত্তিকা হইতে রসাকর্ষণ করিবে, কালক্রমে বৃক্ষ ফলফুলে পরিশোভিত হইবে। ইতর প্রাণীগণের উপর দৃষ্টিনিয়োগ কর দেখিবে তাহারা আহার বিহার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, তাহারা সংস্কারের সম্পূর্ণ অধীন। জড়পদার্থের দিকে চাহিয়া দেখ দেখিবে তাহার পরমাণুগণ ভৌতিক নিয়মের একান্ত অনুবর্ত্তী। জগতের আর আর তাবতের ভিতরে সুনিয়ম-শৃঙ্খল প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহারা সেই নিয়ম বা সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। কিন্তু মনুষ্য যেন এই সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ধরণীর বিশৃঙ্খলতা পরিচালিত প্রজা।

জড়জগত জড়নিয়মের অধীন বলিয়া জড়পরমাণুর বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নাই। জীবজন্তু সংস্কারের অধীন বলিয়া আহার বিহার তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার অপরিসীম। দেবত্ব লাভ ও পশুত্বলাভ বলিতে গেলে তাহার ইচ্ছার সম্পূর্ণরূপে অধীন। মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই যে নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলকে দমন করিয়া যে সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তি—দেবভাব তাহার অন্তরে নিহিত আছে তৎসমুদায়কে আরও উন্নত ও পবিত্র করিয়া জগতে বিচরণ করা। মনুষ্য যেখানে যাউক প্রীতির সহিত সকল প্রাণী জীবজন্তুকে অবলোকন করুক, সকলকে রক্ষা করুক, সকলকে স্নেহ করুক, দৈনিক জীবনে তাহার স্নেহ প্রেম উথলিয়া উঠুক, পশুভাব সকল দমিত হউক, স্বর্গীয় প্রীতি প্রভাবে তাহার দেবভাব সকল জাগিয়া উঠুক; এইত মনুষ্যের কার্য্য। কিন্তু মনুষ্য সৃষ্টির রাজা হইয়া অসীম ক্ষমতার অধীশ্বর হইয়া উদরতৃপ্তির জন্য যদি পশুবধ করে, মৃগয়া ব্যপদেশে পশুপক্ষীরক্তে ধরাগাত্র কলঙ্কিত করে, বড়িশবিদ্ধ মৎস্যের জীবনসংগ্রাম—বৃথাউল্লম্ফন দেখিয়া তৃপ্তি অনুভব করে, ইতর প্রাণীর অন্তরে ত্রাস ও বিভীষিকা সঞ্চার করে, তাহার উন্নতভাব সকলকে ব্যভিচারী হইতে দেয় তবে তাহার অধঃপতনের কি অবশিষ্ট রহিল। আমরা দেখিতে পাই মনুষ্য ইতরপ্রাণীবর্গের নিকটে গেলে, তাহারা দূরে পলায়ন করে, কেন না তাহারা জানিয়াছে মনুষ্য তাহাদের চিরশত্রু। কিন্তু যে সকল ভ্রমণকারী যেখানে মনুষ্যের পদ কখনও সঞ্চরণ করে নাই এমন স্থানের ভ্রমণবৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠে জানিতে পারি, যে তাঁহারা অবাধে ইতর পশুপক্ষীগণের ভিতরদিয়া গমন করিয়াছেন, তাহাদের গাত্রে হস্ত বুলাইয়াছেন, অথচ তাহারা ভীত হইয়া দূরে পলায়ন

করে নাই। যখন হইতে তাঁহারা ক্ষুৎ-পিপাসা শান্তির জন্য তাহাদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিলেন তাহারাও পলা-ইতে শিখিল। তাহারা অভিজ্ঞতা বলে জানিল মনুষ্য বিশ্বাসের সামগ্রী নহে। সুসভ্যদেশে যেখানে যাও দেখিবে মনু-ষ্যের পদশব্দে জীবজন্তু দূরে পলায়ন করে। কেননা তাহাদের সংস্কার মনুষ্য জীবের বন্ধু নহে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ পুণ্যাত্মা এসিসির সেণ্ট ফ্রান্‌সিসের বিষয় পাঠ কর, তাঁহার দেহ হইতে প্রীতির এমনই দিব্য-জ্যোতি বাহির হইত, যে অরণ্যের পক্ষী বিশ্বস্তচিত্তে তাঁহার গাত্রে উড়িয়া বসিত। আবার ভারতের অরণ্যবাসী স্বর্গীয়-প্রীতি-স্নাত ঋষিদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর দেখিবে সিংহব্যাঘ্র হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া তাঁহাদের পাদদেশ লেহন করিতেছে, মৃগ পক্ষী তাঁহাদের অপত্যস্নেহে প্রশান্ত আশ্রমে থাকিয়া সমভাবে পরিপালিত হইতেছে। এখনও যদি মনুষ্য নিষ্ঠু-রতা পশুহত্যা ভুলিয়া যায়, প্রীতির সহিত সকলকে অবলোকন করিতে শিক্ষা করে, অদূর ভবিষ্যতে আবার সেই প্রেমের রাজ্য ফিরিয়া আইসে। মনুষ্য ও ইতর প্রাণীগণের মধ্যে সেই পূর্ব্ববন্ধুত্ব বিশ্বাসের ভাব অচিরাৎ পুনঃস্থাপিত হয়।

যে সকল প্রাণী প্রতিদিন বধ্যভূমিতে নীত হয় তাহাদের অবস্থা একবার আ-লোচনা কর। তাহারা আপনাদের শোচ-নীয় পরিণাম যেন পূর্ব্ব হইতে অনুমান-বলে জানিতে পারিয়া প্রচণ্ড দণ্ডাঘাতেও অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক। যদি বা তাহারা অতিকষ্টে বধ্যভূমির দ্বারদেশে আনীত হইল, গলিত রক্ত মাংসের গন্ধে তাহারা কিছুতেই ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহে না। সাহস থাকিলে আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখ, কি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যাকার্য্য সম্পন্ন হয়। যদি হৃদয় থাকে সে দৃশ্যের স্মৃতি কোনকালেই অপনীত হইবার নহে। বধ্যভূমির নিকট দিয়া চলিয়া গেলে হৃদয় বিকম্পিত হয়। আমেরিকা সিকাগো নগর যেখানে লক্ষলক্ষ প্রাণী নিহত হয়, তাহার ৪।৫ মাইল দূর দিয়া চলিয়া গেলেও প্রাণের ভিতরে এক অসহ্য বেদনা ভয়া-নক ব্যাকুলতা আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই সকল প্রাণীর কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রাণীহন্তাদিগের বিষয় আলোচনা কর। তাহারা আমাদের জন্য প্রাণীবধ করে। সুতরাং তাহাদের নৈতিক জীবনের যে কিছু অবনতি তৎসমুদায়ের জন্য আম-রাই দায়ী। পশুহত্যা করিতে প্রাণ কাঁ-দিয়া উঠে, এই জন্য এই জঘন্য কার্য্যের ভার তাহাদের স্কন্ধে আমরা ফেলিয়া দিয়াছি। এই সকল ঘাতকদিগের হৃদয় এতই কঠোর যে আমেরিকার যুক্ত সাম্রা-জ্যের আইন অনুসারে তাহাদিগকে বিচা-রালয়ে জুরির কার্য্য করিতে দেওয়া হয় না। এই সিকাগো নগরে যতকিছু গর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহার অধিকাংশই ইহাদের দ্বারা সাধিত হয়। কিন্তু একবার কি চিন্তা করিয়া দেখ না, যাহা তুমি নিজে করিতে অনিচ্ছুক সেই ঘৃণিত কার্য্যের ভার অপরের উপর নিক্ষেপ করিবার তোমার অধিকার কোথায়? তোমারই দোষে সে ত কলঙ্কিত জীবন অতিবাহিত করি-তেছে। তুমি তাহার পাপের অংশভাগী, তাহার অবনতির একমাত্র নিদান।

এইখানেই যে তোমার পাপের শেষ হইল তোমার দায়িত্বের অবসান হইল এমন নহে। তোমার ক্ষুধা শান্তির জন্য দূরদূরান্তর হইতে জলপথে অর্ণবযান যোগে, স্থলপথে লৌহ শকটে রাশি রাশি গো মেষ মহিষ ছাগ আনীত হইতেছে, কালব্যাপী অনাহার ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিবার পরে তাহাদের হত্যাকার্য্য সং-সাধিত হইতেছে। হননের পূর্ব্বে তাহা-দের এই সকল ভয়ানক যন্ত্রণার মহাপাপ কাহার মস্তকে অর্পিত হইবে? মাংস ভোজি! এই সকল বিচার করিয়া পরে মাংস ভোজনের জন্য হস্তপ্রসারণ কর। *

* ১৮৯৪ ৯৫ সালের কলিকাতা মিউনীসিপালিটির বাৎসরিক কার্য্য বিবরণে প্রকাশ যে ঐবৎসর কলিকাতা গোখানায় ১৮৪৪৯ উৎকৃষ্ট, ৬৯০৬২ নিম্ন শ্রেণীর গাভী ও বৃষ, ১৩৭৯৪ গোবৎস, ৬৩০৬৮ মেষ, ৬০৫৪৪ ছাগ ১৪৬৬০ ছাগবৎস সাকল্যে ২৩৯৫৭৭ প্রাণী হত্যা হয়।

যে শৃঙ্খলে মনুষ্য জীবজন্তু গ্রথিত সেই শৃঙ্খল ধরিয়া মনুষ্যকে আরো উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। নিকৃষ্ট বৃত্তি প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া দেবভাব সকলকে উন্নত করিতে না পারিলে শৃঙ্খলের সোপান হইতে সোপানান্তরে অধিরোহণ করা সুদূর পরাহত। একা উঠিলে চলিবে না, সমগ্র জনসমাজকে লইয়া উন্নত হওয়া চাই। কিন্তু কেমন করিয়াই বা উন্নত হইবে, ইতর জীবজন্তুর উষ্ণ শোণিত, পশুহন্তার তীক্ষ্ণ কৃপাণ, নির্ব্বাক গো মেষের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ তোমার বিরুদ্ধে অনবরত সাক্ষ্য দান করিতেছে।*

তুমি হয়ত এই পর্য্যন্ত বলিবে যে মাংস ভোজনে শরীরে বলাধান হয়। কিন্তু এই দুর্ব্বল তর্ক দাঁড়াইবার স্থান নাই। তুমি এক মহান উদ্দেশ্য লইয়া জগতে আসিয়াছ। মনুষ্যের দেবভাব সকলকে পরিস্ফুট করিয়া তাহাকে দেবপদবীতে লইয়া যাওয়াই তোমার পবিত্রতম ব্রত। তোমার আত্ম সংবরণ নাই। মিতাহার মিতাচার খাদ্যাখাদ্য নির্ণয়ের সঙ্গে মনুষ্যের সেই দেবভাব বিকাশের বিশেষ যোগ রহিয়াছে। আত্মার উন্নতির জন্য, প্রতি চিন্তার জন্য, শরীরের জন্য তোমার দায়ীত্ব রহিয়াছে। সেই সকল দায়িত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। যাহার জন্য তোমার পৃথিবীতে আগমন তাহার প্রতি ও আত্মার অপরিমেয় দীর্ঘতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই। যদি এইভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পার শোক দুঃখ পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে, হিংসা দ্বেষ তিরোহিত হইবে, ইতর জীব জন্তুর সহিত সখ্য সংস্থাপিত হইবে, ঈশ্বরের প্রেমের রাজ্য এখানে অবতীর্ণ হইবে।†

---

*মনু ঘাতক শব্দে কাহাকেও অব্যাহতি দেন নাই।
অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকঃ। ৫। ৫১
যাঁহার অনুমতিতে পশুবধ হয়, যে অস্ত্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করে, যে বধ করে, যে মাংস ক্রয়বিক্রয় করে, যে মাংস পাক করে, যে মাংস পরিবেশন করে, যে মাংস ভক্ষণ করে তাহারা সকলেই ঘাতক পদ বাচ্য।

† কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় জজও antivivisection সভার সভাপতি নরিস সাহেব গত বর্ষের বক্তৃতায় বলেন"ইতরপ্রাণীবর্গকে নিষ্ঠুরতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কেন যে আমি ব্যাকুল তাহার কারণ এই। বিলাতে নিজ আবাসে আসিতে আমি একদিন শিকারে বাহির হইতেছিলাম। এমন সময়ে ছোট কন্যার ক্রন্দন ধ্বনি আমার কর্ণে আসিল। আমি উপরে গিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ৫। ৭ মিনিট ধরিয়া সান্ত্বনা করিলাম। যখন সে শান্ত হইল আমি বন্দুক লইয়া বাহির হইলাম। প্রথমেই এক শশককে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িলাম। অগ্রসর হইয়া দেখি শশক আহত হইয়াছে ; কিন্তু তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া অবিরল অশ্রু পড়িতেছে। উহা দেখিয়া অনতিকাল পূর্ব্বের আমার কন্যার ক্রন্দনের কথা মনে পড়িল। আমি বন্দুক হইতে টোটা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলাম। সে আজ কুড়ি বৎসরের কথা। তাহার পরে অবলাজন্তুর প্রাণবিনাশের জন্য কখন আর বন্দুক ধরি নাই।"

THE BRAHMO DHARMA (Translated).

(The Book of the Religion of Brahma).

First Part.

CHAPTER 111.

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্‌প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতোব্রহ্মবিদ্যাম্॥ ১॥

Desirous of experiencing Him let, him, the disciple, repair unto a teacher. He the wise man, to one of perfect restfulness of heart and possessed of control over the senses, should truly unfold the theory and practice of that divine lore whereby the Exhaustless all-comprehending Real Being becometh known. [1]

Comm : It is the duty of all to approach for instruction concerning the deity, a teacher who knows the Supreme Being, having first attained profound peace by the subjugation of the mind ; it is the duty of such teacher properly to instruct persons, of whatever race or caste, who approach him with a heart at peace, and searching after God : therein he should not be neglectful [1]

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ ২॥

Inferior is (the knowledge) of the Rigveda Yajurveda, Samaveda and Atharvaveda an the six branches of auxiliary vedic knowledge

but superior is that whereby the Exhaustless becometh known. [2]

The attainment of the knowledge of God's true nature and intention is the supreme end of man's soul. The systems of learning, by the study whereof that supremely desired jewel of wisdom is attained, constitute true knowledge—superior knowlege; the rest are inferior. For this reason the four Vedas and the six subordinate branches of vedic knowledge have been spoken of as inferior. The portions of the Vedas as well as other systems of learning which teach the truth concerning the Supreme Being constitute the superior knowledge, to be acquired by all [2]

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬, চৈত্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৬৩৪।৶০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৩১৪৮৸৶০
সমষ্টি	৩৭৮৩।০
ব্যয় ...	৬৬১॥৯
স্থিত ...	৩১২১॥৵৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন চারকেতা গবর্ণমেন্ট কাগজ ...	৩০০০৲
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ...	১১৪॥৵৩
	৩১২১॥৵৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৪৪৩৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	৪৪০৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা)	৩৲
	৪৪৩৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৬৮॥৶০
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১২৲
শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেতারা	১৬৸৶০
" " মহেন্দ্রনাথ সেন, ডিব্রুগড়	৩৲
" " রজনীকান্ত বসু, কালাইন	৩৲
" " বৈকুণ্ঠচন্দ্র গুহ, জয়দেবপুর	৬৸০
" " ষোড়শীমোহন সেন, সদরঘাট	৩৲
" " গিরিজাশঙ্কর মজুমদার, ভবানীপুর	৩৲
" সম্পাদক, পবলিক্ লাইব্রেরি, উত্তরপাড়া	৬৸০
" বাবু কানাইলাল দাস, কলিকাতা	৩৲
" " খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ	৩৲
" " ভুবনমোহন বসু, ঐ	৩৲
" " হরিমোহন রায়, ঐ	৩৲
" " হরিমোহন নন্দী ঐ	২।০
	৬৮॥৶০
পুস্তকালয়	৭৵০
যন্ত্রালয়	১১৪৲
গচ্ছিত	৴০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১॥০
সমষ্টি	৬৩৪।৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৫০০॥৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৯৶৩
পুস্তকালয় ...	১৯।৶৯
যন্ত্রালয় ..	১০২।৯
সমষ্টি	৬৬১॥৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।

৬৩৫ সংখ্যা
আষাঢ় ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।
১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব।

৩ জ্যৈষ্ঠ ১৮১৮।

এই জন্মোৎসব ব্যাপার দর্শন করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহার যে বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন আমরা সাদরে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

যিনি চিরপ্রচলিত মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করিয়া ভারতে নূতন জীবন সঞ্চার করিয়াছেন, যিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মে নরনারীর নির্বিশেষ অধিকার বিস্তার করিয়া সকলেরই জন্য শ্রেয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, যাঁহার জ্ঞানানুরাগ যোগনিষ্ঠা ভক্তিপ্রবণতা ও বিশ্বাসানুরূপ কর্ত্তব্যসাধন ভাবী যুগের পথভ্রষ্ট ধর্ম্মপন্থিদিগের ধ্রুবতারা স্বরূপ হইবে, আজ সেই শ্রীমন্মহর্ষির পবিত্র জন্মদিন। যে মহা বৃক্ষের তলে বসিয়া সংসারদাব-দগ্ধ অসংখ্য অসংখ্য লোক মন প্রাণ শীতল করিবে এই ৩ জ্যৈষ্ঠে সেই মহা পুরুষ ভূমিষ্ঠ হন। আমরা এই জন্মোৎসব দিনে যথা সময়ে যথা স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম স্নিগ্ধ সৌম্যদর্শন অশীতিপর বৃদ্ধ আমাদিগকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমরা ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম।

এই উৎসব উপলক্ষে সকল সমাজের ব্রাহ্মেরা উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মহর্ষিকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই মন্ত্রটী সমস্বরে পঠিত হইল। পরে সাধারণ সমাজ হইতে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এই অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন।

ওঁ ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রধানাচার্য্য মহাশয়
ভক্তিভাজনেষু—

প্রণতি পুরঃসর নিবেদন;—

অদ্য ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার আপনি অশীতিবর্ষে পদার্পণ করিলেন। এতদুপলক্ষে আমরা ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা কৃতজ্ঞ অন্তরে পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ করি-

তেছি যে, আপনি এই দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনার ধর্ম্মজীবনের দৃষ্টান্ত ও উপদেশের দ্বারা আমাদের ধর্ম্মজীবনকে পোষণ করিতেছেন। প্রথম যৌবনের উদ্যমের কালে যে অনুরাগের সহিত আপনি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, এই জরাজীর্ণ দেহেও সেই অনুরাগের হ্রাস হয় নাই। ইহা স্মরণ করিলে আমাদের চিত্ত সবল হয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আমাদের অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। আপনি ব্রহ্মোপাসনাকে নিজ জীবনে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এদেশকে চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। আপনার বিশ্বাসের অটলতা, সাধন-নিষ্ঠা, ধ্যান-পরায়ণতা, গভীর জ্ঞানানুরাগ ও কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ়তা, চিরদিন আমাদিগের ও আমাদিগের পরবর্ত্তী বংশ পরম্পরায় ধর্ম্মপথের আলোক-স্বরূপ হইয়া থাকিবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি যে, আপনি আরও দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে বাস করিয়া আপনার উপদেশ ও আশীর্ব্বাদের দ্বারা আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহিত করুন। আমাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতি ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এই সামান্য উপহার আমরা অদ্য, আপনার জন্মদিনে, আপনার চরণে অর্পণ করিলাম। নিবেদন ইতি ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৮১৮ শকাব্দা।

আপনার আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী।

কলিকাতা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বাঁকিপুর, ভাগলপুর, আরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চুঁচুড়া, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের ছয় শতের অধিক ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা।

অনন্তর একটী রৌপ্য কোষের মধ্যে ছয় শতের অধিক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণের স্বাক্ষরিত এই অভিনন্দন পত্র মহর্ষির হস্তে প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত একটী রূপার বাটী এবং ফ্রেমে বাঁধান আর একখানি মুদ্রিত অভিনন্দন পত্রও তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল।

পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয় এই অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন।

ভক্ত্যুপহার।

একান্ত ভক্তিভাজন

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম্মপিতৃ

মহোদয় শ্রীচরণকমলেষু।

'ঈশাবাস্য'মিতি প্রমাণবিষয়ং কর্ত্তুং পরেশাসকৃৎ
সম্পদ্রাশিরহো বিকারজনকো মাভূৎ স্বয়ং তৎকৃতে।
পূর্ব্বং বোধয়তা যএষ কৃপয়াঽস্বাস্মি প্রকামং পুন-
রার্ষীং যোগগতিং প্রতীতিবিজিতাং প্রাবর্ত্তয়ৎ শস্তমাম্॥
জ্ঞানং শুদ্ধতমং প্রচিত্য নিখিলং বেদান্তসংসেবিতং
সাক্ষাৎকৃত্য পুনঃ স্বচিত্তনিলয়ে যোগেন তৎ সাম্প্রতম্।
যোগজ্ঞানভৃতং পরেশপরমস্পর্শং সমাসাদ্য চ
প্রেম্না পূর্ণতমত্বমাপয়দহো ব্রহ্মাপ্তিজং দর্শনম্॥
ব্রাহ্মাণাং হৃদয়ে স এব নিতরাং যোগানুরাগং ভৃশং
তৎপ্রোদ্দীপয়িতুং হিমালয়স্থং ত্যক্তোর্য্যকার্ষীচ্ছ্রমম্।
স্থানং পিত্রুচিতং প্রকামমধুরঞ্চাপুরয়মদ্য স
বর্ষেঽশীতিতমে পদং শুভতমে হ ধাক্কর্যমুৎপাদয়ন্॥

যোগস্পৃহা যত্র হৃদি প্রবর্ত্ততে
পশ্যেম তং তত্র হি বর্ত্তমানম্।
দূরাম দূরে বয়মস্য চেৎ পুন-
র্ব্রহ্মান্তরব্যাহতমাপ্নুয়াম॥
অভ্যর্থয়ামো ভবতো নিদর্শনৈ-
বিকারজাতং নিতরাং নিরস্ততাম্।
যোগোত্থমালম্ব্য ভবৎপ্রদিষ্টং
পন্থানমীশং সমবাপ্নুয়ুস্তে॥
ব্রহ্মানন্দেন পুত্রেণ ভবতোভ্রাতৃতাং গতাঃ।
বয়ং জন্মদিনে তেন ব্যাজ্যো হর্ষং সমুচ্ছ্রিতম্॥

'সমুদায় ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত' এই কথা প্রমাণিত করিবার জন্য ভগবান্ কর্ত্তৃক

যিনি আহূত হইয়াছেন, এবং সম্প্রদায়শি বিকার জন্মাইতে না পারে এজন্য করুণা সহকারে ভগবান্ পূর্ব্বেই যাঁহাকে সমুচিত উপদেশ দান করিয়াছেন, যিনি মঙ্গলকর ঋষিসমুচিত যোগের গতি আপনি যথোপযুক্ত রূপে প্রতীতির বিষয় করিয়া উহা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; বেদান্তসেবিত নিখিল শুদ্ধতম জ্ঞান যিনি (ব্যাখ্যান দ্বারা) পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, এবং যোগ দ্বারা সেই জ্ঞান আপনার হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যোগ এবং জ্ঞান দ্বারা পরিপুষ্ট ঈশ্বরসংস্পর্শ লাভ করিয়া যিনি ব্রহ্মদর্শন প্রেম দ্বারা পূর্ণতম করিয়াছেন, তিনি হিমাচলের সুখ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মগণের হৃদয়ে যোগানুরাগ উদ্দীপন করিবার জন্য শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, এবং নিরতিশয় মধুর পিতৃসমুচিত স্থান আপূরণ করিয়া অদ্য সকলের হর্ষবর্দ্ধনপূর্ব্বক শুভতম অশীতিতম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। যে হৃদয়ে যোগের স্পৃহা আছে আমরা সেই হৃদয়ে তাঁহাকে বর্ত্তমান দেখি। যদি আমাদের হৃদয়ে আমরা অবাধে ব্রহ্মকে লাভ করি, তাহা হইলে ইঁহার সম্বন্ধে আমরা দূর হইতে দূরে নহি। আমরা প্রার্থনা করি, আপনার জীবনের নিদর্শন যোগোত্থিত সকল প্রকারের বিকার নিরসন করুক। আপনি যে পথ উপদেশ করিয়াছেন সেই পথ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মগণ ঈশ্বর লাভ করুন। আপনার পুত্র ব্রহ্মানন্দের সহিত আমরা ভ্রাতৃসম্বন্ধে আবদ্ধ। আমরা আপনার জন্মদিনে তাঁহার সহিত অত্যুচ্ছ্রিত আনন্দ ব্যক্ত করিতেছি।

১৮১৮ শক।
৩রা জ্যৈষ্ঠ।

পরে শ্রীমন্মহর্ষি শারীরিক দুর্ব্বলতা হেতু নিম্নোক্ত স্ববক্তব্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাঠ করিতে আদেশ করিলেন।

"সৌম্য!

তোমাদের প্রীতি ও ভক্তিপূর্ণ উপহার আমি সাদরেও বহুমান পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছি। আমি জীবদ্দশাতেই ব্রহ্মোপাসকের সংখ্যা আশাতীত দেখিয়া আনন্দ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেছি না। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, অনেকেই সমস্ত গৃহকার্য্যে এই পরম ধর্ম্মকে, এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে যথাযথ পালন করিতেছেন। আমার এরূপ আশা ছিল না, যে এত অল্প দিনের মধ্যে আমার এই সংকল্প সিদ্ধির পথে এরূপ অগ্রসর হইবে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের জ্ঞান, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অটল থাকুক, তোমরা সকল বিভীষিকা তুচ্ছ করিয়া স্থিরপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই দীন হীন দুর্ব্বল বঙ্গদেশের সকল প্রকার দুর্দ্দশা দূর কর। ঈশ্বর তোমাদের কার্য্যে প্রসন্ন হউন।"

পূজ্যপাদ মহর্ষি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন তিনি নিজে কিছু বলিবেন না, মৌনী থাকিবেন; কিন্তু উৎসাহ তাঁহাকে শতগুণ উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—

"আমি একটু কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমার এখন আর কিছু নাই। কেবল আমার একটী প্রাণ আছে, সেই প্রাণটি মাত্র ধুক্ ধুক্ করিতেছে। যদি সেই প্রাণটুকু দিয়াও ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি, একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করিতে পারি, তবে আমার এই জীবন সার্থক।"

অনন্তর তিনি আসন পরিগ্রহ করিয়া আবার বলিলেন।

"আমার একটি কথা মনে পড়িতেছে—আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী) কাছে একটী কথা শুনিয়াছি, তাহা আজও আমার মনে জাগ্রত রহিয়াছে, তাহা এই,—"Unity in Essentials, Liberty in non-essentials and Charity in all" (এইখানে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, এই কথাটী Roman Catholic দিগের উপদেশ হইতে লওয়া হইয়াছে।) "আমরা বলি যে, প্রত্যেক উদার হৃদয় ব্যক্তিরই কথা এই—আপনার আপনার ক্ষুদ্র ভাব, আপনার আপনার ক্ষুদ্র অভিপ্রায়, সমস্তই ত্যাগ করিতে হইবে। আপনার আপনার ক্ষুদ্রতার উপরে দৃষ্টি করিলে তাহাতেই আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে। বাহিরের ক্ষুদ্রতায় আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। যিনি ব্রহ্মকে দেখেন, তিনি ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়া সেই মহান্ ব্রহ্মেরই অভিপ্রায় দেখিয়া চলেন। "মহ ইত্যুপাশীত মহান্ ভবতি" যিনি মহান্ ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তিনি মহান্ হয়েন। আপনার দিকে দৃষ্টি করিলেই আমরা ক্ষুদ্র হইয়া পড়ি। কিন্তু যিনি মহতের উপাসনা করেন, তিনি মহান্ হয়েন। তাঁহার সহিত আর কাহারও বিবাদ থাকে না। তখন তিনি সেই "বিগত বিবাদের" উপাসনা করিয়া বিগতবিবাদ হয়েন। আমাদের প্রতি আত্মাতে যে জ্ঞান-দীপ আছে, তাহা ক্ষুদ্র প্রদীপের মত নিকটস্থিত বস্তুকে প্রকাশ করে। কিন্তু দাবানলের যে অগ্নি, তাহাতে "পর্ব্বতো বহ্নিমান।" ব্রহ্মাগ্নি সেই দাবানলের অগ্নির ন্যায়। সেই মহান্ ব্রহ্মাগ্নির জ্যোতিতে যদি আমাদের প্রতিজনের আত্মাকে প্রজ্বলিত করি, তবে সেই বহ্নিমান পর্ব্বতের ন্যায় এই বঙ্গদেশও শীঘ্রই ব্রহ্মবান্ হইয়া উঠিবে। ঈশ্বর আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

আমাদের ঋষিরা এই কথা বলেন যে, যে ব্যক্তি এখানে তাঁহাকে না জানিয়া বহু সহস্র বৎসর যাগ যজ্ঞ তপস্যা করে, তাহার সকলই অন্তবৎ হয়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে না জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়, সে কৃপাপাত্র, অতি দীন, সেই শূদ্র। আর যিনি তাঁহাকে জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনিই ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণদিগের, ঋষিদিগের এই উপদেশ। তোমরাও যদি সেই ব্রহ্মের উপাসনাতে কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হও, তবে দেখিবে যে, কালে তাঁহারই ইচ্ছাতে—এখন ১৮১৮ শক চলিতেছে—এই, ২০০০ শক যাইতে না যাইতেই বঙ্গদেশ ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইবে।"

—

অনন্তর ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকারা মহর্ষিকে প্রণাম ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। নিম্ন তলে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জন্মোৎসব উপলক্ষে পারিবারিক ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি উপাসনা শেষ করিয়া নিম্নোক্ত প্রার্থনাটী পাঠ করিলেন।

আজ আমরা যাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে পরম-পিতার সন্নিধানে পিতাপুত্র ভ্রাতা বন্ধু সকলে একত্রে সম্মিলিত হইয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছি—তিনি আমাদিগকে আজন্মকাল চক্ষে চক্ষে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; তাঁহার অনিমেষ মঙ্গল কামনা এবং অটল অধ্যক্ষতার প্রসাদে আমরা অসংখ্য বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া আসিতেছি; আমরা শত অপরাধী হইয়াও তাঁহার অমূল্য উপদেশে

এবং দৃষ্টান্তে পরমপিতা পরমাত্মার প্রতি মনঃসমাধান করিতে শিক্ষা পাইয়াছি—এবং এখনো শিক্ষা পাইতেছি। সংসার-সাগরের তুমুল-তরঙ্গে শত বার আমাদের গৃহ এবং আমাদের অন্তঃকরণ ক্ষুদ্র তরীর ন্যায় ইতস্ততঃ দোলায়মান হইয়াছে—শতবার তিনি আমাদের কাণ্ডারী হইয়া আমাদিগকে নিরাপদ কূলে উপনীত করিয়া দিয়াছেন। আমরা মোহাচ্ছন্ন অন্ধ জীবের ন্যায় শতবার তাঁহার মঙ্গল কামনার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি শতবার তিনি আমাদিগকে অপরাজিত চিত্তে মঙ্গলের পথে প্রত্যানয়ন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ঋণ কিছুতেই পরিশোধ করিতে সমর্থ হইব না। তাঁহাকে আমরা পরমাত্মার সাক্ষাৎ প্রতিনিধি জানিয়া তাঁহার জন্মোৎসবে আমরা সেই পরমপিতার নিকট কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি তাঁহাকে মর্ত্ত্য-জীবনের পূর্ণকাল পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে নিরাপদে অধিষ্ঠিত রাখুন—যেন পিতার মঙ্গল মূর্ত্তি অবলোকনে আমরা তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল প্রত্যক্ষবৎ হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

হে পরমাত্মন্! আমরা যেন পিতৃদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে এইরূপ অনেক বৎসর তোমার মঙ্গলছায়ায় সম্মিলিত হইয়া তোমার উপাসনা করিয়া আনন্দরসে নিমগ্ন হই তুমি আমাদের এই মনোগত প্রার্থনা পূর্ণ কর। তোমার ইচ্ছাই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র সোপান।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উপাসনান্তে মহর্ষি তথায় উপস্থিত হইয়া এই বলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ঈশ্বরের অজস্র প্রসাদবারি তোমাদের মস্তকের উপরে নিপতিত হউক; তাঁহার অমোঘ পালনীশক্তি তোমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করুক। তোমরা দীর্ঘজীবী হইয়া পরস্পর সাধু ও সদ্ভাবে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত ও লোকের হিতের নিমিত্ত সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাক। তোমাদের প্রতি এই আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ।

পরে পরিবারস্থ সকলে তাঁহাকে পুষ্পস্তবক ও মাল্য দিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিতে লাগিলেন। বিকশিত পদ্ম, মল্লিকা, যূথি প্রভৃতি স্তূপাকার সুগন্ধি পুষ্প তাঁহার চতুর্দ্দিকে শোভা বিস্তার করিল। পুত্র পৌত্রাদি বহু পরিবারে পরিবৃত হইয়া ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ সকলকে স্নেহাশীর্ব্বাদ করিতেছেন তৎকালে এই দৃশ্য অতীব মনোহর হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

১। রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতা।

সাধারণ মানবের স্বভাবই এই যে পুরাতন কোনো কিছুর বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখিলেই তাহারা অস্থিরতা প্রকাশ করে। ভাল কি মন্দ বিবেচনা না করিয়া অধিকাংশ লোকে পরিবর্ত্তনমাত্রকেই মন্দ বলিয়া ধরে। মন্দ কর্ম্মও যদি অভ্যাস হইয়া যায়, তাহাও চিরপরিচিতের ন্যায় হইয়া উঠে, এবং তখন তাহারও পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে তাহার মন্দফল-ভোগীরাই খড়গহস্ত হইয়া উঠে। রক্ষণশীলতা মনুষ্যের পক্ষে যদি নিয়ম না হইত, তাহা হইলে দেখিতাম যে, অল্প দিনেই মনুষ্যকুল ধ্বংসমুখে দাঁড়াইত; মানবের সমাজরক্ষণ এবং তৎসঙ্গে সামাজিক উন্নতি

হইতেই পারিত না। রক্ষণশীলতা জড়েরও এক স্বাভাবিক ধর্ম্ম; ইহা জীবদিগেরও জীবনরক্ষার এক প্রধান সহায়। ইহারই ফলে, যখন কেহ আমাকে সজোরে আঘাত করে, আঘাতকারীও তখন আমার নিকট হইতে ঠিক তত জোরে প্রতিঘাত পাইয়া থাকে, এবং এই রক্ষণশীলতার গুণেই আমাদের জীবনের প্রতি এত মায়া মমতা ও মৃত্যুর প্রতি এত গুরুতর ভয়।

আমরা দেখিতে পাই, যাহারা যত রক্ষণশীল, তাহারা তত সামাজিকতার বশীভূত। মনুষ্যেরা কি শরীর বিষয়ে, কি মানসিক ভাব সম্বন্ধে, কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে, সকল বিষয়েই রক্ষণশীল, তাই তাহারা বেশীমাত্রায় সামাজিক।

আর এক দিক দিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, অতিমাত্র সামাজিকতায় যথেষ্ট দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়। যে যত আত্ম-নির্ভরশীল সে তত সামাজিকতার অপেক্ষা রাখে না; সে নিজে যাহা কল্যাণজনক বুঝিতে পারে, তাহাই সম্পন্ন করিতে চেষ্টা পায়। এই বল থাকাতেই উপনিষদ্‌কার ঋষিরা প্রকৃতি-পূজার মধ্যে বাস করিয়াও ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকুচিত হয়েন নাই, এবং এই বল থাকাতেই মহামনা রামমোহন রায় সংসারের ভয়ে কুণ্ঠিত না হইয়া ভারতে পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন যুগের অবতারণা করিলেন।

মনুষ্য কেবল জড় পদার্থ নহে যে, সে রক্ষণশীল ও সামাজিক জীবমাত্র হইয়া স্থির থাকিবে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে আজ তাহাকে সভ্যতার শিখরে এতদূর আরোহণ করিতে দেখা যাইত না; পুষ্করিণীর বদ্ধ জলের ন্যায় সেই রক্ষণশীলতা অস্বাস্থ্যকর হইয়া ধ্বংসকারী হইত। মনুষ্য যেমন সামাজিক ও রক্ষণশীল জীব, তেমনি উন্নতিশীল মনুষ্যও বটে। কিন্তু সেই উন্নতির পথপ্রদর্শক হয়েন আত্ম-নির্ভরশীল, বলশালী এবং সামাজিকতার অনেক পরিমাণে অবশীভূত এক এক মাহাত্মা ব্যক্তি। চিরাগত প্রথার রক্ষণ-শীলতা যখন অতিমাত্র হইয়া উক্ত প্রথা-কেই বিকৃত করিয়া ফেলে, তখনই সেই বিকৃত প্রথার মধ্যে সু-টুকু রাখিয়া কু-টুকু দূরে নিক্ষেপ করিবার এবং নূতনতর উন্নতির বীজ বপন করিবার নিমিত্তই যেন এক এক মহাত্মা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। মহাত্মা ব্যক্তিগণ বিলাসিতায় মগ্ন থাকিয়া সহসা রাতারাতি বড় লোক হয়েন না; তাঁহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়, কঠোর তপস্যা অবলম্বন করিতে হয়। তাঁহাদিগকে অলস রক্ষণশীলদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট বিদ্রূপ অত্যাচার প্রভৃতি সহ্য করিতে হয়, কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অবিচলিতচিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হয়েন। পুরাকালের সাধকদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই সেদিন রামমোহন রায়কেও গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া কত অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। ইতিহাস অন্বেষণ করিলে মহাত্মা ব্যক্তি-দিগের উপর অত্যাচারের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

২। রাজা রামমোহন রায়।

আমরা রামমোহন রায়ের সময় পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, তিনি যে সময়ে প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের উপর প্রক্ষিপ্ত আবর্জ্জনারাশি দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার প্রতি ভীষণ অত্যাচার করা আশ্চর্য্য নহে। তখনও ইংরাজদিগের রাজত্ব ভা-

রতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তখনও অনেক বিষয়ে সসঙ্কোচে চলিতেছিলেন। দেশীয়দিগের উপর অনেক সাহায্যের প্রত্যাশা করিতেন *। তখন চারিদিকেই কুসংস্কারের রাজত্ব; কেবল দলাদলি ও গালাগালি। সেই সময়ে এখানকার কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা তাঁহারই এক অনুগত শিষ্য সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। "রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার একসীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্ম্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না; কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোলযাত্রার আবীর ও রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণবৈষ্ণবে দান, তীর্থ ভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটীও কথা বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্ম্মের কাষ্ঠাভাব ছিল, অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাক হবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয়কর্ম্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্য্যালয় হইতে অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছসংস্পর্শ-জনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যাপূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের যশ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন, তাঁহারা কার্য্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যাপূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন; তাহাতেই তাঁহাদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তখন সংবাদ পত্রের অভাব অনেক পূরণ করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশাকুশী হস্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ-বিদেশের ভালমন্দ সকল প্রকারই সংবাদ প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত দান করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিতেন এবং ধনী দাতাদিগের যশ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেহ বা প্রশংসালাভের আশ্বাসে, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূন্য ধনীদের উপরে তাঁহাদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্যবিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া, যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন অদ্যাপি গ্রামে

* Human sarrifices in India by John Poynder Esq. London, J. Hatchard and Son. 1827.

নগরে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞান ও অনুশীলনা থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন; কিন্তু তাঁহাদের আদিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতিদিন তিনবার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কি না সন্দেহ। বিষয়ী ধনীদের মধ্যে তো কোন প্রকারই বিদ্যার চর্চ্চা ছিল না। চলিত বাঙ্গালা ভাষারও ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক, কাহারো তাহার বর্ণশুদ্ধি জ্ঞান ছিল না। বিষয় কর্ম্মের উপযোগী পত্রলেখা ও অঙ্ককষা জানা থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পারসী পড়িতে ও ইংরাজী অক্ষর ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন, তাঁহারা বিদ্যার গরিমা আর মনে ধারণ করিতে পারিতেন না। তখনকার বাঙ্গলা পুস্তকের মধ্যে কেবল চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রসিদ্ধ—এ সকলই পদ্যের, গদ্যের গ্রন্থ তখন একখানিও ছিল না। বুলবুলি ও ঘুড়ির খেলা, কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, বীণ সেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবকদিগের আমোদ ছিল এবং তাঁহারা দোলের আবীরখেলার ন্যায় নন্দোৎসবে গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিয়া ফিরিতেন ও দেবকীপ্রসূতির প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তি পূর্ব্বক খাইতেন। তথাপি অনেক রক্ষা এই ছিল যে তখন পানদোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপ দেশের বিজাতীয় সভ্যতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই। তখন তাঁহারা বড় বড় পূজাতে ইংরাজদিগকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন বটে, কিন্তু আপনারা সেই আহারে তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিতেন না।" *

রামমোহন রায় যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য বুঝিবার লোক তখন অতি অল্পই ছিলেন। তাই তিনি বেদান্তসারের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে "তিনি সত্য ও সরলতার পথ অবলম্বন করাতে সকলের, এমন কি আত্মীয়-স্বজনেরও বিরাগভাজন হইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের কাছে তিনি নির্দ্দোষ।" ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য তিনি কত না কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ সকল আপন ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া অকাতরে বিতরণ করিতে হইয়াছিল। একবার তিনি বেদান্তসূত্র ছাপাইতে সংকল্প করিয়া এই কলিকাতাতে তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি এবং তাঁহার সহোদ্যোগী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সমস্ত কলিকাতা খুঁজিয়া বহু অন্বেষণের পর একটী ব্রাহ্মণের গৃহে একখানি বেদান্তদর্শনের পুঁথি দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণ পুঁথিটীকে নিত্য পূজা করিতেন, সুতরাং তিনি তাহা তাঁহাদের হস্তে কিছুদিনের জন্য রাখিতে পারিলেন না। অবশেষে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সেই স্থানে বসিয়াই সেই চন্দনচর্চ্চিত পুঁথিখানির অনুলিপি করিয়া আনিলেন এবং রামমোহন রায় তদ্দৃষ্টে বেদান্তসূত্র মুদ্রিত করিলেন। তাঁহাদের সেই প্রথম উদ্যোগের ফলে আজ আমরা

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৭ শক, শ্রাবণ।

এতদূর উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করিতে সক্ষম হইতেছি। কেবল ভারতের কথা বলি কেন? আজি পৃথিবীর সমুদায় সভ্য দেশে উপনিষৎ সুপ্রচারিত। যাঁহার কিঞ্চিৎ আত্মদর্শন-শক্তি জন্মিয়াছে, তিনিই বেদান্ত শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা ১৭৩৭ শকে রামমোহন রায় কর্ত্তৃক এই কলিকাতা নগরীতে প্রকৃষ্ট রূপে আরব্ধ হয়। খৃষ্টীয় ১৮১৬ অব্দে রামমোহন রায় বেদান্ত শাস্ত্রের সংক্ষেপ মর্ম্ম ইংরাজীতে প্রচার করিয়া ইউরোপীয়দিগের সমক্ষে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা স্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন রায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "প্রথমত ব্রাহ্মসমাজের কথা মনে হইলে এই দেশের প্রথম বন্ধু রাজা রামমোহন রায়কেই স্মরণ হয়। তাঁহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ ছিল, বুদ্ধিও তেমনি সারবান্ ছিল; শ্রদ্ধা ভক্তি হৃদয়ের ধনও তাঁহার সেই প্রকার ছিল। এখন প্রথমেই তাঁহার মুখশ্রী আমার চক্ষুর সমক্ষে আবির্ভূত হইতেছে। তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধাতে উজ্জ্বল মুখ, তাঁর সেই উদার ভাব, সমুদয় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁর শরীরের বল, মনের বীর্য্য, হৃদয়ের ভাব সকলি অনুরূপ। ধর্ম্মের উন্নতির জন্যই তিনি এখানে উদিত হন।"১ বস্তুতঃ রামমোহন রায় যে ধর্ম্মমীমাংসার সূত্রপাত করেন, সেই সূত্রেই আজি জর্ম্মণ পণ্ডিত জগন্মান্য মোক্ষমূলর ধর্ম্ম-বিজ্ঞান বিনির্ণয় করিলেন, এবং সেই মূলেই সুদূর আমেরিকায় বিশ্বজনীন ধর্ম্ম মণ্ডল স্থাপনের চেষ্টা হইল।

১ পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৭ অগ্রহায়ণ।

এই ধর্ম্মসমন্বয় বা বিশ্বজনীন ধর্ম্মমণ্ডল স্থাপন পক্ষে অন্যান্য দেশে যে সকল চেষ্টা হইতেছে, তাহা এখনো ভাসা ভাসা চলিতেছে। কিন্তু রামমোহন রায়ের যে মূল চেষ্টা তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতে ব্রাহ্মসমাজ তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।

রামমোহন রায় নানা বিঘ্নবিপত্তির মধ্যেও বিশিষ্ট সাধনা দ্বারা ১৭৫১ শকে (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে) ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। পর বৎসর তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তথায় তাঁহার দেহাবসান হয়।

৩। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

তদবধি ব্রাহ্মসমাজের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুর মাসিক ৮০ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। ৺ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রতি নিয়মিত দিবসে "যথার্থ ধর্ম্মভাবে ব্রাহ্মসমাজে আসিতেন। তিনি রামমোহন রায়ের পরে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কেবল একমাত্র স্বকীয় যত্নে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঝড়ই হউক, বৃষ্টিই হউক, তিনি বুধবারে সমাজে থাকিবেনই।"২ তৎসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার ভ্রাতা প্রতি নিয়মিত দিবসে সঙ্গীত করিতেন। তাঁহাদের যত্ন না থাকিলে আজ ব্রাহ্মসমাজের মুখ দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের এতদূর অনুরাগ ছিল যে তিনি নিতান্ত দরিদ্র হইয়াও মৃত্যুকালে ব্রাহ্মসমাজকে ৫০০ টাকা দান করিয়া যান। আজও সেই টাকা আদি ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী মূলধনের একাংশরূপে থাকিয়া তাঁহার হৃদয়ের উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে।

২ পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৭ অগ্রহায়ণ।

ভারতের আদর্শ। *

রাজ্যশাসনে প্রজার কতটুকু ন্যায্য অধিকার, তাহা লইয়া গত শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে সভ্য প্রতীচ্য জগতে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। এক সময় ছিল রাজাদেশ প্রজাসাধারণকর্ত্তৃক নতমস্তকে অম্লানবদনে পরিপালিত হইত; কেহ তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতে সাহসী হইত না। রাজাজ্ঞা যেরূপই হউক না কেন পালন করা প্রজার কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু সেদিনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। "ব্যক্তিগত ন্যায্য অধিকার" সভ্য জগতের রাজ্যশাসনবিজ্ঞানের একটি নূতন পরিভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যক্তিগত অধিকার সাম্য ও স্বাধীনতার নিশান লইয়া আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্য, ইংলণ্ডের রাজবিধি—অন্যায় করস্থাপনের ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া—মাতৃভূমির সহিত সকল সম্বন্ধ তিরোহিত করিয়া দিয়া প্রজাতন্ত্র রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত করিল—আপনারাই সমষ্টিভাবে আপনাদের দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিল। যখন আবার "এই ব্যক্তিগত অধিকারের" মূলমন্ত্র সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া ফ্রান্সদেশে নিনাদিত হইল, সমস্ত ফ্রান্সদেশ আকুল হইয়া উঠিল, কালব্যাপী অশান্তির পরে ফ্রান্সদেশে প্রজাতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ব্যক্তিগত অধিকারের মন্ত্রবীর্য্য ইংলণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কমন্‌স মহাসভার ও প্রজাগণের মতামতের বলকে ক্রমিকই প্রবর্দ্ধিত করিতেছে। এবং রুষরাজ্যে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছাচারের কঠিন বন্ধনকে শ্লথ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে ও রুষ সম্রাটের অন্তরে কেবলই বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছে। যেখানে সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি, সেই খানেই প্রজাগণের ব্যক্তিগত অধিকার লইয়া আন্দোলন।

ভারতে এই আন্দোলনের তরঙ্গ আসিয়া যে আদৌ স্পর্শ করে নাই এমন নহে। এদেশীয়েরাও রাজ্যশাসনে অধিকতর অধিকার পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে এখানে চারিদিকে আন্দোলন। নূতন ভাবের আবেশ পুরাতনের গাত্রে পড়িয়া চারিদিক বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। উভয়ের সংমিশ্রণে কি ভাবে ও কতদিনে যে জাতীয় চরিত্র রীতি নীতি সংগঠিত হইয়া একটি নূতন পরিস্ফুট আকার ধারণ করিবে তাহা আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু এই সময়ে ভবিষ্যৎদৃষ্টি প্রখর না রাখিলে নিজ নিজ যোগ্যতা ও দুর্ব্বলতার দিকে না চাহিলে এবং বিশেষ সতর্কভাবে না চলিলে হয়ত ভারত উন্নতি হইতে রসাতলের দিকে এতই অগ্রসর হইয়া পড়িবে যে তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

সুসভ্য দেশের মনুষ্যেরা ব্যক্তিগত অধিকার সাম্য ও স্বাধীনতা এই সকলকে উন্নত লক্ষ্য স্থির করিয়া ছুটিতেছে। কিন্তু ভারত কোন মহান্ লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবিত হইলে সমস্ত জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিবে? কিসে ভারতের মহত্ত্ব ভারতের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে? ইহাই আমাদের চিন্তার বিষয়। গ্রেট ব্রিটেন যাহার সহিত ভারতের অদৃষ্ট বর্ত্তমানে একসূত্রে গ্রথিত, দেখ তাহা সুখ

* থিওসফী সম্প্রদায়ের অন্যতম নেত্রী এনি বেসান্টের The place of politics in the life of a nation নামক বক্তৃতার সারাংশ।

সৌভাগ্যে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ব্রিটেনের দুইটী সবল সন্তান আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্য ও অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশও তীব্র গতিতে ঐশ্বর্য্যের চরম সীমার অভিমুখে উঠিতেছে। শতাধিক বৎসর ধরিয়া ইংরাজি ভাব ও ইংরাজি শিক্ষা ভারতে প্রবেশ করিয়া এদেশীয় চিন্তাস্রোতকে বিভিন্নমুখে পরিচালিত করিবার উপক্রম করিয়াছে, ও জাতীয় নবজীবনের সূত্রপাত করিয়াছে। এখন কি ভারত ইংলণ্ড আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে অগ্রসর হইবে না ভারতের স্থিরভাবে চিন্তা করিবার বিষয় আর কিছু আছে।

জ্ঞানবিজ্ঞানজননী বীরপ্রসবিনী ইংলণ্ডের ভিতরে চাহিয়া দেখ, দেখিবে অত্যুচ্চ সম্পদ হীনতম দরিদ্রতা জন-সাধারণকে দুইভাগে বিছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। লণ্ডনে যাও সেখানে সৌভাগ্যের যে পরিচয় পাইবে তাহা পৃথিবীতে নাই। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ কর সেখানে দারিদ্রকষ্টের যে ভীষণ ছবি অঙ্কিত দেখিবে, জগতের অন্য কোন স্থানে তাহার তুলনা মিলিবে না। উন্নততম সম্পদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভীষণতম দারিদ্রদুঃখ ভ্রূকুটী করিতেছে। অনাহারক্লিষ্ট রোরুদ্যমান স্ত্রী পুত্রকন্যা অপোগণ্ড শিশু গৃহস্বামীকে ব্যাকুল ও ধনীগণের প্রতি ঈর্ষান্বিত করিয়া তুলিতেছে। দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য স্থানবিশেষের দরিদ্রমণ্ডলীর অভ্যুত্থান ও পুলিসের সহিত তাহাদের ঘোরতর সংগ্রামের বিষয় সংবাদপত্রের স্তম্ভে মধ্যে মধ্যে যে দেখিতে পাও, ইহাই তাহার অন্যতম কারণ।

ইংলণ্ড ছাড়িয়া আমেরিকায় চল, সেখানে কি দেখিবে। অর্থের জন্য সকলেই উন্মত্ত। মানসম্ভ্রম প্রতিপত্তি সকলই অর্থানুগ। আজ যিনি কুলির কার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন হয়ত বিংশতিবর্ষ পরে অর্থবলে তিনি দেশের মুখপাত্র হইয়া দাঁড়াইলেন; যিনি লর্ড ছিলেন তাঁহাকে দরিদ্র দেখিয়া আজ তাঁহার সহিত আলাপ করিতেও তিনি সঙ্কুচিত। জ্ঞান বিজ্ঞানের কুলাগত ভদ্রতা ও নম্রতার তত আদর নাই, যত আদর অর্থের। যিনি লক্ষপতি হয়ত তিনি অর্থ ব্যয়ের সন্ধান না পাইয়া নিজ সন্তানের জন্য স্বর্ণের দোলক প্রস্তুত করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার দ্বারে ভিক্ষুকেরা মুষ্টি ভিক্ষার অভাবে বক্ষে করাঘাত করিতেছে; তাহার প্রতি তিনি বধির। যতই দিন যাইতেছে ততই অর্থসংগ্রাম আমেরিকায় বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার শেষ ফলে রাজ্যময় আভ্যন্তরীণ বিবাদ কলহ উপস্থিত হইয়া যে আমেরিকার সর্ব্বনাশ ঘটাইবে, তাহা এক প্রকার ধ্রুবনিশ্চিত। অর্থ যে দেশের চরম লক্ষ্য, সে দেশের নৈতিক জীবন আর কতদিন পবিত্র থাকিতে পারে! সেখানকার সভ্যতা আর কতদিন নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় তিষ্ঠিয়া থাকে!

আমেরিকা ছাড়িয়া অষ্ট্রেলিয়ায় চল। সেখানে যদিও স্বচ্ছলতা এখনও বিরাজমান তথাপি অর্থ ও আমোদের জন্য সকলেই লালায়িত। জুয়াখেলা ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা চারিদিকে চলিতেছে। জ্ঞানী ও বৃদ্ধের প্রতি সম্মানের অভাব, ধর্ম্মের অভাব, দায়িত্ববোধের অভাব, অন্যদিকে সুরাপান দ্যূতক্রীড়া ও বৃথা আমোদ পরায়ণতা যুবকদিগের লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। অধুনাতন সভ্যতার চিরসহচর কৃত্রিম অভাবের আবিষ্কার ও তাহার মোচনের ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় দারিদ্রের পথ ক্রমিকই প্রমুক্ত করিয়া

দিতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি এ সকল কি দেশের সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য অনুসূচিত করিয়া দেয়?

জনসমাজ দুইটি লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবিত হইতে পারে। এক অর্থ ও তাহার সাহায্যে ঐহিক ভোগ বিলাস বৃদ্ধি; আর এক জ্ঞান বুদ্ধি ও অন্তর্নিহিত উন্নতভাব সমূহের বিকাশ সাধন। ভারতবর্ষ ইহার কোন্‌টি লইবে? একদিকে নশ্বর সুখের পরিণতি আর একদিকে স্থায়ী আধ্যাত্মিক উন্নতি। ভারত এই দুইটির মধ্যে দাঁড়াইয়া একবার বিজাতীয় সভ্যতা সুখ ঐশ্বর্য্য বেশবিন্যাস আমোদ প্রমোদ বিলাস বৈভবের দিকে টলিতেছে, পরক্ষণেই কালক্রমাগত প্রবল সংস্কারের আকর্ষণে অজ্ঞাতসারে আকৃষ্ট হইয়া আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরিতেছে, ও বলিতেছে বৈরাগ্য আমার অঙ্গের ভূষণ, নশ্বর সুখ আমার জন্য নহে,আমি সেই পুরাকালের উদাসী।

মনুষ্য যত দিন নশ্বর সুখের পশ্চাতে ধাবিত হইবে, শান্তি পাইবে না। একটি ইচ্ছা পূর্ণ হইল, কোথা হইতে আর একটি কামনা জাগিয়া উঠিয়া পূর্ণ হইবার উপায় অনুসন্ধান করিবে, তোমাকে স্থির হইতে দিবে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক আনন্দে তোমার অন্তর্দ্দেশ পূর্ণ হইলে আর কেহই তাহা হইতে তোমাকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। এই আনন্দ যতই অন্যের সহিত বিভাগ করিয়া উপভোগ করিবে ততই তোমার অন্তরে স্বর্গীয় শান্তির সঞ্চার হইবে। নশ্বর সুখ তোমার আদর্শ হইলে বিবাদ বিসম্বাদ দারিদ্র নিরানন্দ অশান্তি এবং পরিশেষে মৃত্যু আসিয়া তোমাকে অধিকার করিবে; কিন্তু শাশ্বত সুখের প্রার্থী হইলে অপার শান্তি অদম্য বল বিমল আনন্দ তোমার অন্তরে আবির্ভূত হইবে এবং তুমি অবিনশ্বর জীবন লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবে। এক সময় চলিয়া গিয়াছে, যখন মানমর্য্যাদা অর্থ বৈভব ভারতের চরম আদর্শ ছিল না, আত্মদর্শী ব্রাহ্মণের নিকট রাজার বলদর্প খর্ব্ব হইত, চীরপরিধান যোগীর ধূলিধূসর চরণে রাজন্যবর্গের হীরক-খচিত সুবর্ণ কিরীট অবনত হইত। সেই এক সময় যাহার জন্য সমগ্র জগতের ইতিহাসে ভারতের এত গৌরব!

পাশ্চাত্যভূমি বর্ত্তমানে ভারতের শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিতেছে, কীট নিষ্কুশিত পুঁথি উদঘাটিত করিয়া ভারতের কাব্য সাহিত্য বেদান্ত ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেছে এবং ভারতীয় সিদ্ধান্তের এত পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইংলণ্ড তোমাদের দেহকে পরাভব করিয়াছে সত্য বটে কিন্তু তাহাতে কি? তোমাদের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সমগ্র ইউরোপীয় অন্তর্জগতকে পরাজয় করিতেছে। তরবারির সাধ্য নাই এতদূর বিজয় দান করিতে পারে।*

আজ আবার আমি তোমাদের সেই পুরাতন ভারতের বৈরাগ্য ও প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া দিতে আসিয়াছি। তোমাদের জ্ঞানের অভাব নাই, শক্তির অভাব নাই বাগ্মিতার অভাব নাই; কিন্তু এ সকল শক্তি কি নশ্বর প্রতিপত্তির লাভের জন্য পর্য্যবসিত হইবে। আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য তাহার বিন্দুমাত্রও কি ব্যয় হইবে না? তোমাদের দেশের সকল প্রতিভা কি আইন সিভিল সার্ব্বিশ ডাক্তারি রাজনীতি লইয়া ব্যস্ত থাকিবে,

* Though the west has conquered your bodies,your thoughts are conquering its mind. That is a mightier triumph—a greater conquest than a sword can give. Page 24.

ইহার দিকে কেহই আসিবে না? আমি ভারতের জন্য—ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অসামান্য প্রতিভা সম্পন্ন কয়েকটি সন্তান চাই, যাঁহারা জীবন পর্য্যন্তও সমর্পণ করিয়া ভারতের পূর্ব্ব গৌরব জাগাইয়া তুলিতে পারেন। নশ্বর সুখের পশ্চাতে লাগিয়া থাকিলে চলিবে না, সে লক্ষ্য সে আদর্শ তোমাদের নহে। তীক্ষ্ণতেজা যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা এখনও নশ্বর সুখের পশ্চাতে ধাবিত হয়েন নাই, তাঁহারা সিভিল সার্ব্বিশও জজীয়তী প্রভৃতির আশা পরিত্যাগ করিয়া এইদিকে আসিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুন। তোমাদের দেশে রাজনীতি লইয়া আন্দোলন করিবার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু সকল প্রতিভা সেই দিকে যাইলে চলিবে না। কালক্রমে রাজ্য ও রাজনীতি ধ্বংস পাইবে কিন্তু কোন কালে আধ্যাত্মিক উন্নতির বিনাশ নাই। যদি সুদূর অতীতে তোমাদের সমুজ্জ্বল রাজ্য শাসনশৃঙ্খলার ব্যবস্থা থাকিত,তাহা হইলে আজকাল কেহই তোমাদিগকে গণনার ভিতরে আনিত না। যাহার জন্য তোমাদের এত গৌরব, ভবিষ্যতকে অতীতের সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর, তবে তোমাদের মুখ উজ্জ্বল হইবে। তোমরা তোমাদের পূর্ব্ব পিতৃপিতামহ হইতে যে ধন পাইয়াছ তাহাকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া তোমাদের সন্তান সন্ততির জন্য রাখিয়া যাও।

পৃথিবীতে সমুন্নত রাজ্যশাসনসম্পন্ন দেশের অভাব নাই, ঐশ্বর্য্যশালী দেশের অল্পতা নাই, অত্যুন্নত সভ্যতাসম্পন্ন রাজ্যেরও সীমা নাই। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে যদি কোন দেশ থাকে যেখানকার লোকেরা নশ্বর সুখ তুচ্ছ করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের জন্য লালায়িত,যেখানকার সমাজপদ্ধতি জাতিভেদ আহার বিহার বেশবিন্যাস ক্রিয়াকলাপ ও সর্ব্ববিধ ব্যাপার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের উপরে সংস্থাপিত, তবে তাহা তোমাদের এই ভারতবর্ষ। তোমরাই মানব জাতির আশা ভরসা। তোমরা যদি তোমাদের উন্নত অধিকার তোমাদের দায়ীত্ব তোমাদের পিতৃপিতামহগণের অতুল্য কীর্ত্তি বিস্মৃত হইয়া ঐহিক সুখ সৌন্দর্য্য মান মর্য্যাদার পশ্চাতে ধাবিত হও, তবে আর জগতের আশা কোথা! তোমাদের বিনাশে সমগ্র মানব-জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি সমাধি লাভ করিবে, পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্যে সমস্ত জগত পরিপূরিত হইবে, উদ্ধারের আর কোন উপায় থাকিবে না।*

সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জীবনচরিত প্রাপ্ত হইলাম। ইঁহার প্রণীত আরো খানদুই বৈষ্ণব-চরিত ইতি পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছি। সকল-গুলিরই ভাব ও ভাষা হৃদয়গ্রাহী। কিরূপ প্রণালীতে এবং কিরূপ ভাষায় ইতিহাস লিখিতে হয়, নব্য বঙ্গীয় ইতিহাস লেখকগণ গ্রন্থকারের নিকটে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারেন। অধুনাতন বঙ্গীয় লেখকগণ এটা একবারও ভাবেন না যে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাহার সত্যাসত্য

*But if you the last hope of the spiritual life of men, if you give every thing to matter, then in your apostacy the world is betrayed and in your spiritual death humanity shall find its grave. p. 26.

বিধিমতে নির্ণয় করা আবশ্যক। অনেক নব্য ইতিহাস-লেখক মূল বৃত্তান্ত-গুলি মূল-প্রদেশ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কোনো কষ্ট স্বীকার না করিয়া যথা তথা হইতে যাহা তাহা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে সত্যের পদবীতে আরোহণ করাইবার চেষ্টা পা'ন (বৃথা চেষ্টা তাহাতে আর সন্দেহ নাই!) এবং সুযোগ পাইলে আপনার কল্পনা-সম্ভূত কতক-গুলি নিতান্ত কাঁচা কথা খুব পাকা ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া চালাইয়া দিতেও সঙ্কুচিত হ'ন না—এ বোধ নাই যে, অন্যের চক্ষে ধূলি-মুষ্টি নিক্ষেপ করিলে নিক্ষিপ্ত ধূলি-রাশি বায়ুর প্রতিঘাতে আপনার চক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করে। নব্য বঙ্গীয় ইতিহাস-লেখকদিগের ভাষাও তদ্বৎ! প্রকৃত বঙ্গভাষায় কোন্ বিষয় কি প্রণালীতে লিখিতে হয় তাহা তাঁহারা জানেন না বলিলেই হয়। অঘোর বাবুর প্রণীত জীবন চরিত-গুলি আর এক শ্রেণীর গ্রন্থ। এ গ্রন্থ-গুলির ভাব এবং ভাষা যেমন পরস্পরের উপযোগী এবং ভাব ও ভাষা উভয়ই যেমন লিখিত বিবরণের উপযোগী—বঙ্গীয় ঐতিহাসিক সাহিত্য-রাজ্যে সেরূপ সৌসামঞ্জস্য (অর্থাৎ সঙ্গীত বিদ্যায় যাহাকে বলে তালমান-লয়-সঙ্গত প্রয়োগ-নৈপুণ্য) অতীব বিরল। গ্রন্থকারের ভাষা সরল প্রাঞ্জল এবং যাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না—বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধতার সঙ্গে সহজ মনোহারিতা এবং ভাবের গাম্ভীর্য্য মিলিত হইয়া ভাষার শ্রী আরো সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। ইতিহাস বা জীবন-চরিত লিখিতে হইলে এইরূপ ভাষায় এবং এইরূপ প্রণালীতেই লেখা উচিত। গ্রন্থকারের আর একটি মহদ্গুণ এই যে, তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্মনিহিত নিগূঢ় ভাব-গুলি এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদিম বৃত্তান্ত গুলি রীতিমত যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে আলোকে টানিয়া বাহির করিয়াছেন;—প্রথমে তিনি তাঁহার অন্বেষ্য বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ-গুলি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন—তাহার পরে সমস্ত-গুলি খুব বিচক্ষণতার সহিত তোলা-পাড়া করিয়া—যে যে বিষয়ের যথোচিত প্রমাণ পাইয়াছেন সেই সেই বিষয়ের অনুমোদন করিয়াছেন; তদ্ভিন্ন তিনি কোনো অপ্রামাণিক, অসম্বদ্ধ অথবা স্বকপোল-কল্পিত বিষয় আপন গ্রন্থে ঘৃণাক্ষরেও আমল দে'ন নাই। ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, গ্রন্থকারের লিখিত মহাপুরুষদিগের জীবন-বৃত্তান্ত-পাঠে পাষাণ-হৃদয়ও ভক্তি-রসে বিগলিত হয়; কিন্তু সেই সঙ্গে "জ্ঞান পরিতৃপ্ত হয় বলিতে পারিতেছি না বলিয়া আমাদের আক্ষেপও হয়। লৌকিক ব্যবহার-ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, ভক্তি জ্ঞান-দ্বারা নিয়মিত না হইলে—ভক্তের পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না;—রাজ-ভক্ত পাষণ্ড রাজাকেও ঈশ্বর-তুল্য জ্ঞান করে—আমোদ-ভক্ত আমোদকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে—টাকা-ভক্ত লোহার সিন্দুককে মোক্ষধাম মনে করে। পারমার্থিক অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে যদি ভক্তিকে জ্ঞান হইতে বিযুক্ত করিয়া একাকী অসহায় ফেলিয়া রাখা যায়—তবে তাহার দুর্গতির আর সীমা থাকে না। ভগবদ্ভক্তিকে জ্ঞান-হইতে বিযুক্ত করিলে তাহার যেরূপ হিতে-বিপরীত ফল হয়—গৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম তাহার একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত-স্থল।

প্রথম;—যিনি বরেণ্য ভগবান্—পরি-

পূর্ণ পরমাত্মা তাঁহাকে মনুষ্যাবতারে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। জ্ঞান বলে "চৈতন্য মনুষ্য—তিনি ঈশ্বরাবতার হইতে পারেন না;" ভক্তি বলে "আমার ইনিই পরব্রহ্ম!" এইরূপ, জ্ঞান এবং ভক্তিতে বিবাদ লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয়; প্রেমের সোপান-পদ্ধতি উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞান বলে যে, অগ্রে দাম্পত্য-প্রেম—পরে সন্তান-বাৎসল্য—পরে বন্ধুত্ব—পরে উচ্চের প্রতি ভক্তি—পরে সমস্ত জগতের প্রতি এবং জগতের মূল-স্থিত পরমাত্মার প্রতি প্রেম—এইরূপ পদ্ধতি ক্রমে প্রেমের উত্তরোত্তর বিশুদ্ধতা এবং উন্নতি সাধিত হয়। ইহার বিপরীতে বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে—অগ্রে শান্ত-রস, পরে দাস্য রস, পরে সখ্য রস, পরে বাৎসল্য রস, সর্ব্বশেষে মধুর রস। কিন্তু জ্ঞানে আমরা কি দেখি? দেখি যে, শান্ত-রস মনুষ্যের একটি বিশেষ ধর্ম্ম, পশু পক্ষীরা সে রসে একেবারেই বঞ্চিত; আত্মার অটল প্রশান্তি এবং তজ্জনিত গভীর আনন্দ—এ যে একটি ব্যাপার ইহাতে কেবল মনুষ্যেরই অধিকার। মধুর রস এবং বাৎসল্য রসের আভাস পশু-পক্ষী মাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়; সখ্য-রসের আভাস উচ্চতর শ্রেণীর পশু পক্ষীদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; দাস্য-রসের আভাস আরো উচ্চ শ্রেণীর পশুদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; শান্ত-রসের আভাস কোনো পশু বা পক্ষীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য জ্ঞানের সত্য মানিতে হইল—অগ্রে মধুর রস—পরে বাৎসল্য রস—পরে সখ্য—পরে দাস্য, চরমে শান্ত রস—এইরূপ উত্তরোত্তর ক্রমই স্বীকার্য্য। গৌরাঙ্গের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম জ্ঞানের হালি ছাড়িয়া দেওয়াতেই রসের একটানা স্রোতে ক্রমাগতই নিম্নাভিমুখে ভাঁটাইয়া চলিয়াছে।

তৃতীয়; নামের একটা স্বতন্ত্র অলৌকিক গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে; যথা চৈতন্য মহাপ্রভু যখন হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যবনদিগের গতি কি হইবে?" তখন

> হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা না করিহ।
> যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ॥
> যবন সকলের মুক্তি হ'বে অনায়াসে।
> হা রাম হা রাম বলি কহে নামাভাসে॥

অর্থাৎ মুসলমানী ভাষায় হারাম শব্দের অর্থ যাহাই হউক্ না কেন, হারাম = হা + রাম; অতএব রাম-নাম উচ্চারণের বলে মুসলমানদিগের মুক্তি অনিবার্য্য!

প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের দেশে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিয়ৎ পূর্ব্বে শুষ্ক জ্ঞানের যেমন আত্যন্তিক বাড়াবাড়ি হইয়াছিল—তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে তেমনি রসাত্মক ভাবের অতিমাত্র প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনাবৃষ্টির পর-বৎসরে অতিবৃষ্টি! দোলকের এক অত্যন্ত-হইতে আর এক অত্যন্ত! ইহা বিধেয় নহে;—জ্ঞান দিয়া ভক্তির চক্ষু ফুটানো আবশ্যক, ভক্তি দিয়া জ্ঞানের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এক্ষণকার কালে, ভক্তি এবং জ্ঞান দুইকে দুই মুড়া হইতে মধ্যস্থানে ফিরাইয়া আনিয়া প্রেম-বন্ধনে বাঁধিয়া একীভূত করিবার সময় হইয়াছে;—তাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অরুণ জ্যোতি উদয়াচলে দেখা দিয়াছে।

নববিধান কি? ৺ কৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত। কৃষ্ণবিহারী বাবুর পরলোক প্রাপ্তির পরে তাঁহার সুশীল ও ভক্তিমান্ পুত্র শ্রীমান্ কুমুদবিহারী সেন এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহার গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করা অত্যন্ত অসম্ভব। তাঁহার এই গ্রন্থ আমাদিগের

শোক জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। মোটের উপর এই বলিতে পারি যে 'নববিধান শব্দ' খৃষ্টীয় "New Dispensation" শব্দের অনুবাদ ;—তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে খাটে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের সনাতন বিধান। প্রতি আচার্য্যকৃত ধর্ম্ম-ব্যাখ্যানে যদি ঈশ্বরের নূতন বিধান ব্যক্ত হইত—আজিকার বিধান যদি কাল উল্টিয়া যাইত, কালিকার বিধান পরশ্ব উল্টিয়া যাইত—তবে ধর্ম্মনিয়মের প্রতি মনুষ্যের আস্থা অবিচলিত থাকিতে পারিত না। আজিকের ব্যাখ্যাত সত্যধর্ম্ম যদি নববিধান হইল, তবে পর দিনের প্রকাশিত সত্যধর্ম্মের কোনো নূতন ব্যাখ্যান নবতর বিধান; তৎপরবর্ত্তী কোনো নূতনতর ব্যাখ্যান আরো নবতর বিধান, এইরূপ ক্রমাগতই হইতে চলিবে। কাজেই, এখনকার এ নববিধান তখন পুরাতন বিধান হইবে। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে 'নববিধান' নামের বিশেষ কোনো সার্থকতা নাই। খৃষ্টভক্তেরা বিশ্বাস করেন যে খৃষ্টের পরে আর কোনো ঈশ্বরপ্রেরিত সত্যধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের আবির্ভাব হইতে পারে না, এই জন্য তাঁহাদের ধর্ম্মকে তাঁহারা নববিধান নামে সংজ্ঞিত করিতে পারেন। এক্ষণকার কোনো সম্প্রদায় বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে সেরূপ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরপ্রেরিত নববিধানের প্রবর্ত্তক বলিয়া দাঁড় করাইলে, কৃতবিদ্য ভক্ত-সমাজ কখনই সে কথায় সায় দিতে পারিবেন না। গ্রন্থের মধ্যে যিশু খৃষ্টের সম্বন্ধে অনেক স্থলে যে ভাবের কথা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সংগত বোধ হয় না। রচনা ও ভাষা সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না—তবে পড়িলেই বোধ হয় যে গ্রন্থকার শেষাংশ পুনর্লিখিত করিতে অবসর পান নাই। কতকগুলি ঐতিহাসিক অংশ আমাদিগের সুন্দর লাগিয়াছে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৭, বৈশাখ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৪৫১৸৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৩১২১॥৵৩
সমষ্টি	৩৫৭৩৷৷ ৯
ব্যয় ...	৪৩১ ৶০
স্থিত ...	৩১৪২।৶৯

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন চারকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ...	৩০০০৲
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ...	১৩৫।৶৯
	৩১৪২।৶৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২২৯।৶৬

নববর্ষের দান।

প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের পারিবারিক দান	৩২৲
শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ সরকার এণ্ড কোম্পানি	১৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১৪০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ পাইন	৮৲

এককালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	৩৪।৶৬

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
" " গোপালচন্দ্র মজুমদার	২৲
	২২৯।৶৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১০॥০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা	১৲
" " যদুলাল মল্লিক, ঐ	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীগোপাল মল্লিক, ঐ	২৲
" " গোকুলকৃষ্ণ সিংহ, হুগলী	৩।৶০
" সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, ত্রিপুরা	১৶০
	১০॥০
পুস্তকালয়	১০৸৶০
যন্ত্রালয়	১৯৮৲
গচ্ছিত	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	২৲
সমষ্টি	৫৫১৸৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৭৯৸৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৮॥৵০
পুস্তকালয় ...	১৮॥৶৬
যন্ত্রালয় ..	২০৩৸৯
সমষ্টি	৪৩১৵০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় সোমবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর চতুশ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক। মহাশয়েরা যথা সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।
দ্বিতীয় ভাগ।
শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭।

৬৭৬ সংখ্যা ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

জ্যোতিষ্টোম।

জ্বল জ্বল, মহাবহ্নি, আমি করি হোম!
সংকল্প অন্তরাল,
কর্ম্মসাক্ষী—মহাকাল,
বেদিকা—এ অপরিধি-মণ্ডল ব্যোম!
এক ফুৎকারে তাঁ'র
জ্বলিতেছ অনিবার—
আরম্ভ-প্রতিষ্ঠা-হীন মহাজ্যোতিষ্টোম!
কোটি ভাস্কর-ফুর্ত্তি,
রমণীর স্বাহা-মূর্ত্তি,
সে দীপ্ত সৌন্দর্য্য-কুণ্ডে জ্বলন্ত অঙ্গার;
মঙ্গল, শশধর,
শুক্র, শনৈশ্চর,
সপ্ত-ঋষি, বৃহস্পতি—বিস্ফুলিঙ্গ তা'র!
অন্তরিন্ধন-ফোটে,
মুহুর্মুহুঃ তাহে ওঠে
জ্বালাগর্ভ -মেঘমন্দ্রে মহানাদ—ওঁম্;
ভৈরব ঘোষে তা'র
জ্যোতি সিন্ধু তোলপাড়,
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাহে দোলে হৃষ্টরোম!
সে ধ্বনি উদ্দেশি,
প্রমত্ত কবি ঋষি
বিসদৃশ শত-কণ্ঠে ছুটিছে গাহিয়া,—
ললিত অনুষ্টুপ্—
দ্রব অশ্রু টুপ টুপ,
জগতী বৃহতী ছন্দে সৃষ্টি চমকিয়া!
সরে' যায় যবনিকা—
শাশ্বত হোমশিখা
ধাবমান মনীষীরে গ্রাসে উভরায়;
লেহনে লেহনে তা'র
গলিয়া, মানব ছার
জ্যোতির্ধারা হ'য়ে ঝরে মহামহিমায়!
অশ্রুময়-কলতানে,
আহ্বানে মোর প্রাণে
যুগযুগান্তের ওই ভূমাভিযান;
নিঃশেষ হবে না হিয়া—
পাপ-ভস্ম উড়াইয়া
কেন মিছে আঁধারিব নিরঞ্জন ধাম?
জানিনা কপাল ফল,
আছে তবু কুতূহল—
এস যজ্ঞে বিশ্বদেব, এস অগ্নীষোম!
সৌন্দর্য্য-গায়ত্রী-মন্ত্র
মথিছে হৃদয়-যন্ত্র,
জ্বল জ্বল, জ্যোতীরূপ, আমি করি হোম!

মিত্রতা।

মিত্র, সুহৃদ, সখা, বন্ধু আদি শব্দ একার্থবোধক। মিত্র শব্দ মায়য়তি জানাতি সর্ব্বং মিত্রং, মী কি গত্যানাম্নীতি মিত্রঃ মিত্রমজহল্লিঙ্গং। নিপাতাত্তস্য দ্বিত্বে দ্বিতকারঞ্চ” মিত্রশব্দ এইরূপে ব্যাকরণ নিষ্পন্ন। অথবা ঞিমিদাস্নেহনে মিৎ ধাতুতে ঔনাদিক্ “ক্ত” প্রত্যয় করিলে মিত্র পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ “মেদ্যতি স্নিহ্যতি স মিত্রঃ।” ফল কথা যিনি সমস্ত বিষয় অবগত আছেন অথবা যিনি সকলকে স্নেহ করেন এবং যিনি সকলের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন সেই পরম পুরুষকেই মিত্র বলা যায়। এই জন্য মানবের পরম মিত্র বলিতে গেলেই সেই এক মাত্র অনাদি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, দয়ালু অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকেই বুঝাইয়া থাকে। বেদশাস্ত্রে লিখিত আছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ইত্যাদি।

দুই পক্ষী জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর মিত্র ভাবে প্রাকৃত শরীররূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছেন। তন্মধ্যে একটী সংসারে পাপপুণ্যরূপ ফল ভোগ করিতেছেন ও আর একটী তৎসাক্ষীরূপে অবস্থান করিতেছেন। পরমাত্মাই যে জীবদিগের একমাত্র বন্ধু ও সুহৃদ তাহা বেদ ও উপনিষদে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটী প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শন্নোভবত্বর্য্যমা।
ইন্দ্রং মিত্রং মাতরিশ্বানমাহুঃ।
সর্ব্বস্য শরণং সুহৃদ্ ইত্যাদি।

সেই মহতোমহীয়ান্ সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মা সকল জীব মাত্রেরই আশ্রয়স্থান এবং তিনিই একমাত্র জীবের কল্যাণকারী সুহৃদ্। যদিচ পরমাত্মা ব্যতীত প্রকৃত সুহৃদ কাহাকেও বলিতে পারা যায় না তথাপি সেই পরম পবিত্র ও মহান্ ভাবের সাদৃশ্য যখন আমরা কোন মানবের হৃদয়ে দেখিতে পাই তাহাকেই সুহৃদ বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া থাকি। সেই পরম পিতার বিশুদ্ধ প্রেমে কোনরূপ স্বার্থের লেশ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্থিব মিত্র যতই উন্নতমনা হউন না কেন, তাঁহার প্রীতিতে কিছু না কিছু স্বার্থের লেশ থাকিবেই থাকিবে। পরমাত্মা কেবল আমাদিগের হিতার্থেই আমাদিগকে ভাল বাসেন; তিনি আমাদিগের নিকট কোন বিষয়ের প্রত্যাশা করেন না। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যিনি সমস্ত বিষয় অবগত আছেন তিনিই মিত্র। পরমাত্মা সকলের অন্তর্যামী ও সর্ব্বজ্ঞ, অতএব তিনিই আমাদিগের প্রকৃত মিত্র। আমরা যাহার নিকট অকপট হৃদয়ে মনের সমস্ত ভাব প্রকাশ করি, তিনিই তাহা সম্যক্ অবগত হয়েন; এই জন্যই তাহাকে গৌণার্থে সুহৃদ বলা যায়। সুহৃদই একমাত্র বিশ্বাসের আধারস্থান। এই জন্য কথিত আছে—

“ন মাতরি ন দারেষু ন সোদর্য্যে ন চাত্মনি।
বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং যাবন্মিত্রে স্বভাবজে॥”

স্বাভাবিক মিত্রে লোকের যত বিশ্বাস হয় তত বিশ্বাস কি মাতা, কি স্ত্রী, কি সহোদর কাহারও প্রতি এমন কি নিজের প্রতিও হয় না।

এখন আমরা বেশ বুঝিলাম যে মিত্রই আমাদিগের একমাত্র আশ্রয় ও বিশ্বাসস্থান। মনের বেদনা মিত্র ব্যতীত অপর কেহই ঘুচাইতে সক্ষম নহেন। যথার্থ

মিত্র অপরের কষ্ট নিবারণ করিয়া পরম প্রীতি ও সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। জীব মাত্রের প্রতি যাবৎ আমরা সেই পরম বিশুদ্ধ মিত্রভাব প্রকাশ করিতে না পারি তাবৎ আমাদিগের কদাপি প্রকৃত সুখানুভব সম্ভব হইতে পারে না। কারণ মনের ঈর্ষা দ্বেষ ও হিংসাদি নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলিই আমাদিগের কষ্টের মূল কারণ। এই সমস্ত জঘন্য মনোভাব নষ্ট করিবার প্রধান উপায় জীব মাত্রেরই প্রতি মৈত্রীভাব অবলম্বন করা। ঈর্ষা দ্বেষাদি ভাবগুলি আমাদিগের ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ জন্য ঘটিয়া থাকে। অতএব ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া হৃদয়ে মৈত্র্যাদি ভাব সংস্থাপন করিতে না পারিলে মানব কি প্রকারে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইবেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন।

প্রশ্ন, "কে শত্রবঃ সন্তি,—উত্তর, নিজেন্দ্রিয়াণি।
প্রশ্ন, কান্যেব মিত্রানি,—উত্তর, জিতানি তানি॥"

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে হে গুরু! কাহারা আমাদিগের শত্রু। ইহার উত্তরে গুরু বলিলেন যে অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণই আমাদিগের মহা শত্রু। অর্থাৎ মনুষ্যেরা দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়াই, সকল প্রকার অসৎ কর্ম্মে রত হইয়া পাপ সঞ্চয় পূর্ব্বক কষ্ট পাইয়া থাকে। পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, প্রকৃত মিত্র কাহারা? ইহার প্রত্যুত্তরে গুরু বলিলেন যখন আমাদিগের ইন্দ্রিয় ও মন বশীভূত হয়, তখন তাহারাই মিত্র। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জয় করিয়া মানবগণ সাধনপথে অটল থাকিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হন। বলিতে কি এই বশীভূত ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষাও মানবের পক্ষে পরমাত্মা অধিক উপকারী মিত্র।

যাহাই হউক, আপনার মনকে বশীভূত করিতে না পারিলে মনুষ্যের দোষ নিবৃত্তি ও কষ্ট লাঘব হইতে পারে না। মনকে বশীভূত করিতে হইলে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের আবশ্যক হয়। হিতাহিত বা সত্যাসত্যের বিচারই বিবেক। বিবেক উপস্থিত হইলেই বৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং বৈরাগ্যবলেই লোকে সংসার-যন্ত্রণা হইতে ত্রাণ পান। বারংবার চেষ্টাকেই অভ্যাস বলে। পুনশ্চ বিবেক ও বৈরাগ্যের সহিত অভ্যাস দ্বারা মনুষ্য প্রকৃত মৈত্রীভাব অবলম্বন করিতে সমর্থ হয়েন। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে "মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাচ্চিত্তপ্রসাদনম্" ইহার তাৎপর্য্য এই যে যোগী সুখ দুঃখ পুণ্য ও পাপ বিষয়ে যথাক্রমে মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিবে। কারণ এইরূপ সাধনের দ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা উপস্থিত হয়। পরের সুখে সুখী ও পরের দুঃখে দুঃখী হওয়াকেই মিত্রতা বলা যায়। ধর্ম্মবলে মন সংযত করিতে না পারিলে মৈত্রীলাভ হইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মও আমাদের মিত্র। এই জন্যই কথিত আছে 'একএব সুহৃৎ ধর্ম্মঃ।' ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

৪। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম কার্য্যপ্রণালী।

এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে রামমোহন রায়ের "কোন ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য ছিল না; তাঁর জীবনের মহান্ লক্ষ্য ছিল যে, পৃথিবীর সকল লোকেই কলহ বিবাদ

পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পুরাতন অনাদি ঈশ্বরকে উপাসনা করে এবং পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে। এই লক্ষ্য করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন এবং এই সমাজমন্দির (বর্ত্তমানে আদি ব্রাহ্মসমাজ) প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ বপন করিলেন। যে কোন ধর্ম্মের লোক হউক, এই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবে।" রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের যে অধিকার পত্র (Trust deed) প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার দুএকটী মূল কথা বিবৃত করিতেছি।* 'ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া সেই জগতের স্রষ্টা ও পাতা একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনায় যাঁহারা ভদ্রভাবে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সকলেই যোগ দিতে পারিবেন—সে বিষয়ে কোন রূপ পার্থক্য বিহিত হইবে না। কোন প্রকার প্রস্তরমূর্ত্তি, ছবি, প্রতিমূর্ত্তি, সমাজগৃহে রক্ষিত হইবে না; কোন প্রকার যাগযজ্ঞ, বা কোন প্রকার আহুতি প্রদত্ত হইবে না; ধর্ম্মার্থে বা আহারার্থে কোন জীবের বলিদান হইবে না এবং জীবন-রক্ষার্থে নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কেহ এখানে আহারাদি করিতে পারিবে না। ব্যাখ্যান, প্রার্থনা বা সঙ্গীতে কোন প্রকারে কোন চেতন বা অচেতন পদার্থ, যাহাকে কোন মনুষ্য বা সম্প্রদায় পূজা করে, এরূপ পদার্থের নিন্দাবাদ থাকিবে না। এরূপ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, যাহাতে নীতি, ধর্ম্মভাব প্রভৃতি সৎবৃত্তি সমূহ পরিপুষ্ট হয় এবং যাহাতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি হয়।'

তাঁহার আর এক ইচ্ছা এই ছিল যে, জ্ঞানী, গুণী, সদাচারশীল ও ধর্ম্মজ্ঞ কোন ব্যক্তি সমাজগৃহে পরিদর্শকরূপে অবস্থিতি করিয়া সমাজগৃহ ও উপাসনাকার্য্য পরিদর্শন করিবেন। উপাসনা প্রতিদিন, অন্ততঃ সপ্তাহে এক দিন হইবে। আর কি বৈষয়িক, কি উপাসনা নির্ব্বাহক, সকল কার্য্যই, অধিকারীদিগের (Trustee) তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

ব্রাহ্মসমাজে যাহাতে খৃষ্টান মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা আসিয়া ঈশ্বরের মহিমা-কীর্ত্তনে নিযুক্ত হয়েন, তজ্জন্য রামমোহন রায় বিশেষ যত্ন পাইয়াছিলেন। যে দিন সাধারণ উপাসনার দিন ছিল না, সেই দিন কোন সময় তিনি খৃষ্টান বালকগণকে সমাজে আনাইয়া ব্রহ্মপ্রতিপাদক ইংরাজী গান শ্রবণ করিতেন, অপর সময় বিষ্ণুর ওস্তাদ্ রহিম খাঁর প্রমুখাৎ ব্রহ্মসম্বন্ধীয় পারসী গান শ্রবণ করিতেন। যে দিন সাধারণ উপাসনার দিন ছিল (প্রথমে শনিবার ছিল), সেই দিন সূর্য্য অস্ত হইবার কিছু পূর্ব্বে এক জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সমাজের পার্শ্বগৃহে পর্দ্দার অন্তরালে উপনিষদ্ পাঠ করিতেন। তিনি রুদ্রাক্ষমালা ও চন্দনবিভূতিবিভূষিত হইয়া আগমন করিতেন; তাঁহার সঙ্গে একটী জলপাত্র থাকিত; তিনি আচমন প্রভৃতি কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন করিয়া উপনিষদ্ পাঠ আরম্ভ করিতেন। কেনোপনিষদ্ই রামমোহন রায়ের অতি প্রিয় ছিল ও তাহাই পাঠ করা হইত। যে গৃহে উপনিষদ্পাঠ হইত, সেই গৃহে "কেবল রামমোহন রায়, বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা উপবেশন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে পাইতেন, শূদ্রদিগের সেখানে যাইবার অধিকার ছিল না। সূর্য্য

---

* বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশগুলি পরিশিষ্টে ইংরাজীতেই উদ্ধৃত করিব।

অন্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও উৎসবানন্দ গোস্বামী সমাজের ঘরে আসিয়া বেদীতে বসিতেন। উৎসবানন্দ উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতেন, বিদ্যাবাগীশ রামমোহন রায়ের রচিত ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন এবং কখনও কখনও বেদান্তদর্শনেরও ব্যাখ্যা করিতেন। সঙ্গীত হইয়া সেই সমাজ ভঙ্গ হইত।" (১)

আদি ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান বৃদ্ধ গায়ক বিষ্ণু* ইহার প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই সঙ্গীত করিয়া আসিতেছেন। তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ বাদক* গোলাম আব্বাস বাজাইতেন। সেই সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ, শূদ্র খৃষ্টান, মুসলমান, সকলেরই সমান অধিকার ছিল ; কিন্তু প্রায়ই বঙ্গবাসী ব্যতীত দুএকজন করিয়া শিখ আসিতেন ও শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে সমাজের কার্য্যে যোগ দিতেন।

পর্দ্দার আড়ালে বেদপাঠ হইত বলিয়া কেহ কেহ তাহাতে রামমোহন রায়ের সাম্প্রদায়িক ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন। আমরা কিন্তু তাহা প্রাপ্ত হই না। তিনি বহুকষ্টে বেদপাঠে পারগ অথচ ব্রাহ্মসমাজে বেদপাঠ করিতে সম্মত উক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে পাইয়াছিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণ যখন শূদ্রদিগের সম্মুখে বেদপাঠে অসম্মত ছিলেন, সে অবস্থায় দুএকটী ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া তাঁহাকে ত্যাগ না করিয়া রামমোহন রায় বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়াছিলেন। ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা কিরূপে আসিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। রামমোহন রায়ের মনের ভাব এই ছিল যে, একেশ্বরবাদ প্রচার হইলেই হইল, তৎসম্বন্ধে ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া মারামারি করা ঠিক নহে—ইহা আমরা তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক তর্কসম্বন্ধীয় মত হইতে বুঝিতে পারি। তিনি বলেন "বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রচারকগণ যে পরস্পরের মধ্যে কলহ-বিবাদ আনয়ন করেন, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। ধর্ম্মালোচনাতে বিরোধী পক্ষের জ্ঞান ও ভাবের প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।"† ক্রমে ক্রমে পর্দ্দার অন্তরালের আবশ্যকতা রহিল না এবং তাহা আপনাপনি উঠিয়া গেল।

৫। স্ত্রীশূদ্রাদির বেদপাঠ।

প্রচলিত হিন্দুসমাজে একটী ভ্রান্ত সংস্কার আছে যে স্ত্রীশূদ্রাদির বেদপাঠে অধিকার নাই। ইহা অনেকেই জানেন না যে বাক্‌দেবী প্রভৃতি শতশত স্ত্রীলোক মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ছিলেন। আবার ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীলোকদিগের সহিত ব্রহ্মবাদী ঋষিদিগের ব্রহ্মবিষয়ক গভীর তত্ত্বপূর্ণ কথোপকথন সকল বেদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনীদিগের বিষয় কি ভারতবর্ষ কোনপ্রকারেই ভুলিতে পারে? স্ত্রীলোকে যখন বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের কথোপকথন যখন বেদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং স্ত্রীহৃদয়ের কত মহান্ ভাব কত লোকে প্রত্যক্ষ করিতেছে, তখন আমরা যদি স্ত্রীলোকদিগকে বেদপাঠে অধিকার না দিই, তাহাতে আমাদেরই মূঢ়তা ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পাইবে। আমরা ভালরূপে বিচার না করিয়াই ভারতের অবনতিকালের প্রচারিত "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" প্রভৃতি নবীন আচার্য্যদিগের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া

১ পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত। তং বোং পত্রিকা, ১৭৬৯ শক আশ্বিন।

* শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এখন প্রায় অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে পৌছিয়া পেন্সন ভোগ করিতেছেন।

† রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

অসঙ্কুচিতচিত্তে দুর্ব্বলের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছি; কিন্তু যদি আপ্তবাক্যরূপ প্রমাণের মধ্যে বেদের প্রমাণ আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মান্য ও আদৃত হয় এবং সেই বেদে যখন স্পষ্ট দেখি যে "ইদং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ", "বেদং পত্ন্যৈ প্রদায় বাচয়েৎ" প্রভৃতি অনুশাসন আছে, তখন সেই বেদবাক্যানুসারে নারীজাতিকে বেদ পাঠে অধিকার দিতে অগ্রসর হই না—ধিক্ আমাদের স্বার্থপরতাকে। স্ত্রীলোকের বেদপাঠ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দ্বিজেতর জাতি সমূহেরও বেদপাঠ সম্বন্ধে সেই সকল কথাই বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ যজুর্ব্বেদে (২৬ অধ্যায়) স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে শূদ্র ও অতিশূদ্রে চণ্ডালাদিকেও বেদোপদেশ প্রদান করিবে। "যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায়চারণায়। প্রিয়োদেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াসময়ং মে কামঃ সমৃধ্যতা মুখমাদো নমতু।" যেরূপ আমি কল্যাণীয় অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ের সুখকর ঋগ্বেদাদি চারি বেদের পবিত্র বাণী দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, তদ্রূপ হে মনুষ্যগণ, তোমরাও মনুষ্যমাত্রকেই বেদরূপবাণীর উপদেশ প্রদান করিবে। এই কল্যাণীয় উপদেশ তোমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আর্য্য অর্থাৎ বৈশ্য তথা শূদ্র, ভৃত্য ও অতিশূদ্রাদিকেও প্রদান করিবে। যেরূপ আমি বেদবিদ্যার উপদেশ করিয়া বিদ্বানদিগের নিকটে প্রিয় হইয়া রহিয়াছি এবং যেরূপ আমি দাতা ও চরিত্রবান পুরুষের প্রিয় হইয়াছি তদ্রূপ তোমরাও পক্ষপাতরহিত হইয়া বেদবিদ্যা শ্রবণ করিয়া সকলের প্রিয় হইবে।

"বেদাদি শাস্ত্র যে দ্বিজ ব্যতীত অপর বর্ণেও পাঠ করিতেন তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। কবষ ঋষি শূদ্রকুলোদ্ভব হইয়াও বেদাদি পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত আছে যে জাবাল অজ্ঞাতকুল হইয়াও বেদাদি পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। চাণ্ডাল-কুলোদ্ভব মাতঙ্গ ঋষি মহান বেদজ্ঞ ও চারি বর্ণের পূজনীয় হইয়াছিলেন।"* যুক্তিতে তো কাহারই বেদপাঠ সম্বন্ধে, কি কোন বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে কোনই আপত্তি হইতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজ একদিকে শাস্ত্রবল, অপরদিকে আত্মপ্রত্যয়ের উপর দাঁড়াইয়া স্থির করিলেন যে "ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ কি কালবিশেষ, কি জাতিবিশেষের অপেক্ষা নাই।"† এই সত্যের সম্মুখে পর্দ্দার অন্তরাল কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

৬। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মন্তব্য কথা।

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী এবং তাঁহার জীবনের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া তাঁহার যে ভাব দেখিতে পাই, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কথায় সেই ভাবটী সুন্দররূপে প্রকাশ হইয়াছে, "যে জাতির যেরূপ জাতীয় প্রথা তাহা সেইরূপই থাকুক, যে কুলের যেরূপ কৌলিক প্রথা তাহা সেইরূপই থাকুক, কেবল সেই সকল প্রচলিত অনুষ্ঠানের মধ্য হইতে পরিমিত দেবতাগণের উপাসনা সমূলে উঠিয়া গিয়া তাহার স্থলে বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা অধিরূঢ় হউক, তাহা হইলেই ব্রহ্মোপাসক ভক্তজনগণের বিশুদ্ধ

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১৪ শক, পৌষমাস শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ পণ্ডিত কর্ত্তৃক লিখিত স্ত্রীশূদ্রাদির বেদপাঠ প্রবন্ধ দেখ।

† ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ, উপনিষদ খণ্ড, প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য।

ধর্ম্মব্রত অব্যাহত থাকিবে।"* ব্রাহ্মধর্ম্মের ইহাই প্রকৃত মন্তব্য কথা। ব্রহ্মোপাসনাকে যদি আমরা আমাদের জীবনের মধ্যবিন্দু করিতে পারি, তবে ক্রমে জীবনের সকল অংশই উপযুক্ত ভাবে গঠিত হইয়া সেই মধ্যবিন্দুর এক সুন্দর পরিধি বিরচিত করিবে। ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা জীবনকে সুসংস্কৃত করিলে ক্রমে জীবনের সকল কার্য্যই সুসংস্কৃত হইয়া আসিবে।

৭। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম ধর্ম্মভাব।

যাঁহার করুণাবলে এই দীনহীন বঙ্গদেশে জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল, তাঁহারই ইচ্ছাতে স্থাপয়িতার ইহলোকত্যাগেও ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ববিলোপ হইল না; তাঁহারই প্রেরণায় আর এক ব্যক্তি তাহার ভার গ্রহণ করিলেন। শৈশবকালে মূর্ত্তিতে ঈশ্বরবোধ করিয়া তাহার পূজায় ইহাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। একদিন নক্ষত্রখচিত মুক্ত আকাশ সম্মুখে প্রসারিত দেখিয়া বুঝিলেন যে ইহার রচয়িতা কোন পরিমিত দেবমূর্ত্তি হইতে পারে না। ইনি স্বয়ং কোন অভিনন্দনের উত্তরে এই বিষয় সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—"প্রথম বয়সে আমার নিকটে এই নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ অনন্তদেবের পরিচয় দেয়। একদিন শুভক্ষণে এই অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ অনন্ত আকাশ আমার নয়নপথে প্রসারিত হইয়া প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্য্য ভাবে একেবারে আমার সমুদায় মন আত্মা আকৃষ্ট হইল; অমনি বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে এ কখন পরিমিত হস্তের রচনা নহে। সেই মুহূর্ত্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল; সেই মুহূর্ত্তে জ্ঞাননেত্র বিকশিত হইল। তখন আমার পাঠাবস্থা। এ কথা অদ্যাপি আমি কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই। আপনাদের অদ্যকার সৌহার্দ্দে বাধ্য হইয়া হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহা এখন ব্যক্ত করিতেছি। প্রথমে এই অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইলাম, যেন আবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, যেন যবনিকার একপার্শ্ব হইতে মাতার প্রসন্ন বদন দেখিতে পাইলাম। সেই প্রসন্ন বদন আমার চিত্তপটে চিরদিনের নিমিত্ত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতিনিয়ত যখন গৃহেতে শালগ্রাম শিলার অর্চনা দেখিতাম, প্রতিবৎসরে যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতাম; তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরই শালগ্রামশিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী। কিন্তু সেই শুভক্ষণে যেমন এই অনন্ত আকাশের উপরে আমার নয়নযুগল উন্মীলিত হইল, অমনি আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। অমনি জানিলাম, অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের কার্য্য নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা।"*

৮। ঈশ্বরের অস্তিত্বে নাস্তিকের সাক্ষ্য।

সুনিস্তব্ধ গ্রহনক্ষত্রখচিত সুনীল আকাশের দিকে চাহিয়া কাহার হৃদয় না

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮১২ শক ১১মাঘ উপলক্ষে বক্তৃতা।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৯ শক, অগ্রহায়ণ—প্রত্যভিনন্দনপত্র।

সেই অনির্ব্বচনীয় মহান্ পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়? নরহত্যাকারী, ফরাসি বিপ্লবের ভীষণ বৈপ্লবিক ভাবের ক্রোড়ে লালিতপালিত বীর নেপোলিয়নকে যখন কতকগুলি নাস্তিক বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের অনস্তিত্ব বুঝাইতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই পুরাতন ও চিরনূতন মুক্ত আকাশের দিকে হস্তপ্রসারণ করিয়া তাঁহাদিগকে তীব্র তিরস্কারের সহিত একটী কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নিস্তব্ধ করিয়াছিলেন—"কিন্তু কে ঐ সকল গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন?" পাশ্চাত্য নাস্তিরাদের প্রধান প্রচারক ডেবিড হিউম একদিন সন্ধ্যাকালে নদীতীরে তাঁহার কোন বন্ধুর সহিত সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে করিতে সেই গ্রহনক্ষত্রপরি-বেষ্টিত আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন "এই সকল দেখিয়া কেহই অস্বীকার করিতে পারে না যে ইহার স্রষ্টা এক মহান্ পুরুষ আছেন।"†

৯। শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেদে শ্রদ্ধা।

রামমোহন রায়ের উত্তর কালে যাঁহার স্কন্ধে ব্রাহ্মসমাজের গুরুভার পতিত হইবে, তিনিও ঐ মুক্ত আকাশ হইতে মুক্তস্বরূপের প্রথম আভাস প্রাপ্ত হইলেন। পরে ১৭৬০ শকে (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে) কোন ঘটনা-সূত্রে শ্মশানে তাঁহার বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইল। সহসা উদাসীনের আনন্দ তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হইল। সেই উদাসভাবের আনন্দে তাঁহার হৃদয় এমনি বিকশিত হইল যে সে রাত্রি তাঁহার চক্ষুতে নিদ্রা আইল না। তাহার পর দিনে সে আনন্দ চলিয়া গেল। তখন তিনি ঘোর বিষাদে অকূল চিন্তাতে নিমগ্ন হইলেন। পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় তিনি সেই আনন্দের আকর প্রেমের সাগর সত্যস্বরূপের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে চিত্তপটের জ্ঞান-ভূমিতে অনন্তের যে সুন্দর ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা কি কেবল ছবিমাত্র? তাহা কি মনের ভাবমাত্র? সেই বাস্তবিক সত্য কি নাই, যাহার এই প্রতিবিম্ব, যাহার এই প্রতিরূপ? এই প্রকারে বুদ্ধির মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল। এই আন্দোলন ও আলোচনাতে যখন তাঁহার মন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, তখন হঠাৎ উপনিষদের এক ছিন্ন পত্র তাঁহার হস্তে নিপতিত হইল। যখন প্রথম তাহাতে তিনি পাঠ করিলেন "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।" তখন তাঁহার মন এক আনন্দময় নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিল। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার মনে এই ভ্রান্তি ছিল যে আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে পৌত্তলিকতা ভিন্ন নিরাকার নির্ব্বিকার সত্যস্বরূপের নির্দ্দেশ নাই। আমাদের এই দুর্ভাগ্য হিন্দুস্থানে একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের কখন অর্চ্চনা হয় নাই। পরে যখন তাঁহার ভাবের প্রতিভাব উপনি-ষদের পত্রে প্রত্যক্ষ দেখিলেন, "এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কিছু পদার্থ সমুদায়ই ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে; তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না" তখনই তাঁহার হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তখন সমুদয় উপনিষদকে সমুদয় বেদকে তাঁহার মনের শ্রদ্ধা আসিয়া আলিঙ্গন করিল। পূর্ব্বে তাঁহার কোন শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ছিল না, এই সময়ে সমুদয় বেদশাস্ত্রে তাঁহার শ্রদ্ধা

† Christianity and Positivism by James Mc Cosh D. D. London, 1875. P. 2–3.

ব্যাপ্ত হইল। অসময়ে অনির্দ্দেশ্য বন্ধুর ন্যায় অপরিচিত বেদশাস্ত্র হইতে তাঁহার হৃদয়ের চিরপরিচিত আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার মস্তক তাহার নিকটে অবনত হইল। উপনিষদের এক এক মহাবাক্যে তাঁহার আত্মা জ্ঞানসোপানে উন্নত হইতে লাগিল। "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি।" ইহার পূর্ব্বে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন; তিনি আপনাকে জানিলেন আমি ব্রহ্ম। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং।" ইহার পূর্ব্বে হে প্রিয় শিষ্য! সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন, তিনি একই অদ্বিতীয়। "সতপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।" তিনি আলোচনা করিলেন,তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন। "স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে সএকঃ।" সেই যে ইনি পুরুষে এবং ঐ যিনি আদিত্যে, তিনি এক। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন "এ কথা বলা বাহুল্য যে উপনিষদের যে সকল বাক্যে 'যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয়ভার,' তাহার যে সকল বাক্যে আমাদের আত্মা "তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি" সেই সকল মহাবাক্য অদ্যাপি বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় আমাকে সৎপথে অমৃতপথে লইয়া যাইতেছে। তাহারা কদাপি আমাকে প্রতারণা করে নাই। সেই সকল মহাবাক্যে আমার শ্রদ্ধা আরও দিনদিন গাঢ়তর হইতেছে। অদ্যাপি সময়ে সময়ে তাহার গূঢ় অর্থ সকল আমার আলোচনা-পথে আসিয়া মাতার ন্যায় আমাকে শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। সেই ভূরি ভূরি মহাবাক্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে।" *

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

(ত্রয়োদশ প্রস্তাব)

অযোধ্যাকাণ্ড, রামের বনবাস।

অধ্যাত্ম রামায়ণোক্ত দেবগণ প্রেরিত দুষ্ট-স্বরস্বতী-ঘটিত মন্থরা ও কৈকেয়ীর বুদ্ধিবিপর্য্যয় এবং নারদ ও বশিষ্ট কর্ত্তৃক পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে রামচন্দ্রের স্তবস্তুতির বিষয় বাল্মীকি রামায়ণে বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। এ সমস্তই পৌরাণিক কল্পনা। বাল্মীকীয় রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আছে, যে রাজা দশরথ স্বদেহনির্গত বাহুচতুষ্টয়ের ন্যায় চারিপুত্রকেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তন্মধ্যে রামকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। ভূতগণের মধ্যে যেমন স্বয়ম্ভূর, সেইরূপ রামেরও গুণ অনন্যসাধারণ। ইহার পরেই ৭ম শ্লোকে আছে রাম স্বয়ং নারায়ণ, সুরগণের অনুরোধে বলগর্ব্বিত রাবণকে বধ করিবার জন্য মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার জন্ম। কিন্তু এই শ্লোকটির মৌলিকতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার যথেষ্ট হেতু আছে! ইহাই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে মূল রামায়ণের এই অধ্যায়ের পরবর্ত্তী কোন শ্লোকেরই সহিত ইহার অর্থগত ও তাৎপর্য্যগত সঙ্গতি নাই, এবং বালকাণ্ডের সহিত পৌর্ব্বাপৌর্য্য সম্বন্ধ নাই। মূল রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ভিতরেও পাঠকগণ অবতারত্বের গন্ধ পাইবেন না।

রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে কৃতসংকল্প হইয়া মন্ত্রি-

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৯ শক, অগ্রহায়ণ।

গণ দ্বারা নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান লোকদিগকে আনাইয়া কহিলেন, রাম বলবীর্য্যে সুররাজ ইন্দ্রের অনুরূপ; তোমাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিলেই আমি তাঁহাকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করি। প্রস্তাবনা মাত্রেই চারিদিক হইতে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। দশরথও অভিষেকের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কার্য্য কালে মন্থরার কৌশলে ও কৈকেয়ীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে রামের বনবাস ঘটিল। এইখানে রামের চরিত্র সীতার পতিপরায়ণতা জ্যেষ্ঠের প্রতি লক্ষ্মণের আনুগত্য প্রজাসাধারণের কাতর ক্রন্দন যেরূপ জীবন্তভাবে সুচিত্রিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই কবিচূড়ামণি বাল্মীকির যোগ্য বটে।

এইখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। সংস্কৃত মহা কাব্যে বিশেষতঃ রামায়ণ ও মহাভারতে যেরূপ কতকগুলি উজ্জ্বল চরিত্রের একত্রে সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অন্যান্য জাতির কাব্য সাহিত্যে নিতান্তই বিরল। কাব্যে যতই অধিক সংখ্যক উজ্জ্বলতম চরিত্রের সমাবেশ থাকে, ততই লেখকের অসামান্য প্রতিভার আবশ্যক হয়। বিদেশীয় কাব্য নাটকে দুই একটি পুরুষ চরিত্রের ও দুই একটি নারী চরিত্রের নৈসর্গিক মাধুর্য্য ত আছেই, কিন্তু অবশিষ্ট চরিত্রগুলি নিম্নদরের বলিয়া উজ্জ্বলচরিত্রগুলি পাঠকের মনে সহজেই মুদ্রিত হইয়া যায় ও অন্তরকে বিমোহিত করে। কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যপাঠী তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, যে মহাভারত ও রামায়ণকার কি অসামান্য প্রতিভা লইয়া কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য রামায়ণ মহাভারতে নানা ঘটনার ও নানা লোকের জীবনীর সমাবেশ থাকায় তাহারা (আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে) কোন একটি বিশেষ ঘটনার বা কোন একটি জীবনের বিশেষ অবস্থার ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ চিত্র নয় বলিয়া যেমন ইতিহাস-শব্দ-বাচ্য, মহাকাব্যাদি শব্দের সেরূপ বাচ্য নহে। কিন্তু যদি কবিত্বাংশ ধরিতে হয়, এবং লেখকের প্রতিভার ও অদ্ভুত রচনাশক্তির পরিমাণ করিতে হয় তাহা হইলে রামায়ণ ও মহাভারত জগতে অতুলন। রামায়ণে রামচন্দ্রাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় দশরথ রাবণ ইন্দ্রজিত ইহাদের প্রত্যেকেতে শৌর্য্যবীর্য্যের আধিক্য এতই বিস্ময়জনক যে ইহাঁরা প্রত্যেকে এক একটি কাব্যের নায়ক হইতে পারেন। মহাভারতে পঞ্চ ভ্রাতা ভীষ্ম কর্ণ অভিমন্যু শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির ভিতরে নৈসর্গিক গুণের এতই মনোহারিত্ব আছে, যে ইহাঁদিগকে নায়ক করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাব্য নাটকাদি রচিত হইতে পারে এবং অধুনাতন বঙ্গ সাহিত্যে তাহাও রচিত হইতেছে। ভারবীতে পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদীর কথোপকথনে প্রত্যেকের মুখ হইতে সৌষ্ঠবৌদার্য্যবিশেষ শালিনী যে সকল কথার অবতারণা করা হইয়াছে, যে তাহা পাঠে অবাক হইতে হয়। বীরপ্রবর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে কৌরবদিগের বিরুদ্ধে উদ্বোধিত করিবার জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, যুধিষ্ঠিরের প্রত্যুত্তর পাঠের পূর্ব্বে মনে হয়, যে বুঝি কেহ তাহাদের আর খণ্ডন করিতে পারিবে না। দ্রৌপদী স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহার যুক্তিপূর্ণ তর্ককে খণ্ডন করিতে পারে, এমন কয় জন আছেন। মহাকবির হস্তেই এই সকল মনীষাসম্পন্ন চরিত্রের গৌরব ও বিশেষত্ব রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু

সমগ্র জগৎ এইরূপ মহাকবি কয়টি দেখাইতে পারেন। কাব্যাংশেই বল, চরিত্র সংরচনেই বল, তাহাদের বিশেষত্ব রক্ষণেই বল রামায়ণ ও মহাভারতের তুলনা নাই।

রামায়ণকে ইতিহাসের চক্ষে না দেখিয়া কাব্যের দৃষ্টিতে দেখ। কোথায় রাম রাজা হইবেন, সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত, সকল উপকরণ সংগৃহীত। কিন্তু কৈকেয়ী অকালে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত বর চাহিয়া বসিলেন; দশরথের হস্তপদ রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি সত্য প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া রামের বনগমন অনুমোদন করিলেন। ঘটনাটি এমনই সুকৌশলে বাল্মীকি ব্যক্ত করিলেন যে দশরথের চরিত্রকে নিতান্ত কলঙ্কিত করিয়া পাঠকের ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগাইয়া তোলা হইল না। দশরথ পত্নীর অন্যায় অনুরোধে যে গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা পাঠককে বুঝিতে দিলেন বটে কিন্তু পাঠককে দশরথের উপর ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিবার অবসর দিলেন না। কবি ইহাই বুঝাইলেন, সমস্ত দোষ বিমাতা কৈকেয়ীর; রাজা কি করিবেন; তিনি সত্যের বন্ধনে আবদ্ধ। তিনি পুত্রের বনবাসের আদেশ দিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। রামচন্দ্র সত্য ঋণ হইতে পিতাকে মুক্ত করিয়া জগতের সমক্ষে এক উচ্চতম আদর্শ রাখিয়া গেলেন। অন্যদিকে মহাকবি দশরথের দীনতাজ্ঞাপক এক মর্ম্মভেদী চিত্র পাঠককে উপহার দিলেন। পাঠকগণ আজিও বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না যে চীরধারী রামের প্রতি কি মুমূর্ষু দশরথের প্রতি অধিক সমবেদনা প্রকাশ করিবেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে দশরথের অকার্য্যকে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিলে এমন কি বিশেষ দোষ হইত? তাহার উত্তর এই, পিতার চরিত্রকে বিবর্ণ করিয়া পুত্রের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করা এ দেশের রুচিসঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ পিতার চরিত্রকে কলঙ্কিত করিলে রামচন্দ্রের উপর পাঠকের অশ্রদ্ধা জন্মিত, মনে হইত যে এমন মস্তিষ্কহীন কামার্ত্ত পিতার অন্যায় আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া রামচন্দ্রও বাতুলের কার্য্য করিয়াছেন। লক্ষ্মণও মূলরামায়ণের একবিংশ সর্গে বলপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করিবার জন্য রামচন্দ্রকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক রামচন্দ্র বনগমনই শ্রেষ্ঠ কল্প বিবেচনা করিয়াছিলেন।

রামায়ণ পাঠে বুঝা যায় যে জ্যেষ্ঠত্বনিবন্ধন পুত্রের রাজ্যাধিকার থাকিলেও বিশেষ কারণে তাহার ইতর বিশেষ করিবার ক্ষমতা পিতার থাকিত। এখানে ইহাও শিক্ষণীয় যে পিতৃকুল-সমাগত পরিচারিকা ক্রুরস্বভাবা হইলে প্রায়ই তাহাদের দ্বারা যে গৃহের শান্তিভঙ্গ হইয়া থাকে কৈকেয়ী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যাঁহারা হিন্দুসমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের পক্ষপাতী তাঁহারা যেন ঈদৃশ পরিচারিকার স্বভাবাদি পূর্ব্ব হইতে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে গৃহে স্থান দেন। বিংশতি সর্গে আছে যে রামের বনগমন তাঁহার উপনয়নের সতর বৎসর পরে ঘটে। চতুস্ত্রিংশ সর্গে রাজা দশরথের ৩৫০ পত্নী থাকার উল্লেখ আছে।

দেবাসুর যুদ্ধ বৈদিক সময়ে যে অর্থে ব্যবহৃত হইত তাহা আমরা পূর্ব্বে এক প্রস্তাবে আলোচনা করিয়াছি। মূলরামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের নবম অধ্যায়ে এই দেবাসুর যুদ্ধের উল্লেখ আছে। রাজা

দশরথ এই যুদ্ধে আহত হইলে কৈকেয়ীর শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করেন, এবং মহিষীকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। কৈকেয়ী ঐ দুইবর রাজার নিকট অসময়ে প্রার্থনা করিয়া একবরে রামের বনবাস ও অন্যবরে ভরতের রাজ্যাভিষেক ঘটান। রামায়ণের এই খানে অসুরের বসতিস্থানের কতকটা আভাস আছে। মন্থরা বলিতেছেন (অযোধ্যার) দক্ষিণ দিকে দণ্ডকারণ্য প্রদেশে বৈজয়ন্ত নামে একটি নগর আছে। তথায় তিমিধ্বজ নামে এক অসুরের বাস। ইহার অপর নাম শম্বর। ইহারই সহিত পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণের ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। এই দেবাসুর যুদ্ধে রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে লইয়া ইন্দ্রের সাহায্য করিতে গমন করেন। পাঠকগণ ইহা হইতে বুঝিবেন যে ইন্দ্র অন্ততঃ রামায়ণের সময়ে মনুষ্যের অগম্য দেবতা ছিলেন না। আমরাও পূর্ব্ব এক প্রস্তাবে আভাস দিয়াছি যে ইন্দ্র ও মহাদেব কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না। ঐ ঐ বংশীয় বীরেরা ঐ ঐ নামে অভিহিত হইতেন এবং তাঁহারা হিমালয়ের সান্নিধ্য প্রদেশে সম্ভবতঃ রাজত্ব করিতেন।

যৌবরাজ্যের পরিবর্ত্তে দণ্ডকারণ্যের সমস্ত রাজ্য প্রদান করিয়া রামচন্দ্রকে বিদায় দিবার সময়ে দশরথের পরিতাপের সীমা রহিল না। তিনি রামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! গ্রীষ্মকালে হুতাশন যেমন তৃণ লতা সকল দগ্ধ করিয়া ফেলে তদ্রূপ এই শোকানল আমার হৃদয় ভেদ করিয়া উত্থিত হইবে; তোমার অদর্শন বায়ু উহাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে; দুঃখ উহার কাষ্ঠ চক্ষের জল আহুতি এবং চিন্তাজনিত বাষ্প ধূমস্বরূপ হইবে।

সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণ করিয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতা অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে তাঁহারা আবর্ত্তবহুলা তমসা সাগরগামিনী গোমতী অতিক্রম করিয়া ত্রিপথগা জাহ্নবীর কূলে আসিয়া পৌঁছিলেন। এইখানে নিষাদপতি গুহের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। সুমন্ত্র প্রতিনিবৃত্ত হইলে তরণীযোগে তাঁহারা ভাগীরথীর দক্ষিণতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। অদূরে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের প্রবাহ সঙ্ঘর্ষ শব্দ তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হইল। উহার অন্তর্ব্বেদিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম। সেখানে যাইয়া মহর্ষির আতিথ্য গ্রহণান্তে তাঁহারই নির্দ্দেশ ক্রমে দশক্রোশ দূরে যমুনার পরপারে চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া তাঁহারা আপনাপন কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে সুমন্ত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া দশরথের শোকের পরিসীমা রহিল না। তিনি একেবারেই শোকসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। "রামের শোক সেই সাগরের বেগ, নিশ্বাস তরঙ্গবহুলআবর্ত্ত, বাহুবিক্ষেপ মৎস্য, রোদন গভীর কল্লোলশব্দ বিক্ষিপ্ত কেশজাল শৈবাল, কৈকেয়ী বাড়বানল, কুব্জার বাক্য নক্র কুম্ভীর, প্রার্থিত বর তীরভূমি এবং রামের নির্ব্বাসনই বিস্তার। এই সাগর বাষ্পরূপ নদীজলে সতত আবিল এবং রাজার নেত্রনীরেই উৎপন্ন"। ৫৯ সর্গ।

আমরা মূল রামায়ণে যতদূর দেখিলাম তাহাতে অধ্যাত্মরামায়ণোক্ত "আমি রাবণের বিনাশার্থ আগামী কল্য মুনিবেশ ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্য গমন করিয়া সীতা উদ্ধারছলে দুষ্ট রাবণকে সংবংশে বিনাশ করিব" ইত্যাকার রামচন্দ্রের সর্ব্বজ্ঞতার বা অবতারত্বের পরিচয় পাইলামনা। কুব্জা ও কৈকেয়ীর বুদ্ধি বিপর্য্যয় জন্মাইবার

জন্য স্বর্গ হইতে দুষ্টসরস্বতী প্রেরণার্থ দেবচক্রের গুপ্ত মন্ত্রণার সন্ধান পাইলাম না। অথবা মহর্ষি ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানে রামচন্দ্রের স্তবস্তুতির কারণ দেখিতে পাইলাম না। এ সকল অলীক ও অবাস্তব ঘটনার উল্লেখ মূলরামায়ণে কিছুই নাই। অধ্যাত্মরামায়ণকার কল্পনা-প্রসূত বর্ণনায় রামচন্দ্রের দেবত্ব স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। উহাতে আছে রামচন্দ্র মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছি, কোথায় গেলে সীতার সহিত সুখে বাস করিতে পারি আপনি বলিয়া দিন। মহর্ষি চিত্রকূট পর্ব্বত দেখাইয়া দিয়া কহিলেন আমি তোমার লৌকিক বাসস্থানের কথা বলিতেছি, কিন্তু যেখানে তোমার নিত্যনিবাস তাহা বলিতেছি। এই বলিয়া রূপকচ্ছলে যে কয়েকটি সুন্দর কবিতার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া অদ্যকার প্রস্তাব শেষ করিলাম।

> ত্বন্মন্ত্রজাপকো যস্ত ত্বামেব শরণং গতঃ
> নির্দ্বন্দ্বো নিস্পৃহস্তস্য হৃদয়ং তে সুমন্দিরম্।
> নিরহঙ্কারিণঃ শান্তা যে রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ
> সমলোষ্টাশ্মকনকাস্তেষাং তে হৃদয়ং গৃহম্।
> ত্বয়ি দত্তমনোবুদ্ধির্যঃ সন্তুষ্টঃ সদা ভবেৎ
> ত্বয়ি সন্ত্যক্তকর্ম্মা যস্তন্মনস্তে শুভং গৃহম্।
> যো ন দ্বেষ্ট্যপ্রিয়ং প্রাপ্য প্রিয়ং প্রাপ্য ন হৃষ্যতি
> সর্ব্বং মায়েতি নিশ্চিত্য ত্বাং ভজেত্তন্মনো গৃহম্।
> ইত্যাদি।

অর্থাৎ যাঁহারা তোমার ভক্ত শরণাগত নির্দ্বন্দ্ব নিস্পৃহ তাঁহাদেরই হৃদয় তোমার মন্দির। যাঁহারা নিরহঙ্কার শান্তস্বভাব রাগদ্বেষবর্জ্জিত, সমদর্শী তাঁহাদেরই হৃদয়ে তোমার বসতি। তোমাতেই মন বুদ্ধি নিবিষ্ট করিয়া যাঁহারা সুখী এবং যাঁহারা তোমাতেই কর্ম্মফল অর্পণ করিয়াছেন তাঁহাদের মনই তোমার গৃহ। যিনি প্রিয় বা অপ্রিয় লাভে হৃষ্টাহৃষ্ট হন না এবং এ সকলই মায়াময় জানিয়া তোমার ভজনা করেন তাঁহারই চিত্ত তোমার নিকেতন।

পাঠকগণ ইহা হইতেই বুঝিবেন অধ্যাত্ম রামায়ণকারের নিকট রাম লক্ষ্মণাদি উপলক্ষ্য মাত্র; তাঁহাদের অবতারত্ব স্থাপন করিয়া বক্তব্য ধর্ম্মোপদেশ সমূহে অলৌকিক বল আনয়ন করাই তাঁহার লক্ষ্য। শাস্ত্রকারের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিবার দোষে পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণের ও আমাদের মধ্যে অবতার লইয়া যত গণ্ডগোল। অবতারবাদ মূল রামায়ণের ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে পারে নাই। অথচ পৌরাণিক সময়ে অবতার লইয়া এত মারামারি।

আমরা প্রেরকের বিশেষ অনুরোধে এই পত্রখানি প্রকাশ করিলাম।

পত্র।

পিতৃদেবসদৃশ পরম ভক্তিভাজন
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয় শ্রীচরণেষু।

আর্য্য,—

বহুদিনের আকাঙ্ক্ষার পর সম্প্রতি দুই দিন আপনার সাক্ষাৎ সন্দর্শন লাভ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। আপনার অক্লান্ত যত্ন, পরিশ্রম এবং অসাধারণ মনস্বিতা-বলে ব্রাহ্মসমাজের যে উন্নতি এবং মহোপকার সাধিত হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা আমরা যে জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিয়াছি, বলা বাহুল্য, আপনার শুভ সন্দর্শনে সে সমুদয় স্মরণ করিয়া আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। বাস্তবিক, আপনার সহিত আমাদের ধর্ম্মজীবনের যে কি নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহা কিছুতেই ব্যক্ত হয় না। যখন যে অবস্থায় যেখানে কেন না থাকি আপনার নাম স্মরণে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতাভরে আমাদের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে। আজ মনে হইয়াছে প্রাণের এই অতুচ্ছ ভাবগুলি অক্ষরগ্রথিত করিয়া আপনাকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক কৃতার্থম্মণ্য হই।

কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া এদেশে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার ও একেশ্বরবাদ প্রবর্ত্তন করেন। রাজার মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পরে আপনি ঐ একেশ্বরবাদ এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম অভিধায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম জাতীয় ও সার্ব্বভৌমিক মুখে বিধিবদ্ধ করিয়া আপনি ইহার সুপ্রতিষ্ঠা এবং সৌষ্ঠব সম্পাদনে যেরূপ অলোকসামান্য মনীষা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে আপনি বর্ত্তমান যুগে ভারতের ধর্ম্মসংস্থাপকপদবাচ্য। অনাদি-অনন্ত মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরমেশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধান। আপনি এই সত্যধর্ম্মের উপদেষ্টা, প্রধান আচার্য্য, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের ন্যায় ধর্ম্ম ও সত্য লাভের অন্যতম সহায় বলিয়া ধর্ম্মজগৎ আপনার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ব্রাহ্মসমাজ এই উভয় পার্থিব জগতে আপনার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে আপনার নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। "ব্রাহ্মধর্ম্ম" এবং "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" আপনার নিকট লাভ করিয়া আমরা সংসারক্ষেত্রে অতুল বিভবের অধিকারী হইয়াছি। এই দুই অমূল্য ধর্ম্মসাহিত্য দ্বারা আমাদের যে কি মহোপকার সাধিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। প্রথমোক্ত গ্রন্থের উপনিষৎখণ্ড আপনার মানস-চক্ষু-প্রতিভাত সুবিমল পারমার্থিক তত্ত্বজ্যোতির প্রতিচ্ছায়া—শ্রুতিমুখে অভিব্যক্ত। সৌভাগ্যবান্ সাধকই জানেন ইহার সার সত্যসমূহ দুস্তর সংসার-প্রান্তর-ক্লান্ত পথিকের ব্রহ্মধাম প্রাপ্তির সুপ্রশস্ত সেতু। দ্বিতীয় গ্রন্থ ব্যাখ্যান—ইহা যে কি শান্তি-সুধা ভাণ্ড কিছুতেই তাহার ব্যাখ্যা হয় না। সত্যই ইহা আমাদের নিকট স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে অমর-ধামের অমৃতরসাস্বাদনের অধিকারী করিয়াছে।

ধর্ম্মজীবনের বিশুদ্ধ মত ও বিশ্বাস আমরা আপনার নিকটই শিক্ষা করিয়াছি। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মূল সত্য—বীজচতুষ্টয়—আপনার অনুপ্রাণিত চিত্তের উচ্ছ্বাস। ব্রাহ্মসমাজে উহা মহাবাক্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। আপনি আমাদের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের সহায় এবং পথ-প্রদর্শক। আপনাকে প্রত্যক্ষ করিলে ভারতের প্রাচীন আর্য্য মুনিঋষিদিগকে প্রত্যক্ষ করা হয় এবং তাঁহাদের যোগ, ধ্যান এবং সমাধিপরায়ণতা স্মৃতিপথারূঢ় হয়। প্রচুর ধন ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও বৈরাগ্য, রাজর্ষিজনোচিত কর্ত্তব্যসাধন এবং জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাস এই তিনের উৎকর্ষ ও সামঞ্জস্যে মানবপ্রকৃতির সম্যক্ পরিস্ফুটন দ্বারা আপনি প্রকৃত ব্রাহ্মের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা আমাদের কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে, যে আপনি অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়াও আজ আমাদের নিকট বিদ্যমান, আর এখনও আপনার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া আমরা আপনার নিকট জ্ঞানধর্ম্মের উপদেশ পাইতে সমর্থ।

প্রসঙ্গতঃ, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তঘটিত সমাজসংস্কার-ব্যাপার এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মসাধনই মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য—এই অখণ্ডনীয় সত্য আপনার প্রধান শিক্ষা এবং নিজ জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন। তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠাসহ আপনি স্বদেশীয় জাতীয়তার বিরুদ্ধে অভিনব সমাজগঠনে প্রয়াসী না হইয়া অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এদেশে হিন্দুধর্ম্মের যে আধ্যাত্মিক দুর্গতি এবং নৈতিক দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল আপনি মাত্র তাহারই সংস্কার দ্বারা হিন্দু সমাজকে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিতে সংস্থাপনের প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়া ভারতের বিলুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার পূর্ব্বক বিরাট হিন্দুসমাজের পুনরভ্যুদয়ের পথ সুপ্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই জাতীয় ভাব সংরক্ষণ আপনার বিচক্ষণতা, সুপরিণামদর্শিতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্দৃষ্টির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এতদ্দ্বারা কার্য্যক্ষেত্রে আপনি অক্ষুণ্ণ প্রতিপত্তিভাজন হইয়াছেন।

সদাশয় ব্রাহ্মবন্ধুগণের মধ্যে যাঁহারা সমাজসংস্কার-ব্যাপার ধর্ম্মসাধনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্গ জ্ঞানে এক সময় আপনার সহিত ঐক্য হইতে পারেন নাই, বহুকাল পরে দেখা যাইতেছে যে তাঁহাদের অনেকে আপনাদের ভ্রমপ্রমাদ গণিয়া ঐ বিষয়ে আপনারই পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে জ্ঞানোন্নতিসহ জগতের অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের একেশ্বরবাদভিত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মাবহ ভূমা পরমেশ্বরের অর্চ্চনা এবং ধর্ম্মসাধনের অন্তরঙ্গ বিষয়ে অভিন্ন ও একীভূত হইয়া এক আধ্যাত্মিক বিরাট সমাজে গঠিত হইতে পারে বটে। কিন্তু দেশভেদে বিভিন্ন আচার ব্যবহার, প্রথা পদ্ধতি নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবমণ্ডলী এক অভিনব বিরাট লৌকিক সমাজে গঠিত হইবে, ইহা অসম্ভব। তাঁহারা বোধ হয় এখন স্বীকার করেন যে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি ধর্ম্মসাধনকে মুখ্য লক্ষ্য করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হয়েন, তবে ধর্ম্মসাধনের গভীরতা এবং পবিত্রতা অনুযায়ী সমাজ আপনা হইতেই সুসংস্কৃত হইয়া গঠিত হয়। অন্যথা সাক্ষাৎভাবে জাতীয় ভাবপ্রকৃতির বিরুদ্ধে সমাজসংস্কার অনুষ্ঠিত হইলে সমাজবিপ্লবই সংঘটিত হইয়া থাকে। আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববিদ্যাসমিতির

পর পর দুটী অধিবেশনে "ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির অন্তরায়" এবং "ব্রাহ্মধর্ম্ম—জাতীয় ও সার্ব্বভৌমিক" নামে দুটী প্রবন্ধপাঠ হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধলেখক প্রতিপন্ন করেন যে ব্রাহ্মসমাজ সমাজসংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াই আপনার উন্নতির অন্তরায় হইয়াছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ ১৮৬৬ সনে ব্রাহ্মসমাজের ঘোর দুর্দ্দিনে সমাজসংস্কার সমস্যার পুনরবতারণা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর দেশকাল ভেদে বিভিন্ন জাতির জাতীয় ভাবপ্রকৃতি সংরক্ষণের উপযোগিতা বিষয়ে আপনার মত ও সিদ্ধান্ত এই প্রবন্ধ দ্বারা সম্যকরূপে সমর্থিত হইয়াছে। প্রোক্ত উভয় প্রবন্ধলেখকই এক সময়ে সমাজসংস্কার পক্ষপাতী অতি উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহারা নিজ গার্হস্থ্য জীবনেও সংস্কার প্রবর্ত্তন এবং গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রবন্ধ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে তাঁহারা জাতীয় ভাবপ্রকৃতির বিরুদ্ধে সংস্কার প্রবর্ত্তনজনিত বিষময় ফলের ভুক্তভোগী হইয়া নিজেদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ যে অতীব সারবান্ এবং সমীচীন তাহার আর সন্দেহ হইতে পারে না। আশা হইতেছে ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী এবং পরিচালকগণ ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলকল্পে প্রাগুক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের সিদ্ধান্ত বিষয়ে আপনাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। সম্ভব, এই দুই প্রবন্ধের সময় হইতেই সমাজসংস্কারবিষয়ে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হইল। এখন কায়মনোবাক্যে আমাদের প্রার্থনা আপনি আরও দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সেই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া যান যাহাতে ব্রাহ্মমণ্ডলী বিজাতীয় ভাবপ্রকৃতিবর্জ্জিত হইয়া জাতীয়তা সংরক্ষণ পূর্ব্বক আপনার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া ধর্ম্মসাধন দ্বারা নিজনিজ জীবনে ধর্ম্মকেই জয়যুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন।

কলিকাতা। ১লা এপ্রিল, ১৮৯৬ সন। } গভীরশ্রদ্ধাবনত, শ্রীগুরুচরণ সমাদ্দার।

অশেষ ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়

কিয়দ্দিন হইল আমাদিগের সনাতন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীঅচ্যুতানন্দ স্বামী প্রচারোদ্দেশে এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন। প্রচারক মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে এদেশে প্রচারাভিলাষে আগমন করিতেছেন এবং এই সূত্রে তিনি এদেশে অনেকেরই নিকট সুপরিচিত হইয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও ধর্ম্মোপদেশশ্রবণপিপাসু ভদ্র মহোদয়গণ তাঁহার শুভাগমনে তাঁহার অমৃতময় রসনা-নিঃসৃত বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। এবং তদনুসারে অত্রত্য অভিনেতৃদলের সুবিস্তীর্ণ নাট্যশালায় তাঁহার বক্তৃতার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে দিন রবিবার না পড়ায় অত্রত্য কার্য্যালয় সমূহের সকল কর্ম্মচারী বক্তৃতায় যোগদান করিতে পারেন নাই। তথাচ স্বামীজীর প্রতি অত্রত্য সাধারণ লোকের এরূপ প্রগাঢ় আকর্ষণ যে এরূপ অনুপযুক্ত দিনেও অনেক আফিসের কর্ম্মচারী ও স্কুলের ছাত্র বক্তৃতায় যোগ দান করিতে বিরত হয় নাই। বক্তৃতার উপক্রমণিকায় স্বামীজীর বালক পুত্র বেদের কয়েকটী শ্লোক সুললিত স্বরে গান করেন। তৎপরে স্বামীজীর সুন্দর বক্তৃতা আরম্ভ হয়। এবার স্বামীজী "ধর্ম্মজীবনের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে এক সুন্দর ও সুললিত বক্তৃতা প্রদান করেন। সংস্কৃত প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বহুবিধ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রতি এদেশের লোকের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা বর্ত্তমান। সুতরাং এরূপ শাস্ত্রপ্রচারক দ্বারা যে এ দেশের বিশেষ উপকার সংসাধিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহাঁর নির্ম্মল ও সরল চরিত্র ও ইহাঁর বেদশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য সাধারণের অত্যন্ত আকর্ষণের সামগ্রী। সংস্কৃত ধর্ম্ম শাস্ত্রের ভিতরে একেশ্বরবাদিতা সম্বন্ধে যে অতুল রত্ন নিহিত রহিয়াছে শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব নিবন্ধন তাহা অতল জলধি-গর্ভে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃতশাস্ত্র-প্রধান দেশে এরূপ প্রচারকের নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা উপসংহারে এই প্রার্থনা করি যে আমাদের শ্রদ্ধার সামগ্রী আদি ব্রাহ্মসমাজ ও আমাদের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি কর্ত্তৃক প্রচার বিভাগের এই অভাব ক্রমশঃ বিদূরিত হউক।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজ সমস্তিপুর ৯ই আষাঢ় ১৩০৩ শক। } চির বিনয়াবনত দাস শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৭, জ্যৈষ্ঠ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৪৬৭।৴৬
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৩১৪২।৵৯
সমষ্টি	৩৬০৯৸ ৩
ব্যয় ...	৪৬৮। ৯
স্থিত ...	৩১৪১।৶৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত	
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন চারকেতা	
গবর্ণমেণ্ট কাগজ ...	৩০০০৲
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ...	১৩৪।৶৬
	৩১৪১।৶৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৪৪৸ ৬

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়	১০৲
" " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	১৫৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৭৸৬
	১৪৪৸৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৮৸৵০
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা	১২৲
" " নীলকমল মুখোপাধ্যায়, ঐ	৩৲
" " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঐ	৩৲
" " প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী, বালীগঞ্জ	৩৲
" " গৌরীশঙ্কর রায়, কটক	৩৵০
" " হেমাঙ্গচন্দ্র চৌধুরী, ময়মনসিংহ	৩৵০
তিন সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নগদ বিক্রয়	১৵০
	২৮৸৵০
পুস্তকালয়	৪।৴০
যন্ত্রালয়	২৮৭।৵০
গচ্ছিত	১।৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৷৷০
কমিশন	৵০
সমষ্টি	৪৬৭।৴৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৩৭।৶৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩০৻৩
পুস্তকালয় ...	৩৫৶০
যন্ত্রালয় ..	২৬৩৷৷৬
গচ্ছিত ...	২৴৬
সমষ্টি	৪৬৮।৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দ্দশ কল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।

৬৩৭ সংখ্যা ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৭। ১৮১৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮১৮ শক, ২৬ চৈত্র, বুধবার।

আত্ম-সংযম।

আত্ম-সংযমই ব্রহ্মোপাসনার প্রধান মন্ত্র, আত্ম-সংযমই ব্রহ্মোপাসনার সুরভি কুসুম। এই মন্ত্রে এই ফুলে যেমন পরব্রহ্মের পূজা হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। পরমেশ্বর শান্ত স্বরূপ, তাঁহার পূজা করিতে হইলে, হৃদয়ে তাঁহার সত্তা অনুভব করিতে হইলে, আমাদিগকে প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া চাঞ্চল্য-বিরহিত হইতে হইবে। যে কোন কারণেই হউক, মন যদি চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়, আত্মা যদি বিচলিত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মোপাসনা সুদূর-পরাহত হইবে। যে বাজিকর বংশদ্বয়ের প্রান্তে নিবদ্ধ রজ্জুর উপর একগাছি বেণুযষ্টি লইয়া চলিয়া যায়, তাহার দৃষ্টি কোথায় সংলগ্ন থাকে? তাহা কি তাহার হস্তস্থিত বেণুযষ্টির ঠিক্ মধ্য বিন্দুতে স্থিরীকৃত নহে? ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইলে আমাদের আত্মার চক্ষুকেও তেমনি ঠিক আত্মার অন্তর্নিহিত পরমাত্মায় অবিচলিত রাখিতে হইবে। এই ব্রহ্মোপাসনার পথে, মনের মধ্যে আত্মার মধ্যে যাহা যাহা প্রতিবন্ধক রূপে বিদ্যমান আছে, পূর্ব্ব হইতেই ঘোরতর তপস্যা দ্বারা তাহাদিগকে সরাইতে হইবে।

কাম হউক, ক্রোধ হউক, লোভ হউক, আর যাহাই হউক, সর্ব্ব প্রকার প্রতিবন্ধককেই উৎপাটিত করিতে হইবে, শুদ্ধ উৎপাটিত নয়, একবারে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হইবে। রঘুবংশকাব্যে কালিদাস একস্থানে একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন "যে স্থানের তৃণ লতা গুল্ম প্রভৃতি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই ভূমি হইতে সুন্দর তরু লতা ও বৃক্ষরাজি কি উৎপন্ন হয় না?" সেই প্রকার আমরা যদি ব্রহ্মোপাসনার পথস্থিত হৃদয়ের মলিন কামনা সকল—প্রতিকূল রিপু সকল ঈশ্বরের চক্ষের সমক্ষে, তপস্যাগ্নিতে—ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ বিদগ্ধ করিতে পারি, তবে এই মন এই হৃদয় এই আত্মা আর এক নবতর শ্রীধারণ করে। শ্মশানের পরিবর্ত্তে তথায় পারিজাত-শোভিত উদ্যান দৃষ্ট হয়। অতএব পরমেশ্বরে আত্মার সমাধান

করিবার পূর্ব্বেই যেন আমরা আত্ম-সংযম রূপ ঘোর তপস্যায় অনুক্ষণ প্রবৃত্ত থাকি। প্রতিকূল রিপু সকলকে নির্ম্মূল করিবার জন্য যেন দৃঢ়ব্রত হই। এই প্রতিকূল রিপুর মধ্যে ক্রোধ এক প্রধান রিপু। এই ক্রোধ প্রবল ঝটিকার ন্যায়। আকাশ প্রান্তে একটু কালমেঘ উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন ঝটিকা উত্থিত হইয়া প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে, প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর ফুল ফল তরু লতা প্রভৃতিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয় ক্রোধ রূপ প্রবল বাত্যা তেমনি হৃদাকাশে উত্থিত হইয়া, তত্রস্থ সমস্ত অত্যুন্নত সদ্ভাব একবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। কি দুর্দ্দিনই তখন সেখানে উপস্থিত—কি ঝঞ্ঝাবাত—কি বজ্রপাত! সেই বজ্রাগ্নির উত্তাপে ক্রোধী উন্মত্ত হইয়া উঠে। তখন তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য হিতাহিত জ্ঞান লজ্জা ভয় সকলি অন্তর্হিত হয়। তাহার মুখমণ্ডল তৎকালে অতি বিকট ও বিকৃত হইয়া উঠে। তখন যদি সে দর্পণে আপনাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে স্তম্ভিত হইয়া যায়। সেই বিষম সময়ে তাহার রসনা হইতে অতি কুৎসিত অশ্লীল কঠিন ও মর্ম্মভেদী বাক্য সকল উচ্চারিত হয়। তখন লঘু গুরু জ্ঞান থাকে না। তখন পিতা মাতা ও অপরাপর গুরুজনেরও অবমাননা করিতে সে সংকুচিত হয় না। সকল অপেক্ষা গুরুতর পাপ যে নরহত্যা ও আত্মহত্যা তাহাও তাহার দ্বারা সহজে অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্বান জ্ঞানী ব্যক্তিও এই ক্রোধের বশীভূত হইলে অপদার্থ হইয়া যান। সেই একটু সময়ের আত্ম-সংযমের অভাবে হয়ত তাহাকে চিরজীবন অসুখী হইতে হয়। কে না জানে যে এই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই অর্জ্জুন এক সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ভাগ্যে কৃষ্ণ ত্বরিতগতি তাঁহাকে নিবারিত করিয়া দিলেন, নতুবা কি অপরাধেই অর্জ্জুন অপরাধী হইতেন। ক্রোধের সময়ে ক্রোধীর ত এইরূপ যন্ত্রণা। ক্রোধাবসানেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। ক্রোধকালীন নিজ মুখবিনির্গত বাক্য ও নিজকৃত কার্য্য সকল স্মরণ-পথে উদিত হওয়াতে তাহাকে পুনঃ পুনঃ বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা সহ্য করিতে হয়। অনুশোচনায় তাহার প্রাণ অস্থির হয়। সেই যন্ত্রণায় যাহার চেতনা হয়, এমন কর্ম্ম আর করিব না বলিয়া তখন যিনি প্রতিজ্ঞা করেন, এবং যাবজ্জীবন তাহা প্রতিপালন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন, তিনিই বাঁচিয়া যান। তিনিই জীবন্ত মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পান। যে কঠিন-হৃদয় ব্যক্তি তাহা না করে, তাহার যন্ত্রণার আর শেষ থাকে না। চির জীবন তাহাকে জ্বলিতে হয়। প্রচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় তাহার হৃদয় হইতে দিবা রাত্রি এক গূঢ় যন্ত্রণার ধূম উত্থিত হইয়া তাহার চক্ষের ও বক্ষের পীড়া উৎপাদন করে। অতএব এই ক্রোধকে কোন রূপেই পোষণ করিয়া রাখা উচিত নয়। ক্রোধের প্রথম আক্রমণের বেগ মন্দীভূত হইলে, শত্রুকে চিরদিন কষ্ট দিবার ইচ্ছা যখন স্থায়ী রূপে হৃদয়ে উদিত হইতে থাকে, তখন বলপূর্ব্বক এই অসদিচ্ছাকে দূর করিতে হইবে। তখন নানা বিষয় মনে মনে বিচার করিতে হইবে। তখন দেখিতে হইবে নিজের ক্রোধের কোন প্রকৃত মূল আছে কি না? কারণ দেখা যায়, অনেক সময় আমাদের ক্রোধ নিজের কল্পনা ও ভ্রান্তি হইতে উদ্ভূত হয়। যদি তাহাই প্রতিপন্ন হয়, তবে কল্পনাসিদ্ধ শত্রুর

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। তাহাতে লজ্জা বা অপমান বোধ করা উচিত নয়। আর যদি শত্রুর অপরাধ প্রকৃত বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে কৌশল ক্রমে প্রতীকার মাত্র প্রার্থনীয়। প্রতিহিংসায় কি ফল? তাহা হইলে তোমার অপরাধ শত্রু হইতেও অধিকতর হইবে। শত্রুকে চিরশত্রু করিয়া রাখা অপেক্ষা তাহাকে বন্ধু রূপে পরিণত করাই যুক্তিসংগত।

ক্রোধ দমনে কৃতকার্য্য হইতে হইলে, এই কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করিতেই হইবে। প্রতিপক্ষ ক্রোধ-পরবশ হইয়া অতি কঠিন বজ্রসম কথা কহিলেও তুমি একটি কথাও কহিও না। পূর্ব্ব হইতেই সাধনা দ্বারা বাক্‌সংযম অভ্যাস করিয়া রাখিতে হইবে। শত্রুকে সময় দিবে। সময়ে তাহার চৈতন্য উদয় হইতে পারে। অনুতাপও আসিতে পারে। যদি ইহাতেও কৃতকার্য্য না হও, বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে মধ্যস্থ রাখিয়া বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করিবে। কদাচ ক্রোধ-সর্পকে হৃদয়-, উদ্যানে পুষিয়া রাখিবে না। সেই জ্ঞানীর কথাই যথার্থ, যিনি বলিয়াছেন "সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই তোমার ক্রোধ যেন অস্তমিত হয়।" সততই ক্ষমা অভ্যাস করিবে। ক্ষমা, নদীর উপর সেতু স্বরূপ। উহা স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া দিলে আপনারই চলিবার পথ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ আমাদের সকলেরই অন্যের নিকট অপরাধী হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং আমরা সকলেই কোন না কোন সময়ে ক্ষমা পাইবার যোগ্য। আর একটি পবিত্র কথা আমার মনে পড়িল "তোমার চক্ষুও যদি তোমার পীড়াদায়ক হয়, তাহাকেও উৎপাটন করিও"। অর্থাৎ শত্রুকে স্মরণ-পথ হইতে একবারেই দূর করিয়া দিও। তাহাকে কোন মতে স্মরণ-পথে আসিতে দিও না। হৃদিস্থিত দুষ্ট ব্রণকে উন্মূলিত করিবার এই এক অতি উত্তম উপায়। তাহাতে যথেষ্ট শান্তি অনুভব করিতে পারিবে। আর যদি একান্ত শত্রুকে স্মরণ কর তবে তাহার শুভ বুদ্ধির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও। ইহা সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ উপায়। ইহাতে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল সাধিত হইবে। স্মরণে রাখিও ভ্রম প্রমাদ মনুষ্য প্রকৃতিতে সহজে ঘটে। ক্ষমা দেবপ্রকৃতির লক্ষণ। অতএব আমরা যেন দেব-প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া সুখী হই। আর একটি কথা এই, সর্ব্বদা ক্ষমাশীল লোকের সংসর্গে থাকা ও তাঁহাদের জীবন চরিত পাঠ করা উচিত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাত্মা সক্রেটিস ও প্রাতঃস্মরণীয় অশোক রাজার পুত্র কুনাল প্রভৃতির জীবনচরিত পাঠে কাহার হৃদয়ের উৎকর্ষ না সাধিত হয়? দুর্য্যোধন চিরজীবন ধর্ম্মরাজকে দগ্ধ করিল, জেন্‌টিপি আজীবন সক্রেটিসকে যন্ত্রণা দিয়া অসুখী করিল, কুনালের বিমাতা তাঁহার দুই চক্ষুঃ উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে চির-অন্ধ করিল। তথাপি তাঁহাদের ধৈর্য্যের অবসান হইল না। অতএব পরব্রহ্মের সহিত যোগ সাধন করিতে হইলে, আমাদেরও ঐরূপ ধৈর্য্যশীল, সংযমী অক্রোধ, এবং ক্ষমাশীল হইতে হইবে। নতুবা ব্রহ্মসাধন অসাধ্য হইয়া উঠিবে। প্রশান্ত আত্মাতেই পরমেশ্বর আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অন্যত্র তিনি প্রকাশিত হয়েন না।

হে পরমেশ্বর! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আত্ম-সংযম শিক্ষা দাও। আমরা অতি দুর্ব্বল। কতবার প্রতিজ্ঞা

করি, এই ক্রোধ শত্রুকে দমন করিবই করিব, আবার প্রতিহত জলস্রোতের ন্যায় কোথায় গিয়া পড়ি। হে সর্ব্বশক্তিমান্—হে দয়াময়! কৃপা করিয়া তোমার অনন্ত শক্তির একটুখানি আমাকে দাও, যাহার সাহায্যে ক্রোধ-শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া, আমি তাহাকে চিরদিনের জন্য দগ্ধ বিদগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারি।

হে দেব! রিপুকুলের খরতর তাপ আর সহ্য করিতে পারি না। সুশীতল ছায়া তুমি—তুমি যে যুড়াইবার স্থান—তুমি আমাকে তোমার চরণের সুশীতল ছায়ায় স্থান দান কর। অনাথনাথ! আর সংসার-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না, তোমার স্নেহময় হস্ত একবার আমার দগ্ধ আত্মায় রাখ, আমি কঠিন যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই। কোথা তুমি—কোথা তুমি! দেখা দাও—দেখা দাও। আমাকে উদ্ধার কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

১০। তত্ত্ববোধিনী সভা।

বেদের প্রতি মূর্ত্তিমতী শ্রদ্ধা যখন শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরে প্রবেশ করিল, তখন তিনি বেদবেদান্ত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন এবং প্রধানতঃ শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বালোচনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবার নিমিত্ত ১৭৬১ শকে ২১ আশ্বিনে একটী সভা স্থাপন করিলেন। তাহার নাম হইল তত্ত্ববোধিনী সভা। "এই সভার অধিবেশন প্রথম প্রথম অতি ক্ষুদ্রাকারে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজ বাটীর এক নিভৃত প্রকোষ্ঠেই সাধিত হইত। প্রতি মাসে এই সভার অধিবেশন হইত। এক এক ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট মত বক্তৃতা পাঠ করিলে অন্যান্য আলোচনা হইত। (১) "যদিও প্রথমে অতি অল্প সংখ্যক সভ্য লইয়া এই সভার কার্য্য আরম্ভ হয়, কিন্তু ক্রমে বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর, নদীয়ার রাজা শ্রীশচন্দ্র রায়, বিখ্যাত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি গণ্য মান্য ধনী বিদ্বান ব্যক্তিগণ ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। (২)

তত্ত্ববোধিনী সভার "প্রথমে দশজন মাত্র সভ্য হয়। ইহার সমস্ত খরচের নিমিত্ত প্রত্যেক সভ্যকে স্বস্ব আয়ের চৌষট্টি ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ টাকায় এক পয়সা করিয়া দিতে হইত। প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের * * এবং সর্ব্বশেষে সমাজগৃহ স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব্বে ৺ রমানাথ ঠাকুরের ভবনে ইহার অধিবেশন হইত। উক্ত শকের ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। এক দিবস সন্ধ্যাকালে তাঁহার সমভিব্যাহারে ৺অক্ষয় কুমার দত্ত সভা দেখিতে যান। ঐ প্রসঙ্গে মহানুভব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পরিচিত হন। * * ইহার অব্যবহিত পরে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য মনোনীত হন।" (১) ১৭৬১ শকে ইহার বাৎসরিক আয় ২৪৭৩ টাকা ছিল, ১৭৬৭শকে ৩৪৭৬ টাকা হইয়াছিল।

যখন তত্ত্ববোধিনী সভা তত প্রবল

---

(১) সমীরণ শ্রাবণ ১৩০২।
(২) দাসী, নবেম্বর, ১৮৯৫।
(১) শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত অক্ষয় চরিত।

হয় নাই, তখন তদানীন্তন প্রধান রাজনৈতিক সভা (ভারতবর্ষীয় সভা) এক জন ইংরাজ সভাপতির নেতৃত্বে মাঝে মাঝে বিধবাবিবাহের উপায় বিধান, বহু-বিবাহ নিবারণ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে "তত্ত্ববোধিনী সভা নব্য দলের ধর্ম্ম-প্রণালী সংস্থাপিত করিলেন এবং একজন সুবিজ্ঞ বাঙ্গালী (৺ রামগোপাল ঘোষ) ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি হইয়া রাজকার্য্য বিষয়েই সভার স্থির দৃষ্টি জন্মাইলেন।"(৩)

প্রথম প্রথম তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ পৃথক্‌ভাবে একই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছিল। ক্রমে ১৭৬৩ শকে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার মিলন সাধিত হইল। এই মিলন সম্বন্ধে শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—"ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার যোগের অগ্রে ব্রাহ্মসমাজ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল—স্পন্দহীন হইতেছিল ; তাহার যতদূর দুর্গতি হইতে পারে, তাহা হইয়াছিল। যখন তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত তাহার পরিণয় হইল,তখন তাহার প্রাণ-সঞ্চার হইল। ১৭৬৩ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত যোগ না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কি পরিণাম হইত তাহা বলা যায় না। হয় তো আমরা ইহার কিছুই দেখিতে পাইতাম না। রামমোহন রায়ের এক ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল, আমরা সেখানে অধ্যয়ন করিয়াছি। কিন্তু তাহা এখন কোথায় ? হয় তো ব্রাহ্মসমাজের দশা সেই প্রকার হইত। তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত সংযোগের সময়ে এই আন্দোলন হইল যে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকা আবশ্যক কি ইহা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া যাইবে ? নির্দ্ধারিত হইল যে তত্ত্ববোধিনী সভার উপাসনাকার্য্য ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিবে এবং তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধারণ করিবে। সেই অবধি তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক উপাসনা রহিত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মসমাজের মাসিক সমাজ ধার্য্য হইল ; এবং ২১ আশ্বিনে তত্ত্ববোধিনী সভার যে সাম্বৎসরিক উপাসনা হইত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ যে দিবসে এখানে উঠিয়া আইসে, সেই দিবস ধরিয়া ১১ মাঘে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ পুনর্ব্বার আরম্ভ হইল।" (৪)

এখন হইতে ব্রাহ্মসমাজ উপাসনাসভা এবং তত্ত্ববোধিনী প্রচারসভা হইল। এই মিলনের পূর্ব্বেই তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থাপক ব্রাহ্মসমাজের গুরুভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত।

ক্রমে ১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্রে ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্রস্বরূপ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। "কোন্ ব্যক্তিকে ইহার সম্পাদকতার ভার অর্পণ করা যায় এই গুরুতর বিষয়টী সভার বিবেচ্য হইলে অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, প্রার্থীগণ 'বেদান্ত ধর্ম্মানুরাগী সন্ন্যাস ধর্ম্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ' এই বিষয়টী অবলম্বন পূর্ব্বক এক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন। যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তিনিই সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইবেন। ভবানীচরণ সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কৃত-

(৩) এডুকেশনগেজেট ৬ আষাঢ় ১৩০৩।

(৪) পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত।

বিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার প্রতিযোগিতা হয়। অক্ষয় বাবুর প্রবন্ধটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইল, ইনিই ঐ-কার্য্যে নিযুক্ত হন।" তখন এই পদ গ্রন্থ-সম্পাদকের পদ বলিয়া উল্লিখিত হইত। (২)

এই পত্রিকাতে ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা, এবং ব্রহ্মজ্ঞানের আকর উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ সকল ও তাহার ব্যাখ্যা প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহাতে ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ সকলও প্রকাশিত হইতে লাগিল, কারণ ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের সহিত ভারতীয় পুরাতত্ত্বও বিশেষ ভাবে জড়িত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে উহার প্রথম সংখ্যায় যে ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এত উৎকৃষ্ট যে আমরা তাহা সমগ্র উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

"কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য্য অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন অতএব তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎপত্রিকার সৃষ্টি করিলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এস্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

"তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্ব্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনা এবং উন্নতি কি প্রকারে হইবেক? অতএব তাঁহারদিগের এ সকল বিষয়ের অবগতি জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য্যবিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।

"অনেক সভ্য দূরদেশ বশতঃ বা শরীরগত অসুস্থতা হেতু বা কোন কার্য্যক্রমে অথবা অন্যকোন দৈববিপাকে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ তাঁহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক।

"মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবেক। পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমারদিগের শাস্ত্রের সারমর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক। বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

"কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

"বৈষয়িক সম্বাদ পত্রে পরমার্থঘটিত রচনা প্রকাশের প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানি ব্যক্তি আপনারদিগের অভিলষিত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন, অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ হইয়া তাঁহারদিগের সে খিন্নতা এইক্ষণে নিবৃত্ত হইল এবং সর্ব্বসাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞান আলোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল।

(২) অক্ষয় চরিত শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত।

"এই অমূল্য পত্রিকা তাহার চিরজীবন এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রতিমাসের প্রথম দিবসে উদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের এবং তাহারদিগের বন্ধুগণের মনোরঞ্জন করিবেন। যদি তাহারদিগের স্নেহের দ্বারা এই পত্রিকার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় তবে তৎকালে ইহার সমাচার দেওয়া যাইবেক।" (১)

এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশ হইতেই ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার সম্পাদকতা-ভার প্রাপ্ত হয়েন। "তত্ত্ববোধিনী যে শুদ্ধ ধর্ম্ম-প্রধান পত্রিকা না হইয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত, দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি ভূরি ভূরি উপাদেয় জ্ঞানময় বিষয়ের আধার হইয়া উঠে, তাহা অক্ষয় বাবুরই ঐকান্তিক উৎসাহ, আন্তরিক চেষ্টা ও প্রগাঢ় পরিশ্রমের ফল।

"১৭৬৫ হইতে ১৭৭৭ শকাব্দ দ্বাদশ বৎসর কাল একাদিক্রমে ইনি সাতিশয় নৈপুণ্য সহকারে পত্রিকার সম্পাদকতা কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া উহাকে কতদূর শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ও পরম পদার্থ করিয়া তুলিয়াছিলেন, ও তদ্দারা বঙ্গদেশের এমন কি, ভারতবর্ষের কীদৃশ শুভসাধন হইয়াছে, সে কথা সাধারণের স্মৃতিপথ হইতে কখন তিরোহিত হইবার নয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ প্রগাঢ় রচনাবিশিষ্ট পত্রিকা বিদ্যমান ছিল না।" (২)

তত্ত্ববোধিনীর প্রতি অক্ষয় বাবুর এত দূর স্নেহ জন্মিয়াছিল যে, যদিও "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা সম্পাদন দ্বারা অক্ষয় বাবুর আর কিছু অধিক হইত না, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কার্য্যা-ন্তর পরিহার পূর্ব্বক নিয়তই উহার উন্নতি-বর্দ্ধনার্থ চেষ্টা করিতেন। ঐ চেষ্টা সফল করণাশয়ে স্বয়ং নানাবিধ ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, ফরাসীভাষা শিক্ষা করেন, এবং মেডিকেল কলেজে গমন করিয়া দুই বৎসর কাল রসায়ন ও উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রের উপ-দেশ গ্রহণ করেন।" (৩)

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ জন গ্রাহক ছিল; তাহা কেবল এক অক্ষয় বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না। পুনর্ব্বার ই-হাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার চাই; তখন ইহার আদর আরো বৃদ্ধি হইবে।" (৪)

অক্ষয় বাবুর যত্নে যে তত্ত্ববোধিনী পত্রি-কার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল তাহা তত্ত্ববোধিনী সভা প্রকাশ্যভাবেই স্বীকার করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। "গ্রন্থসম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষদিগকে ধন্য-বাদ দেওয়া যায়, কারণ তাঁহাদিগেরই বিশেষ পরিশ্রমে গত বৎসর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উৎকর্ষ হেতু সভার উন্নতি হই-য়াছে।" এই প্রস্তাব ১৭৭২ শকের ৩১ শে বৈশাখ তারিখে তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎ-সরিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোষকতায় শ্রীযুক্ত জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের অবতারণায় গৃহীত হয়। কিন্তু "অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর

(১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১ম সংখ্যা ১৭৬৫ শক, ভাদ্র।

(২) বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত, শ্রীমহেন্দ্র-নাথ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত।

(৩) বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত।

(৪) পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত।

সংশোধন করিয়া দিতেন। অক্ষয় বাবু কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সংশোধনের অতীত হইয়া অসাধারণ প্রভায় দীপ্তি পাইয়াছিলেন।" (১)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পূর্ব্বোক্ত ঘোষণাপত্রে ব্রহ্মোপাসনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা, ও তাহাই দেখাইবার জন্য আমাদের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম প্রচার করা' ইহার এক উদ্দেশ্য বলিয়া লিখিত আছে, তখন স্পষ্টই দেখিতেছি যে, জাতীয় ভাবই প্রথম হইতে তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার অস্থিমজ্জারূপে বর্ত্তমান ছিল। "সচরাচর অনেকেই বলিয়া থাকেন যে এদেশীয় লোকেরা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, আর ইহাঁরা যাহা কিছু করিতে পারেন, তাহাও অপরের অনুকৃতিমাত্র হয়। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভা এবং ভারতবর্ষীয় সভা (রাজনৈতিক) এই দুইটিই অপরের সহায়তা অথবা অনুকৃতির ফল নহে। ঐ দুই সভার দ্বারাই হিন্দুসমাজের ভাবি পরিবর্ত্তসমূহের বীজ উপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র সহায়তার অপেক্ষা করা হয় নাই।" (১)

এই পত্রিকা সর্ব্বপ্রথম এক বৎসরও থাকিবে কি না সন্দেহ ছিল, কিন্তু একমাত্র সদ্বিষয় প্রকাশের অটল চেষ্টারূপ ব্রহ্মচর্য্য-বলে ইহা আজ ৫৩ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৫৪ বৎসরে পড়িতে চলিয়াছে।

"গ্রন্থ সভা।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের কয়েক বৎসর পরে ১৭৬৯ শকাব্দায় শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর "এসিয়াটিক সোসাইটী" কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে এক গ্রন্থসভা (Paper Committee) সংস্থাপিত করেন এবং সেই সভাতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে যে সকল প্রবন্ধ ছাপাইবার উপযুক্ত, তাহাই বিবেচিত হইত। এই সভার পাঁচ জনের অধিক সভ্য (গ্রন্থাধ্যক্ষ) সংখ্যা থাকিত না। একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে অপর একজন মনোনীত হইয়া তাঁহার স্থান পূর্ণ করিতেন। ৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৺পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৺ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ৺ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, সভাবাজারের রাজবাটীর শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ৺ শ্রীধর ন্যায়রত্ন, ৺রাধাপ্রসাদ রায় এবং শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার সভ্য ছিলেন। এই সভাতে ব্রাহ্ম, অব্রাহ্ম সকলকেই উপযুক্ত হইলেই গ্রহণ করা হইত। সভার নিয়ম এই ছিল যে পত্রিকার জন্য প্রেরিত প্রবন্ধ অধিকাংশের মনোনীত হইলে আবশ্যকমত পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়া প্রকাশিত হইবে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, বিদ্যাসাগর মহাশয় অথবা শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও কোন প্রবন্ধ প্রেরণ করিলে অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে তাহা প্রকাশিত হইত। (২)

তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ হইবার জন্য প্রবন্ধগুলি গ্রন্থ সভা দ্বারা বিচারিত হইত। ইহা দ্বারা বঙ্গভাষার যে কতদূর উপকার হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। এখন অসহিষ্ণুতার কাল। এখন পূর্ব্ববৎ কোনরূপ

(১) বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ২৫ এবং বাবু নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত অক্ষয় চরিত পৃঃ ২০। ২১।

(১) এডুকেশন গেজেট আষাঢ় ১৩০৩।

(২) নকুড় বাবুর অক্ষয়চরিতে উদ্ধৃত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্য বিবরণ দেখ।

সভা দ্বারা প্রবন্ধাদি বিচারিত হওয়া এক-প্রকার অসম্ভব। ক্রমশঃ

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

(চতুর্দ্দশ প্রস্তাব)

দশরথের মৃত্যু ও রামচন্দ্রকে আনয়নার্থ ভরতের বনগমন।

পুত্র-নির্ব্বাসনের দারুণ শোকে দশরথ একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। রামকে বিদায় দিবার পর হইতে ষষ্ঠ রজনীর অর্দ্ধযামে অন্ধ-মুনির পুত্রবধরূপ মহাপাপের স্মৃতি মানসপটে উদিত হইয়া রাজাকে বিমোহিত করিয়া তুলিল। সে বেগ তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। সে রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই প্রাণবায়ু রাজার দেহ হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজভবন মহিষীগণের ক্রন্দনরবে আকুল হইয়া উঠিল। কৌশল্যা দশরথকে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায় শুষ্ক সাগরের ন্যায় নিরীক্ষণ ও তাঁহার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া অবিরল অশ্রুপাত ও কৈকেয়ীর নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন।

কৌশল্যা রাজা দশরথের দেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন দেখিয়া অমাত্যেরা তাঁহাকে তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গেল; এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজগণের আদেশে মৃত শরীর তৈল কটাহে রক্ষিত হইল ও ভরতকে মাতামহালয় হইতে আনয়নার্থ দূত প্রেরিত হইল।

দূতগণ অশ্বারোহণে অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মালিনী নদী অতিক্রম পূর্ব্বক অপরতাল দেশের পশ্চিম দিয়া প্রলম্ব দেশের উত্তরে যাইতে লাগিল। অনন্তর পাঞ্চাল দেশে উপনীত ও হস্তিনাপুরে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিল। এবং ক্রমান্বয়ে শরদণ্ডা ইক্ষুমতী নদী পার হইয়া বাহ্লীক দেশের মধ্য দিয়া বিপাশা ও শাল্মলী নদীর বহু দূরে গিরিব্রজ নগরে প্রবেশ করিয়া ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, আপনাকে অযোধ্যা যাইতে হইবে, কালাতিক্রমে বিঘ্ন ঘটিতে পারে এখন কোন এক কার্য্য উপস্থিত। ভরত কেকয়রাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র কম্বল, ব্যাঘ্রের ন্যায় বলসম্পন্ন বৃহৎকায় কুক্কুর প্রভৃতি উপহার লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সাত রাত্রি পথে অতিবাহিত হইয়া গেল। তিনি উৎকণ্ঠিত মনে বৈজয়ন্ত দ্বার দিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন।

মাতার মুখে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার বনগমন ও তজ্জনিত রাজা দশরথের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে ভরত ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। মাতাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া কহিলেন, নৃশংসে! তুই এখনই এ রাজ্য ত্যাগ করিয়া দূর হইয়া যা, তুই অধর্ম্মী, লোকান্তরিত স্বামীর উদ্দেশে তোর রোদন করিবার অধিকার নাই। রাজ্যকামুকি! তুই আমার মাতৃরূপিণী শত্রু, পতিঘাতিনি! তোর পাপেই আমি পিতৃহীন ভ্রাতৃহীন এবং লোকের ঘৃণার পাত্র হইলাম। সম্মুখে কৌশল্যাকে আসিতে দেখিয়া তিনি তাঁহার পদতল স্পর্শ করিয়া কহিলেন আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, আমি ইহার কিছুই জানি না, এই বলিয়া নানা রূপ শপথ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যাও ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে স্নেহভরে অঙ্কে লইয়া ভর্ত্তৃউদ্দেশে ও রামশোকে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বশিষ্ঠ আসিয়া ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! বৃথা শোকে ফল কি; দশরথের দেহ দাহ করিবার সময় উপস্থিত, তুমি তাহার উদ্যোগ কর। ভরত অগত্যা সম্মত হইলেন। রাজদেহ চিতামধ্যে স্থাপিত হইল। প্রজ্বলিত হুতাশনে ক্ষণকালের মধ্যে রাজশরীর পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গেল। যথা নিয়মে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে ভরত ও শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রকে অরণ্য হইতে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য মন্ত্রণা করিতেছেন ইত্যবসরে কুব্জা দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া ভূষণে বিভূষিত হইয়া রজ্জুবদ্ধা বানরীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ভরত সেই পাপকারিণী কুব্জাকে দেখিয়া নির্দ্দয়ভাবে গ্রহণ করিয়া শত্রুঘ্নের নিকট আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, যাহার জন্য আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিল এই সেই পাপীয়সী কুব্জা; এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই কর। শত্রুঘ্ন কুব্জাকে ভূতলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহার আর্ত্তস্বরে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ভরত শত্রুঘ্নকে রোষাবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন স্ত্রীলোককে বধ করিতে নাই ক্ষমা কর। দেখ যদি রাম মাতৃঘাতক বলিয়া আমার উপর ক্রোধ না করিতেন, তাহা হইলে আমি দুষ্টা কৈকেয়ীকে বিনাশ করিতাম। এক্ষণে তুমি কুব্জাকে বধ করিলে তিনি আর কখনই আমাদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিবেন না। (পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন রামের নৈতিক চরিত্র কি উচ্চ আদর্শে চিত্রিত।)

এদিকে বহুসংখ্য বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া ভরতকে কহিলেন, রাম ও লক্ষ্মণ নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, আপনি এক্ষণে আমাদের রাজা হউন। ভরত কহিলেন রাম আমাদের জ্যেষ্ঠ—তিনিই রাজা হইবেন, আমি স্বয়ং বন হইতে রামকে আনয়ন করিব। রামকে অরণ্য হইতে ফিরাইতে না পারিলে আমিও তাঁহার সহিত অরণ্যে অবস্থান করিব। এই বলিয়া তিনি সুমন্ত্রকে অরণ্যযাত্রার আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন।

একদিবসের মধ্যে গমনের সমস্তই প্রস্তুত হইল। ভরত মন্ত্রী পুরোহিত ও মাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া সসৈন্যে রামের উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে নিষাদরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহারই সাহায্যে ভাগীরথীর অপর পারে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইলেন,এবং ভরদ্বাজের আশ্রম নিকট জানিয়া কৌষেয় বস্ত্র পরিধানে বশিষ্ঠকে পুরোবর্ত্তী করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি তাঁহাদিগকে আতিথ্য সৎকারে প্রীত করিলে তাঁহারা তাঁহার নিকট রামের সন্ধান পাইয়া চিত্রকূট পর্ব্বত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অদূরে চিত্রকূটের পাদদেশে মন্দাকিনী প্রবাহিত। চারিদিকে কিন্নর জাতির অধিকার। ভরত অরণ্যের ভিতরে ধূমশিখা দেখিয়া সেই দিকই লক্ষ্য করিয়া পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাপস-নিবাস-সদৃশ এক পর্ণশালার ভিতরে চীরপরিহিত রামচন্দ্রকে দেখিয়া ভরত দুঃখাবেশে তৎসমীপে ধাবিত হইলেন। নিকটে পৌছিয়া, আর্য্য! এই কথা একবার উচ্চারণ করিবামাত্র বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। রাম ও লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নকে সম্মুখীন দেখিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দশরথের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে রামের

শোকাবেগ আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ক্রমে বশিষ্ঠ ও রাজমাতাগণ তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামের অবস্থা বিপর্য্যয় দৃষ্টে তাঁহাদের শোকের সীমা রহিল না। অনন্তর তাঁহারা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলে, ভরত সুহৃজ্জন সমক্ষে রামকে কহিলেন আর্য্য। পিতা যে রাজ্য দিয়া আমার জননীকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তাহা আপনারই সমুচিত হইতেছে। রাম আপন অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। বশিষ্ঠ ও জাবালির সকল অনুরোধ ব্যর্থ হইল দেখিয়া ভরত প্রায়োপবেশনের সংকল্প করিয়া কহিলেন, যতদিন আপনি অযোধ্যায় প্রতিগমন না করিবেন, আমি এই পর্ণকুটীরের সম্মুখে অনাহারে শয়ন করিয়া থাকিব। রাম কহিলেন ভরত! পিতৃসত্য হইতে বিরত হওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ভরত রামের দৃঢ়তা দেখিয়া কহিলেন তবে আপনি পদতল হইতে কনকখচিত পাদুকা উন্মুক্ত করুন। আমি সমস্ত রাজ্যব্যাপার ঐ পাদুকাকে নিবেদন পূর্ব্বক আপনার প্রতীক্ষায় নগরের বাহিরে চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত করিব; এবং এইকাল অতিবাহিত হইলে যদি অযোধ্যায় আপনার দর্শন না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হুতাশনে আত্ম-সমর্পণ করিব।

রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলে ভরত রামের পাদুকা মস্তকে ধরিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বজন সহ অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং অযোধ্যায় পৌঁছিয়া নন্দীগ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে চিত্রকূটনিবাসী তাপসেরা খর নামক এক রাক্ষসের দৌরাত্ম্যে সেই আশ্রমভূমি পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি কণ্বের তপোবনে যাইতে কৃতসংকল্প হইয়া রামকে কহিলেন, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল, ঐ দুরাত্মা তোমার উপরেও উপদ্রব করিবে। রাম তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে পারিলেন না। তিনি ও নানা কারণে ঐস্থান পরিত্যাগ করিয়া অত্রির আশ্রমে গমন করিলেন। অত্রি তাঁহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে গ্রহণ করিলেন। এবং স্বীয় পত্নী অনসূয়াকে দেখাইয়া কহিলেন, রাম তুমি ইহাঁকে জননীর ন্যায় দেখিও। ইহাঁর তপোবল নিতান্তই অদ্ভুত। সীতা তাঁহাকে প্রণিপাত করিলে ঋষিপত্নী জানকীকে পাতিব্রত্য সম্বন্ধে যে কয়েকটি উপদেশ দেন তাহা বাস্তবিকই সুন্দর। অনন্তর রাম মহর্ষিকে বনান্তর প্রবেশের পথ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দুর্গম অরণ্য গমনের পথ দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, যে মনুষ্যাশী রাক্ষস ও হিংস্র জন্তুগণ এই মহারণ্যে নিরন্তর বাস করে। রাম জানকীর সহিত মেঘমণ্ডলে সূর্য্যের ন্যায় গহন কাননে প্রবেশ করিলেন।

এই স্থানেই বাল্মীকিরচিত ১১৯ সর্গাত্মক অযোধ্যাকাণ্ডের পরিসমাপ্তি হইল। সুবৃহৎ সমগ্র কাণ্ডের ভিতরে প্রথম অধ্যায়ের ৭ শ্লোক ভিন্ন রামের অবতারত্ব সংস্থাপক আর দ্বিতীয় শ্লোক নাই। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে ঐ শ্লোক আদৌ বাল্মীকির রচিত নহে কেননা অবতার সংস্থাপনের দিকে আদৌ বাল্মীকির লক্ষ্য ছিল না।

কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণ উদ্‌ঘাটন কর, দেখিবে ঐকাণ্ডের ৯ম অধ্যায়ে রামের অন্বেষণ মানসে অরণ্যের ভিতরে গিয়া রামচন্দ্রের আশ্রম দেখিয়াই ভরত বলিতেছেন

অহো স্বধন্যোঽহমমূনি রামপাদারবিন্দাঙ্কিতভূতলানি,
পশ্যামি যৎ পাদরজো বিমৃগ্যং ব্রহ্মাদিদেবৈঃ শ্রতিভিশ্চ
নিত্যম্। ৩য় শ্লোক।

আমি ধন্য হইলাম, কেন না ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বেদগণের অন্বেষণীয় শ্রীরামের চরণকমলচিহ্নিত ভূভাগ সকল সন্দর্শন করিতেছি। অতঃপর ভরতের সহিত রামের সাক্ষাৎ হইল। নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রদর্শনেও রামকে অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত করিতে অক্ষম হইয়া ভরত প্রায়োপবেশনে উদ্যত; রাম বিষম গোলযোগ দেখিয়া কটাক্ষ দ্বারা বশিষ্ঠকে ইঙ্গিত করিলেন। গুরুদেব নির্জ্জনে ভরতকে ডাকিয়া কহিলেন—

বৎস গুহ্যং শৃণুষ্বেদং মম বাক্যং সুনিশ্চিতম্
রামো নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মণা যাচিতঃ পুরা
রাবণস্য বধার্থায় জাতো দশরথাত্মজঃ
যোগমায়াপি সীতেতি জাতা জনকনন্দিনী—
শেষোঽপি লক্ষ্মণো জাতো রামমন্বেতি সর্ব্বদা
রাবণং হন্তুকামাস্তে গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
কৈকেয্যা বরদানাদি যৎযন্নিষ্ঠুরভাষণম্
সর্ব্বং দেবকৃতং নোচেদেবং সা ভাবয়েৎ কথম্
তস্মাত্ত্যজাগ্রহং তাত রামস্য বিনিবর্ত্তনে। ৪৬ শ্লোক।

"বৎস! আমার বাক্যে সুনিশ্চিত গুহ্যতত্ত্ব শ্রবণ কর; রাম সাক্ষাৎ নারায়ণ,রাবণবধের জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনায় দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ; যোগমায়া জনকতনয়া সীতারূপে উৎপন্না। অনন্তদেবও লক্ষ্মণ রূপে আবির্ভূত হইয়া রামের অনুগামী আছেন। অতএব রাবণ বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইঁহারা তিনজনে বনে যাইবেনই সংশয় নাই। কৈকেয়ী বর প্রার্থনা প্রভৃতি যে যে নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছেন তৎসমস্তই দেবকৃত, নতুবা এরূপ বলা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভবে? অতএব রামকে নিবৃত্ত করিবার আগ্রহ পরিত্যাগ কর"। ভরত গুরুমুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং রামের পাদুকা লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তখন কৈকেয়ী কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে নির্জ্জনে বলিলেন তোমার মায়ায় মোহিতচিত্ত হইয়া তোমার রাজ্যবিঘ্ন ঘটাইয়াছি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি সাক্ষাৎ পরমাত্মা সনাতন অব্যক্ত বিষ্ণু, মায়া-মনুষ্যরূপে তুমি অখিল জগৎ মোহিত করিতেছ।

ত্বদধীনমিদং বিশ্বমস্বতন্ত্রং করোতি কিম্।"

জগৎ তোমার অধীন, অস্বতন্ত্র জগৎ কি করিতে পারে? * * আজ আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি, হে জগন্নাথ আমাকে পরিত্রাণ কর।

"ছিন্ধি স্নেহময়ং পাশং পুত্রবিত্তাদিগোচরং।"

তুমি পুত্রবিত্তাদিগত মদীয় স্নেহময় পাশচ্ছেদন কর। রাম উত্তরে কহিলেন তুমি যাহা বলিলে সমস্তই সত্য

"ময়ৈব প্রেরিতা বাণী তব বক্ত্রাদ্বিনির্গতা,
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং অত্র দোষঃ কুতস্তব।"

দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য আমার প্রবর্ত্তিত কথা তোমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, ইহাতে তোমার দোষ কি। তুমি যাও নিরন্তর আমাকে মনে মনে ভাবনা কর, অচিরে মুক্তলাভ করিবে। আমি সর্ব্বত্র সমদর্শী,আমার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। "ভজতোঽনুভজাম্যহং" যে আমাকে ভজনা করে আমিও তাহাকে ভজনা করি। এইরূপ কথিত হইয়া কৈকেয়ী রামকে বিস্ময় সহকারে প্রণাম করিয়া আনন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরে রামের সহিত অত্রিমুনির সাক্ষাৎ হয়। অধ্যাত্মরামায়ণকারের মতে ঋষি রামকে পরাৎপর নারায়ণ জানিয়া পরমভক্তি সহকারে যথাবিধি পূজা করেন। এবং স্তুতিচ্ছলে অনসূয়া বলিলেন—

রাম ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং
সংরক্ষণায় সুরমানুষতির্য্যগাদীন্

দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈ র্বিলিপ্ত
স্তত্তো বিভেত্যখিলমোহকরী চ মায়া।

রাম! তুমি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার রক্ষার জন্য দেবতা মনুষ্য ও তির্য্যক প্রাণী প্রভৃতির দেহ ধারণ করিয়া থাক, কিন্তু তুমি দেহগুণে লিপ্ত নহ, অখিলজনমোহিনী মায়াও তোমার নিকট ভয় পায়। ইহার পরেই আরণ্যকাণ্ডের সূচনা। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দণ্ডকারণ্যের পথ জিজ্ঞাসিত হইলে অত্রি ঋষি হাস্য করিয়া কহিলেন "সর্ব্বস্য মার্গদ্রষ্টা ত্বং তব কো মার্গদর্শকঃ" তুমি সকলের পথপ্রদর্শক, তোমাকে আবার কে পথ দেখাইবে। তথাপি লোক-ব্যবহারানুবর্ত্তী বলিয়া তোমায় পথ দেখাইয়া দিতেছি, এই বলিয়া শিষ্যগণকে আদেশ দিলেন। এইখানে তুলসীদাস কৃত হিন্দী রামায়ণ হইতে সুমিষ্ট, অত্রিমুনিকৃত রামের স্তবের কয়েক পংক্তি পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

নমামি ভক্তবৎসলং কৃপালুশীলকোমলং
ভজামি তে পদাম্বুজং অকামিনাং স্বধামদং।
নিকামশ্যামসুন্দরং ভবাম্বুনাথমন্দিরং
প্রফুল্লকঞ্জলোচনং মদাদিদোষমোচনং।
প্রলম্ববাহুবিক্রমং প্রভোঽপ্রমেয়বৈভবং
নিসঙ্গচাপসায়কধরং ত্রিলোক নায়কম্।
দিনেশবংশমণ্ডনং মহেশচাপখণ্ডনং
মুনীন্দ্রঅন্তররঞ্জনং সুরারিবৃন্দভঞ্জনম্।
ত্বমেকং অদ্ভুতং প্রভুং নিরীহং ঈশ্বরং বিভুং
... ...
জগৎ গুরুঞ্চ শাশ্বতং তুরীয়মেব কেবলং
ভজামি ভাববল্লভং কুযোগিনাং সুদুর্লভং
স্বভক্তকল্পপাদপং সমস্তসেব্যমন্বহং। ইত্যাদি।

দুই রামায়ণের প্রভেদ এখানে প্রদর্শিত হইল। পবিত্র রামচরিত্র অবলম্বন করিয়া অধ্যাত্ম রামায়ণকার স্ববক্তব্য কেমন সুকৌশলে ব্যক্ত করিলেন, এই কৌশল বুঝিবার ত্রুটিতে রামাবতারও আমাদের অস্থিমজ্জায় এমনই গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, যে তাহা সহজে ঘুচিবার নহে। শাস্ত্রকারগণের কৌশলের একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। কিন্তু এদেশে যেন ঐ সীমা বিশেষরূপে লঙ্ঘিত হইয়াছে। পরাধীনতার কষ্টে জেতৃ ও জিত জাতির মধ্যে ধর্ম্মের একতা জাগাইয়া তুলিয়া বিজেতা-জাতির অনুগ্রহ ও দয়া আকর্ষণ করিতে গিয়া (ও কতকটা সংক্রামক সূত্রে) এ দেশে ওলাবিবি, সত্যপীর প্রভৃতির পূজার প্রচলন হইয়াছে। কালব্যাপী মুসলমান অত্যাচারের নায়ক কাজী ও ধর্ম্মযাজকগণের ক্রোধ প্রশমন জন্যই যেন সত্যনারায়ণের সিন্নির ব্যবস্থা। (১) আমরা শাস্ত্রকারগণের কৌশল দেখাইবার জন্য সত্যনারায়ণ ব্রতকথা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। মূল সত্যনারায়ণ ব্রত পৌরাণিক ও তাহা স্কন্দপুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডের অন্তর্ভূত। তাহারই অবলম্বনে আধুনিক সত্যনারায়ণের ব্রতকথার প্রচলন। কিন্তু যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে পৌরাণিক ও আধুনিক সত্যনারায়ণের পূজার নামগত ঐক্য ছাড়া আভ্যন্তরিক বড় মিল নাই। পূর্ব্ব পুরুষগণ কেমন করিয়া নিজ ধর্ম্মের প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ছাড়িয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন। বলা বাহুল্য আধুনিক সত্যনারায়ণের পূজার আধিক্য মফঃস্বলে অত্যন্ত বেশী। ৺ রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিরচিত ও শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত সত্যনারায়ণের ব্রতকথায় আছে

"কলিতে যবন দুষ্ট হৈন্দবী করেন নষ্ট
দেখি রহিম বেশ হৈলা রাম"।
রাম রহিম দুই নাম ধরে এক নাথ,
অভেদ তোমারে কহি শাস্ত্র কি সার।"
"কংস কেশি মথনে কেশব মোর নাম
মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম।
সুরপুরে শক্র আমি পাতালে অনন্ত"
"ফকীর হইয়া আমি তোমার কারণ
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্য নারায়ণ।

(১) আমাদের মধ্যে আবার অনেকে বলিতে চাহেন যে সত্যপীর হিন্দুর জাগ্রত ও পুরাতন সত্যনারায়ণ ঠাকুরের মুসলমানী সংস্করণ মাত্র। মুসলমানেরা হিন্দুর পৌরাণিক সত্যনারায়ণের পূজার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া উহা আপনাদের মধ্যে প্রচলন করিয়া লইয়াছেন। এবং সত্যনারায়ণের নামের পরিবর্ত্তে সত্যপীর, নৈবেদ্যের পরিবর্ত্তে সিন্নি, বেদীর পরিবর্ত্তে মোকাম ও প্রণামের পরিবর্ত্তে সেলামের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সে যাহা হউক হিন্দুর মধ্যে এই পূজা মুসলমানি মতেই হইয়া থাকে। আমরা সত্য নারায়ণের অর্থাৎ এই আধুনিক সত্যপীরের ব্রত কথা পাঠ করিবার জন্য পাঠকগণকে অনুরোধ করি।